সূচীপত্র

ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘(হে নবী!) নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তী (নবী) দের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল, যদি তুমি শিরক কর, তাহ’লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বিফলে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة
المجلد : ٢٩ العدد : ٢ جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٧هـ/ نوفمبر ٢٠٢٥م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীছ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত, মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
- শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
- শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ছোট্ট সোনামণিদের প্রথম পাঠ বর্ণমালা সিরিজ

আরবী

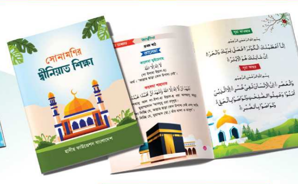

দ্বীনিয়াত শিক্ষা

বাংলা

ইংরেজী

গণিত

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

জুমাঃ উলা - জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৭ হি.
কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাং
নভেম্বর ২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ *(বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - কুফরীর সাথে ইসলামের কোন আপোষ নেই ০২
- **দরসে কুরআন :**
  - কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক রাজনীতি ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **দরসে হাদীছ :**
  - মানুষের সন্তুষ্টি বনাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ০৫
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ :**
  - কর্মময় ও বরকতপূর্ণ জীবন গঠনের উপায় ০৮
    - ড. ইহসান ইলাহী যহীর
  - ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম *(পূর্বপ্রকাশিতের পর)* ১২
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - দ্বীনদার জীবনসঙ্গী লাভের উপায় ও করণীয় ১৭
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - পূজামণ্ডপ পাহারা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২১
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্য জীবনের সোপান
    (পূর্ব প্রকাশিতের পর) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ২৪
- **স্বাস্থ্যকথা :**
  - নীরব প্রহরী কিডনী : সুস্থ রাখতে করণীয় ৩০
- **সালাফদের জীবন থেকে :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩১
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - উঠতি বয়সে বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা : উত্তরণের পথ ৩২
    -মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - দাওরাতুল হাদীছ : চূড়ান্ত প্রস্তুতির স্থান ৩৬
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **কবিতা :** ৪০
  - আহলেহাদীছ
  - বিসর্জন
  - শান্তি
  - সূরা মুতাফফেফীন-এর শিক্ষা
  - অবরুদ্ধ যামানার গান
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

নভেম্বর ২০২৫ | সম্পাদকীয় | ২৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

কুফরীর সাথে ইসলামের কোন আপোষ নেই

ইসলাম ও কুফর কখনোই এক নয়। মসজিদ ও মন্দির কখনোই এক নয়। মসজিদে হিন্দু ঢুকলে যেমন মুসলমানরা বিব্রত হয়, মন্দিরে কোন মুসলিম ঢুকলে হিন্দুরাও তেমনি বিব্রত হয়। বিশেষ করে যদি তিনি টুপি-দাড়িওয়ালা মুসলমান হন। মসজিদে আযানের সময় বা ঈদের ময়দানে মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনির সময় যদি হিন্দুরা সম্প্রীতির নামে সেখানে গিয়ে উলু ধ্বনি করে, তাহ'লে সেটা কেউ মানতে পারে কি? যদি কেউ রাজনীতির নামে এটাকে স্বাগত জানান, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানী মর্যাদাবোধ নেই।

দেড় হাযার বছর পূর্বে মক্কার মুশরিক নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সম্প্রীতির নামে এক আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এসে বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা ইবাদত করি, যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর, যার আমরা ইবাদত করি। তাতে আমরা ও তুমি আমাদের উপাসনার কাজে পরস্পরে শরীক হব'। তখন আল্লাহ সূরা কাফেরূন নাযিল করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ মুদ্রণ ১৬৭ পৃ.)*। যাতে কাফেরদের সঙ্গে পুরাপুরি বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবলীসের জন্য এই সূরার চাইতে অধিক ক্রোধ উদ্দীপক কোন সূরা কুরআনে নেই। কেননা এর মধ্যে রয়েছে তাওহীদ ও শিরকের আপোষহীনতার ঘোষণা *(কুরতুবী)*।

সেদিন মক্কার নেতাদের আপোষ প্রস্তাবের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, 'আপনারা কি এই সূর্যকে দেখছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আপনাদের কারণে আমার তাওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আপনারা ঐ সূর্য থেকে আমার জন্য একটা স্ফুলিঙ্গ এনে দিবেন'। তখন আবু তালিব বললেন, আমার ভাতিজা কখনোই আমাদেরকে মিথ্যা বলে না। অতএব তোমরা ফিরে যাও' *(ছহীহাহ হা/৯২)*।

সেযুগের মুশরিক নেতাদের আপোষ প্রস্তাবের ন্যায় এযুগেও চলছে আপোষ প্রস্তাবের হিড়িক। বিদেশের লেজুড়বৃত্তিতে অভ্যস্ত এদেশের নীতিহীন মুসলিম রাজনীতিকরা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মণ্ডপে গিয়ে সম্প্রীতির দাওয়াত দিচ্ছেন। বলছেন, 'রোযা ও পূজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ'। 'দুর্গা, মূসা ও ঈসা স্ব স্ব যুগের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন'। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন টাকার নোটে ছাপা হয়েছে মসজিদ, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারের ছবি। বুঝানো হচ্ছে, সব ধর্মই সঠিক। অথচ আল্লাহ বলছেন, একমাত্র ইসলামই আমার মনোনীত ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। এর বাইরে যারা অন্য ধর্ম তালাশ করবে, তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পর কা'বাগৃহে পূজিত মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ধুয়ে-মুছে ছাফ করে সেখানে আল্লাহ্র নামে তাকবীর দিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন। সেদিন তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করে বলেছিলেন, 'সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিদূরিত হয়েই থাকে' *(ইসরা-মাক্কী ১৭/৮১)*। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে থাকা মুশরিকদের প্রধান তিনটি উপাস্য মানাত, হোবল ও উযযার মূর্তিগুলিকে সেনা পাঠিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী নওমুসলিম আবু সুফিয়ানকে তিনি ৯০ কি.মি. দূরে ত্বায়েফে পূজিত 'লাত' মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য পাঠান। অতঃপর তিনি মুগীরাহ বিন শো'বার সহযোগিতায় সেটিকে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তিনি ত্বায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। যাদের নেতারা ইতিপূর্বে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করে এসেছিল। অথচ এই আবু সুফিয়ান মুশরিক থাকাকালে মদীনায় গেলে তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানায় বসতে দেননি। কেননা আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক' *(তওবা ৯/২৮)*। অর্থাৎ তাদের হৃদয় নাপাক। তাই নাপাকীর অনুসারীদের প্রতি কোন সম্মান নেই। অথচ আজ বাংলাদেশের সর্বত্র কবর পূজা, মিনার পূজা, অগ্নি পূজা, সৌধ পূজা ও ওরস পূজার শিরকে সয়লাব। শুধু তাই নয়, তারাই এখন ধর্মীয় নেতা ও দেশের নেতা হিসাবে বরিত।

৯২ শতাংশ মুসলিমের দেশে যেখানে ইসলাম বিজয়ী, সেই দেশের মুসলিম নেতারা পূজা মণ্ডপে গিয়ে সম্প্রীতির বাণী শুনাচ্ছেন। উচিত ছিল তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানানো। অথবা উচিত ছিল এসব স্থানে আদৌ না যাওয়া। তাদের মন্দিরে যাওয়ার দৃশ্য যেমন ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তেমনি আল্লাহ্র ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে। ক্বিয়ামতের দিন এই দৃশ্য দেখিয়েই আল্লাহ তাদের বিচার করবেন।

উল্লেখ্য যে, কথিত রাম ও দুর্গা বলে ইতিহাসে কিছু নেই। ২০১৯ সালের ৯ই নভেম্বর যখন অযোধ্যার বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল, তখন সে দেশের অন্ধ্র প্রদেশের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখায় বলেছিলেন, ৫০০ বছর ধরে একটা মসজিদ তার স্থানে দাঁড়িয়েছিল। যাকে বর্বরদের মত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হ'ল। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিল। অথচ রাম কেবল মহাকাব্যে আছেন। তিনি আদৌ ছিলেন কি-না, তিনি কোথায় জন্মেছিলেন, সেসবের কোন প্রামাণ্য নথি নেই'। অনুরূপভাবে 'দুর্গা' একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র। হিন্দুদের ঋগ্বেদে যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ হিন্দু সমাজের মূল বিশ্বাসে একেশ্বরবাদ ছিল। অথর্ব বেদে অল্ল উপনিষদের ৫ম সূত্রে বলা হয়েছে, অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূতং।

জানা আবশ্যক যে, ক্ষমতা আল্লাহ্র দান। এটি একটি বিরাট পরীক্ষা। যিনি যতটুকু ক্ষমতার মালিক, তাকে ততটুকুর জন্য আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রনেতারা সবচেয়ে বড় দায়িত্বে আছেন। তাদের নিকটে রয়েছে এদেশের ২০ কোটি মুসলমানের আক্বীদা ও আমলের বিশাল আমানত। তাই তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন এই আমানতের হিসাব দিতে হবে। তাদেরকেই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে। দুনিয়ার রাজপ্রাসাদ ও ফুলের মালা কবরে যাবে না। সেখানে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তর তারা কি দিবেন সেটা ভেবে দেখার আহ্বান রইল- *(স.স.)*।

কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক রাজনীতি

-*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (الأنعام ١١٤-١١٦)-

'(তুমি বল) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারকরূপে কামনা করব? অথচ তিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ। আর যাদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা ভালভাবেই জানে যে, এটি (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সত্যসহ নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি অবশ্যই সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (১৪)। 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (১৫)। 'অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুৎ করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১১৪-১৬)*।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

পরপর বর্ণিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক কিছু ভিত্তি ও নীতি বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) যেকোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালা দানকারী হ'লেন আল্লাহ। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিধানদাতা বা বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয় *(কুরতুবী)*।

(২) আল্লাহ্‌র কিতাব সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এবং জীবনযাপনের সকল মৌলিক বিধি-বিধান তিনি এই কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

(৩) ইহূদী-নাছারাগণ কুরআনের সত্যতা জানা সত্ত্বেও মুখে সন্দেহ প্রকাশ করবে।

(৪) ঈমানদারগণকে অহি-র বিধানে সন্দেহ করা চলবে না।

(৫) আল্লাহ্‌র কালাম সত্য ও সুবিচার দ্বারা পূর্ণ। অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি সংবাদ ও তথ্য সত্য এবং এর প্রতিটি আদেশ, নিষেধ ও বিধান ন্যায়পূর্ণ। এতে কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। তাই কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন (বিদ'আত) করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

(৬) কুরআনের কোন পরিবর্তনকারী নেই। ক্বিয়ামত পর্যন্ত কেউ এর কোন একটি শব্দ বা বিধানকে রদবদল বা পরিবর্তন করতে পারবে না। আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষক।

(৭) আল্লাহ্‌র বাণী যে অপরিবর্তনীয় এবং তিনি যে সবকিছু শোনেন ও জানেন এই বিশ্বাস একজন মুমিনকে শত প্রতিকূলতার মাঝেও হকের উপর অবিচল থাকতে সাহস যোগায়।

(৮) আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান হ'ল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত।

(৯) সংখ্যা কখনো হক ও বাতিলের মাপকাঠি নয়। অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রবৃত্তি, অজ্ঞতা, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই সত্য যাচাইয়ের মানদণ্ড যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতামত হয়, তাহলে ফলাফল হবে নিশ্চিত পথভ্রষ্টতা।

(১০) সত্যের অনুসারীরা সংখ্যায় কম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য যারা দ্বীনের সংস্কার করবে। যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যাবে *(ছহীহাহ হা/১২৭৩, রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ))*।

(১১) আল্লাহ্‌র বিধানের অনুসরণে সমাজের অধিকাংশ লোক বাধা হবে।

(১২) অহি-র বিধানের বিপরীতে অধিকাংশের রায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(১৩) অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে অহি-র বিধানকে প্রতিষ্ঠা দানে চাই উক্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ একদল ঈমানদার মুজাহিদ।

(১৪) অহি-র বিধান দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণবহ।

দুনিয়াতে নাস্তিকের সংখ্যা খুবই কম। বরং মুশরিকের সংখ্যাই বেশী। যারা আল্লাহকে স্বীকার করে। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সাথে বা তাঁর গুণাবলী ও আইন-বিধানের সাথে অন্য কোন সত্তা ও গুণাবলী বা তার বিধানকে শরীক করে। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ- 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ-মাক্কী ১২/১০৬)*। অর্থাৎ ঈমানদারগণের অধিকাংশ আল্লাহ্‌র সাথে বা তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যারা ঈমান আনার পরেও বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (এ বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে অনেকগুলি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন)।

আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মানতো। যখন তারা হজ্জ করত তখন 'তালবিয়া' পাঠ করার সময় বলত, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ- 'আমি হাযির হে আল্লাহ তোমার কোন শরীক নেই। একজন মাত্র শরীক আছে

তোমার জন্য। তুমি তার ও তার অধিকারভুক্ত সব কিছুর মালিক'। মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মুশরিকরা তালবিয়া পাঠ করত, তখন 'লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা' পর্যন্ত গেলেই আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাদের বলতেন, قَدْ قَدْ 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেড়ো না।[১]

কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ্র স্বীকারোক্তি তাদেরকে মুমিন বানাতে পারেনি। তাদের নাম 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' ছিল। কিন্তু শুধু নাম দিয়েই তারা মুসলমান হ'তে পারেনি। আজকের নামকা ওয়াস্তে মুসলমানরাও আল্লাহকে স্বীকার করে। কিন্তু জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান মেনে চললে দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতি হয়, সে সকল ক্ষেত্রে তারা তা অমান্য করে বা কৌশলে এড়িয়ে চলে। আর একারণেই তারা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি বিজাতীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে জানমাল ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। এর জন্য জান-মাল ও শ্রম ব্যয় করতে চায় না। কারণ আল্লাহ্র আইন সকল বান্দার জন্য সমান। সেখানে সবল, দুর্বল, সরকারী দল, বিরোধী দল কারু জন্য কোন দয়া প্রদর্শন করার সুযোগ নেই। বিশেষ করে ইসলামের ফৌজদারী আইন বাহ্যত খুবই কঠোর, যা থেকে বাঁচার জন্য সমাজের প্রায় সকল অপকর্মের হোতা সমাজনেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বিভিন্ন অজুহাতে আল্লাহ্র আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পায়।

অত্র আয়াতে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহকে প্রদান করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ঊর্ধে। অর্থাৎ দেশের জাতীয় সংসদে যদি এমন কোন আইন পাস হয়, যা আল্লাহ্র আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, তখন রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হবে আল্লাহ্র আইন বলবৎ করা ও সংসদে গৃহীত আইন প্রস্তাব বাতিল করা। কেননা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান ইসলামী আইন বলবৎ করতে ধর্মীয়ভাবেই বাধ্য। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলা হয়ে থাকে 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সংখ্যাগরিষ্ট দলের প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রী পরিষদ। রাষ্ট্রপ্রধান এখানে ক্ষমতাহীন একটি ইনস্টিটিউশন মাত্র।

এক্ষণে মুসলিম রাজনীতিকগণ যদি জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করেন, তবে তা হবে পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন বস্তুকে হালাল করার কোন অধিকার কোন মুসলিম সরকার বা রাষ্ট্রের নেই। অথচ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাজনীতিকগণ দলীয় সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী-বেশ্যাবৃত্তি সবকিছুর অবাধ অনুমতি দিচ্ছেন। মাদক সেবন, চুরি-ডাকাতি-রাহাযানির বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর বিধান তারা জারি করছেন না। আদালতগুলিতে আল্লাহ্র আইনে বিচার না করে নিজেদের তৈরী আইনে বিচারের নামে অবিচার করা হচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র স্বাধীন সৃষ্টি মানুষকে তারা নিজেদের গোলাম বানিয়েছে। এগুলি আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতাকে সরাসরি আঘাত করে। অতএব এই শিরকের মহাপাতক হ'তে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদী প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য।

ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুমিনকে স্রেফ আল্লাহ্র অহি-র অনুসরণ করতে হয়। তবে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেসব বিষয়ে ইসলামী শরী'আতে অভিজ্ঞ বিদ্বানদের নিকট থেকে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। ইসলামে হারাম-হালাল, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়গুলি স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এ বিষয়গুলি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুমিনের ধর্মীয় দায়িত্ব। এর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত'। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'অহি-র বিধানই চূড়ান্ত'। জাতীয় সংসদে অধিকাংশের রায় যদি অহি-র বিধানের বিপরীত হয়, তবে রাষ্ট্রপ্রধান ঐ রায়ে ভেটো দিবেন ও অহি-র বিধান বলবৎ করবেন। উপরে বর্ণিত ১১৬ নং আয়াতে অধিকাংশের কথা অনুযায়ী কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদি তা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত হয়।

ইসলামী শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে ইসলামী বিদ্বানদের অধিকাংশের মতামত ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে, যতক্ষণ তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে হবে। নইলে প্রত্যাখ্যাত হবে। যখনই স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই সকল 'রায়' বাতিল হবে। যদিও সেটা পার্লামেন্ট বা প্রেসিডেন্টের রায় হয়। অতএব প্রচলিত সকল বিধানকে অহি-র বিধানের অনুকূলে বাতিল বা সংশোধন করে নেওয়া সকল মুমিনের জন্য বিশেষ করে সরকারী দল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপরে ফরয দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সরকার ও জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার জন্য অবশ্যই একটি জামা'আত বা দল থাকতে হবে। যারা উক্ত লক্ষ্যে দিনরাতের আরামকে হারাম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে এগিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলমান হিসাবে আমাদের দায়িত্ব সবকিছুকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পুনর্গঠন করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

১. *মুসলিম হা/১১৮৪-৮৫; মিশকাত হা/২৫৫৪।*

মানুষের সন্তুষ্টি বনাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

-*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي. فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ: وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ–

হযরত মু‘আবিয়া (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পত্র দিন, বেশী লিখবেন না। জবাবে আয়েশা (রাঃ) লিখলেন, আপনার উপরে সালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, তার সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হন। তিনি তাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন’।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ– ‘যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, তার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন’।[২]

হাদীছটি মুমিন জীবনের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা হ’ল, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। মানুষের জীবনে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি আসে যখন তাকে একদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অন্যদিকে মানুষের সন্তুষ্টির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। এরূপ কঠিন মুহূর্তে একজন মুমিনের সঠিক সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থ, এমন ইচ্ছা পোষণ করা এবং এমন কাজ করা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যদিও তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে। এটি হ’ল নবীগণের স্তর। এর সর্বোচ্চ স্তরটি তাঁদের মধ্যে থাকা দৃঢ় প্রত্যয়ী রাসূলগণের জন্য এবং সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি একাই সমগ্র বিশ্বের মুকাবিলা করেছেন। আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তিনি নিকটের ও দূরের সকলের শত্রুতা সহ্য করেছেন। তিনি সর্বাবস্থায় মানুষের সন্তুষ্টির উপরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে তিনি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করেননি’।[৩]

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য :

হাদীছটিতে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা একে অপরের বিপরীত।

১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পুরস্কার :

হাদীছের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির ঝুঁকি নিয়েও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। এর অর্থ হ’ল, (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করার জন্য কোন কাজ করে, আর তাতে যদি পৃথিবীর মানুষ অসন্তুষ্টও হয়, তবে আল্লাহ স্বয়ং সেই ব্যক্তিকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। মানুষ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ‘আমাদের উপর দায়িত্ব হ’ল বিশ্বাসীদের সাহায্য করা’ *(রূম-মাক্কী ৩০/৪৭)*।

(খ) আল্লাহ তাকে কেবল রক্ষাই করেন না, বরং যে মানুষগুলো তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তাদের অন্তরকেও তার প্রতি প্রসন্ন করে দেন। একসময় তারাই তার প্রশংসা করতে শুরু করে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এটি আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ।

এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাযী-খুশী করতে পারল, সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই সফলকাম হ’ল। দুনিয়াতে সে মানুষের ভালবাসা ও সম্মান লাভ করে এবং পরকালে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুককে ভালবেসেছি। তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রীল তাকে ভালবাসেন এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন যে, আল্লাহ অমুককে ভালবেসেছেন। অতএব তোমরা তাকে ভালবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালবাসে। অতঃপর তার জন্য উক্ত ভালোবাসা যমীনবাসীদের প্রতি নামিয়ে দেওয়া হয় (তখন সবাই তাকে ভালবাসে)। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপরে ক্রুদ্ধ হন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি। তুমিও তার প্রতি ক্রুদ্ধ

১. *তিরমিযী, হা/২৪১৪।*
২. *ইবনু হিব্বান হা/২৭৬, ছহীহুত তারগীব হা/২২৫০, সনদ ছহীহ লে গায়রিহী।*
৩. *মাদারিজুস সালেকীন ২/২৮৫ পৃ.।*

হও। তখন জিব্রীল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন। তখন তারা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর তার জন্য উক্ত ক্রোধ যমীনবাসীদের প্রতি নামিয়ে দেওয়া হয়'।[৪]

২. মানুষের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মন্দ ফল :

হাদীছের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তাদের মন জয় করাকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাকে মানুষের হাতেই ছেড়ে দেন এবং মানুষকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।

অর্থাৎ সে আল্লাহ্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির শিকার হয়। আর সে যাদেরকে খুশী করার জন্য এত চেষ্টা করেছিল, তারাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে মানুষের কাছেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। ফলে এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং আখেরাতেও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়। সে উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র একটি অপরিবর্তনীয় বিধান হ'ল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর সৃষ্টির সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ সেই সৃষ্টিকেই তার উপর অসন্তুষ্ট করে দেন, যার সন্তুষ্টি সে চেয়েছিল। সে সেই সৃষ্টির দ্বারাই পরিত্যক্ত হয় এবং তার বিপদ সেই সৃষ্টির হাতেই ঘটে। ফলে যে তার প্রশংসাকারী ছিল, সেই তার নিন্দাকারীতে পরিণত হয়। অবশেষে সে না সৃষ্টির কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, না তার রবের সন্তুষ্টির পুরস্কার লাভ করতে পারে। এরূপ ব্যক্তিই হ'ল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অক্ষম ও নির্বোধ'।[৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, يَا رَبِيعُ، رِضَى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ، فَعَلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ فَالْزَمْهُ. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى رِضَاهُمْ– হে রবী'! মানুষের সন্তুষ্টি এমন এক চূড়ান্ত লক্ষ্য যা কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং তোমার জন্য যা কল্যাণকর, তা-ই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা তাদের (সকলের) সন্তুষ্টি অর্জনের কোন উপায় নেই।[৬]

আমাদের জন্য শিক্ষা ও সতর্কতা :

ইসলামের মূল ভিত্তি হ'ল তাওহীদ বা এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা। একজন মুমিনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত কেবলই মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, বর্তমান সমাজে মানুষকে খুশী করার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় নেমে বহু মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা ভুলে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের মত ভয়াবহ পাপে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের জন্য উক্ত হাদীছটিতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও সতর্কতা রয়েছে।

প্রকৃত মুসলিমের করণীয় :

উক্ত হাদীছের আলোকে একজন প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য হবে জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিকতা- সব ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, 'এ কাজটি করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, না অসন্তুষ্ট হবেন'। সন্তুষ্টি বুঝতে পারলেই কেবল তিনি সে কাজে অগ্রসর হবেন।

কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে পর্দার বিধান মেনে চলতে গিয়ে অনেকেই হয়তো সমালোচনা করবে। কিন্তু রবের হুকুম পালন করতে মুসলিম নারী কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না।

যেকোন ইবাদত বা ভালো কাজ করার পিছনে উদ্দেশ্য থাকবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। মানুষের প্রশংসা কুড়ানো, সমাজে ভালো হিসাবে পরিচিতি লাভ করা বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য কোনো কাজ সে করবে না।

ন্যায়ের পথে চলতে গেলে প্রায়ই প্রভাবশালী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হ'তে হয়। এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে সত্যের উপর অবিচল থাকবে, মানুষকে নয়। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, সদা সত্য কথা বলবে এবং শারঈ বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন হীনমন্যতায় ভুগবে না।

তার মধ্যে মানুষের প্রশংসা লাভের মোহ থাকবে না। সর্বদা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করবে। তাহ'লেই তো মহান প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে মানুষের অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা ও সম্মান তৈরি করে দেবেন।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এটি ব্যক্তিগত ও সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, যখনই কোন বান্দা সৃষ্টির সন্তুষ্টির উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় এবং এর বিনিময়ে আসা কষ্ট ও বোঝা বহন করে ও সেই পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ অবশ্যই সেই পরীক্ষা ও কষ্ট থেকে তার জন্য নে'মত, আনন্দ এবং সাহায্য সৃষ্টি করেন, ঠিক ততটা পরিমাণ, যতটা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সহ্য করেছিল। ফলে তার ভয় নিরাপত্তায় পরিণত হয়, ধ্বংসের আশঙ্কা মুক্তির কারণ হয়, ক্লান্তি আরামে পরিবর্তিত হয়, বোঝা সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়, বিপদ নে'মত পরিণত হয়, পরীক্ষা পুরস্কারে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষের অসন্তুষ্টি (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়'।[৭]

---

৪. মুসলিম হা/২৬৩৭; বুখারী হা/৩২০৯; মিশকাত হা/৫০০৫ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫।
৫. মাদারিজুস সালেকীন ২/২৮৬।
৬. আবু নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/১২৩।
৭. মাদারিজুস সালেকীন ২/২৮৫।

সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ বজায় রাখতে হবে :

মানুষকে অসন্তুষ্ট করবে বলতে এই নয় যে, একজন মুসলিম অসামাজিক, রূঢ় বা মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে চলবে। বরং ইসলাম উত্তম চরিত্র, সদাচরণ এবং মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তাই তিনি মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ বজায় রাখবেন। সামাজিক দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করে যাবেন। তবে যখনই আল্লাহ্র বিধান এবং মানুষের ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে, তখন কোন দ্বিধা ছাড়াই আল্লাহ্র বিধানকে বেছে নিবেন। আর বিনয়ের সাথে শারঈ ওযর পেশ করে নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন। যেমন পিতা-মাতার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ এই ভারসাম্য শিখিয়ে বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ‘যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। কিন্তু পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে *(লোকমান ৩১/১৫)*।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। মানুষের সন্তুষ্টি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে আসে, তবে তা গ্রহণীয়। কিন্তু যেখানে আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘন করে মানুষকে খুশি করার প্রশ্ন আসে, সেখানে একজন প্রকৃত মুমিন নির্ভীকভাবে আল্লাহ্র পথকেই বেছে নেবে।

বস্তুত সর্বত্রই এই নীতি প্রযোজ্য। সাময়িকভাবে কিছু মানুষ অসন্তুষ্ট হ’তে পারে, সাময়িকভাবে কিছু স্বার্থহানিও হ’তে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত সফলতা ও সম্মান তো তারই জন্য নির্ধারিত, যে তার রবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। যার অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ হবেন, সমগ্র সৃষ্টি তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে শিরক, বিদ‘আত সহ যাবতীয় লোক দেখানো আমল থেকে বেঁচে থেকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য পণ্য
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন

ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ’তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা‘লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

কর্মময় ও বরকতপূর্ণ জীবন গঠনের উপায়

*-ড. ইহসান ইলাহী যহীর**

উপস্থাপনা :

মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা একটি সুন্দর, সফল ও অর্থবহ জীবন। যে জীবনে আসবে সমৃদ্ধি এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে আসবে অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকত। কর্মময় জীবন পৃথিবীতে সাফল্য এনে দেয়, আর বরকতপূর্ণ জীবন দেয় প্রশান্তি। এ দুটিকে সমন্বয় করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করাই প্রকৃত সফলতা।

একটি বরকতময় ও কর্মমুখর জীবন গঠনের প্রথম সোপান হ'ল নিজের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া। এর পাশাপাশি একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা অনুসরণ করা অপরিহার্য। জীবনের যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবল ধরে রেখে মহান আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হ'তে হবে। কেননা ইসলামে অলসতা ও উদাসীনতাকে একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং শয়তানের পাতা ফাঁদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধ্বংসাত্মক অভ্যাস মানুষকে সৎকর্ম ও কল্যাণ বিমুখ করে রাখে এবং ধীরে ধীরে তাকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুত একজন অলস ও উদাসীন ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নামও হ'তে পারে। অতএব অলসতার এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে এবং একটি কর্মময় ও বরকতপূর্ণ জীবন গঠন সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'ল-

কর্মমুখর জীবনে অলসতা-উদাসীনতা :

মানব জীবন এক কর্মমুখর যাত্রার নাম। এই যাত্রাপথে কেউ বেছে নেন কর্মঠ ও উদ্যমী জীবন, আবার কেউ গা ভাসিয়ে দেন উদাসীনতা ও আলস্যের স্রোতে। এই দুই পথের ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি পথ নিয়ে যায় সাফল্য, সম্মান ও পরিতৃপ্তির স্বর্ণশিখরে, অন্যটি নিক্ষেপ করে ব্যর্থতা, গ্লানি আর হতাশার অতল গহ্বরে।

একজন কর্মঠ ব্যক্তি তার প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করেন এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করেন। ঠিক যেমন একটি ধারালো অস্ত্র নিয়মিত ব্যবহারে আরও শাণিত হয়, তেমনি কর্মঠ জীবন মানুষের কর্মদক্ষতাকে ধারালো ও কার্যকর করে তোলে। এর ফলাফলও সুদূরপ্রসারী। কর্মঠ ব্যক্তি কেবল পার্থিব জীবনেই সফলতা, সম্মান ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন না, বরং পরকালেও তার প্রতিদান প্রাপ্ত হন।

এর বিপরীতে, অলসতা ও উদাসীনতা হ'ল জীবনের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। ব্যক্তিকে কর্মবিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে। এর প্রধান লক্ষণগুলো হ'ল অনীহা, অমনোযোগিতা, অজুহাত এবং উদ্যমহীনতা। এই উদাসীনতা ধীরে ধীরে মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়।

অলসতা ও উদাসীনতার পেছনের মূল কারিগর হ'ল ইবলীস শয়তান। সে মুমিনকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আলস্যের চাদরকে অন্যতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। সে মানুষের মনে আলস্যমাখা অজুহাতের জন্ম দেয়, তাকে উদাসীনতার কম্বলে জড়িয়ে রাখে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদত, বিশেষ করে ছালাত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এভাবে সে মানুষকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

সুতরাং জীবনকে সার্থক ও সফল করতে চাইলে কর্মঠ ও উদ্যমী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। অলসতা ও উদাসীনতার ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে, প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

কর্মমুখর জীবন গঠন করবেন কেন?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এই জীবনব্যবস্থায় অলসতা, উদাসীনতা ও কর্মবিমুখতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং একটি কর্মমুখর ও উৎপাদনশীল জীবনযাপনে উৎসাহিত করা হয়েছে। কর্মমুখর জীবন গঠন শুধু পার্থিব প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে বলেছেন। তিনি বলেন, 'ছালাত শেষ হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর। আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আ ৬২/১০)*।

এই আয়াতে ছালাতের মতো শ্রেষ্ঠ ইবাদতের পরেই জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা কর্মের গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। আল্লাহ মানুষকে বেকার বসে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং তাঁর দেওয়া সামর্থ্য ও যোগ্যতা ব্যবহার করে পৃথিবীকে আবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে একজন কর্মঠ মানুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর ছাহাবীদেরকেও কর্মঠ হ'তে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ- 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[১]

অলসতাকে অন্য সব নেতিবাচক বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা প্রমাণ করে যে, এটি মুমিনের চরিত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর। সুতরাং শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মমুখর জীবন গঠন করা একজন মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। এটি কেবল আর্থিক সচ্ছলতাই এনে দেয় না, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, আত্মিক

** প্রিন্সিপাল, জামে'আ দারুত তাওহীদ, কচুয়া, চাঁদপুর।*

১. বুখারী, হা/২০৭২।

প্রশান্তি লাভ এবং আখেরাতের সাফল্যের সোপান তৈরী করে। অলসতা পরিহার করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী হালাল পথে শ্রম দেওয়াই হ'ল ঈমানের দাবী এবং একজন পরিপূর্ণ মুসলিমের পরিচয়।

কর্মমুখর জীবন গঠনের উপায় :

১. ফজর থেকে কর্মে নিযুক্ত হওয়া : একটি কর্মচঞ্চল ও বরকতময় দিনের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ভোরের স্নিগ্ধতায়। অলসতা ও উদ্যমহীনতার প্রধান কারণগুলোর একটি হ'ল ফজরের পর ঘুমিয়ে থাকা। এই ঘুম সারাদিনের কাজের বরকত নষ্ট করে দেয়। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নিয়মিত তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের চেষ্টা করুন। না পারলে অন্তত মাঝে মাঝে পরুন। বাদ ফজর হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুছাল্লাতে বসেই তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করার অভ্যাস করুন।

ভোরের সময়টি না ঘুমিয়ে হাঁটা, ব্যায়াম, কুরআন তিলাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধিমূলক বইপত্র পাঠ করা যরূরী। অথবা দিনের পরিকল্পনা সাজানোর কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য ভোরের সময়ে বরকতের দো'আ করেছেন। তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য সকালে বরকত দান করুন'।[২] ভোরের কর্মীরা এই দো'আর অংশীদার হন এবং তাঁদের জীবনে সমৃদ্ধি আসে।

সকালের কাজ হয় বরকতময় : নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রিসালাতের পাহাড়সম দায়িত্ব, কাজের চাপ, শত ব্যস্ততা, প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত, ছাহাবীদের তা'লীম-তারবিয়াত প্রদান ও পরিবারের সবার অধিকার পূরণের পরও তিনি আল্লাহ্র ইবাদত করতেন দিন-রাত। সূর্য উঠার পর তিনি কমপক্ষে দুই রাক'আত নফল ছালাত পড়তেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ- 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত উক্ত স্থানে বসে আল্লাহ্র যিকর সম্পন্ন করে। অতঃপর দুই রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে; সে ব্যক্তি একটি হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব লাভ করে। পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার ছাওয়াব অর্জন করে'।[৩] এতে বুঝা গেল যে, জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করতঃ তাসবীহ-তাহলীলে মশগূল থেকে সকাল করলে এবং মাত্র ২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে পারলে পরিপূর্ণ হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব অর্জিত হয়। ছওয়াবের এই ডালি নিঃসন্দেহে বরকতময় সকালে আপনাকে ইবাদতে সক্রিয় রাখার জন্যই।

২. ছালাতে গাফলতি পরিহার করা : সময়মত ছালাত পড়তে না পারলে এটাই হবে সারা দিনের অলসতার সূচনা। এ থেকেই আমলহীনতা, পাপপ্রবণতা ও অন্যান্য গাফেলতির দুয়ার উন্মোচিত হয়। সেকারণ যত কষ্টই হোক না কেন, ছালাতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ- 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গিঁট মেরে দেয়। আর প্রত্যেক গিঁটে সে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি আরো ঘুমাও। কিন্তু যদি সে জেগে ওঠে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহ'লে তার একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে তার আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তারপর সে যখন ছালাত পড়ে, তার সমস্ত গিঁট খুলে যায়। যার ফলে সে প্রভাতে উপনীত হয় স্ফূর্তি, ভালো মন, উদ্যমী ও কর্মঠ অবস্থায়। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মন, অলসতা ও উদাসীনতা সহকারে'।[৪] অতএব কর্মঠ হ'তে চাইলে ফজর সহ প্রতি ওয়াক্তের ছালাতে বিশেষভাবে মনোযোগী হ'তে হবে।

৩. সময়ের অপচয় রোধ করা : মানুষের সঙ্গী হয়ে থাকে বর্তমানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, ইউটিউব চ্যানেল সহ আরো অনেক কিছু। এসবের ব্যবহারে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। বিশেষ করে এগুলো যেন রাতের ঘুম কেড়ে নিতে না পারে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রাতে বিছানায় গিয়ে মাসনূন দো'আ, তেলাওয়াত, যিকর-আযকারের মাধ্যমে ঘুমিয়ে পড়লে অলসতা হার মানবে এবং আমলে মন বসবে। ফলে হতাশা দূর হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত বরকত জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ- 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ'লে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহ'লে তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না'।[৫] অতএব সৎকর্ম, ইলম অর্জন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থেকে সময়গুলোর সঠিক মূল্যায়ন করা উচিৎ।

২. আবুদাঊদ হা/২৬০৬; তিরমিযী হা/১২১২; মিশকাত হা/৩৯০৮।
৩. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১; ছহীহাহ হা/৩৪০৩।
৪. বুখারী হা/১১৪২, ৩২৬৯; মুসলিম হা/৭৭৬; মিশকাত হা/১২১৯।
৫. আহমাদ হা/৮৬৮১; তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২; ছহীহাহ হা/১৩৫৯।

কর্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া : কর্মঠ হওয়া মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। এমনকি তিনি ছালাতের পর জীবিকা সন্ধানের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ، 'অতঃপর যখন ছালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর' *(জুমু'আহ ৬২/১০)*।

আমরা অনেকে শিক্ষিত কিংবা সামাজিক স্টেটাসের ভয়ে বৈধ পথে কষ্ট করতে অনিহা প্রকাশ করি। কবির ভাষায় 'করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে। পাছে লোকে কিছু বলে'? এযেন আমাদের বাস্তব জীবনে করুণ বাস্তবতা। এর ভয়ে নিজ হাতে হালাল জীবিকা অন্বেষণ থেকে পিছপা হই। আমরা উদ্যোক্তা হ'তে শরমিন্দা হই। এটা নিতান্তই অনুচিত। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ– 'তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা লোকেদের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। চাই তারা তাকে দিক বা না দিক'।[৬]

মুমিন কখনও অকর্মণ্য ও পরনির্ভরশীল হবে না। বরং সে উদ্যমী, পরিশ্রমী ও কর্মঠ হবে। পার্থিব জীবনে সে তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। আর এখান থেকে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করবে এবং অন্যের হক আদায় করবে। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ– 'তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান' *(মুলক ৬৭/১৫)*। অতএব নিজ হাতে হালাল উপার্জনের সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রত্যেক পুরুষের ঈমানী দায়িত্ব।

কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া : কাজের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে। কর্মচঞ্চলতার প্রধান হাতিয়ার হ'ল হিম্মত বা সৎ সাহস। সুতরাং প্রথমেই কষ্ট ও মেহনত করার জন্য হিম্মত বা সৎ সাহস অর্জন করতে হবে। অলসতার এই রোগ থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে। আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করে কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন।

দ্রুত সৎকর্ম সমূহ বাস্তবায়ন করা : সৎ কর্ম কিংবা তওবা করার চিন্তা মনে আসার সাথে সাথেই তা করে ফেলা উচিত। আজকের নেক আমল আজই এবং আজকের তওবা আজকেই করতে হবে। কিছুতেই তা আগামীকালের জন্য রেখে দেওয়া যাবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا– 'তোমরা সৎ কর্মের দিকে দ্রুত অপগ্রগামী হও রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার সদৃশ ফিৎনায় পতিত হওয়ার পূর্বেই। যখন কোন ব্যক্তি সকালে উঠবে ঈমানদার অবস্থায়, আর সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায় অথবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর সকালে উঠবে কাফের অবস্থায়। মানুষ দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দিবে'।[৭] আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ– 'তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও যমীনের সমপরিমাণ। যা আল্লাহভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। অতএব যত দ্রুত সম্ভব সৎকর্ম বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন করা : কর্মময় জীবন গঠনের আরেকটি উপায় হচ্ছে- নবী-রাসূল, ছাহাবী-তাবেঈ ও সালাফগণের জীবনী পাঠ করা। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، 'পূর্বপুরুষদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে' *(ইউসুফ ১২/১১১)*। আল্লাহভীরুদের সান্নিধ্যে থাকা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, মজলিসে বসা, তাঁদের কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চয় করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তাওবা ৯/১১৯)*। অতএব সৎসঙ্গে থাকলে আপনি সৎ ও কর্মঠ হবেন এটাই স্বাভাবিক।

কর্মমুখর জীবনের ব্রত গ্রহণ করা : নিজেই কর্মমুখর জীবনের প্রতি ব্রতী হতে হবে। উদাসীনতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, অকর্মণ্যতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। অলসতা ব্যর্থ মানুষের স্বভাব। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা'। সুতরাং শয়তানী ওয়াসওয়াসার শিকারে পরিণত হয়ে ব্যর্থদের কাতারে শামিল হওয়া যাবে। অতঃপর শয়তানের অনিষ্ট হ'তে পানাহ চেয়ে সৎ আমলের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ– 'আল্লাহ্র নিকট শক্তিশালী মুমিন অধিক উত্তম ও প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে। তুমি ঐ জিনিসের প্রতি যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে।

৬. *বুখারী হা/২০৭৪, ২৩৭৪।*

৭. *মুসলিম হা/১১৮; তিরমিযী হা/২১৯৫; মিশকাত হা/৫৩৮৩।*

আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ো না'।[৮]

অলসতা ও উদ্যমহীনতার কারণ : অলসতার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল রাতে দেরীতে ঘুমানো এবং দেরীতে ঘুম থেকে উঠা। এশার পরে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং ভোর রাতে ঘুম থেকে ওঠা এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদয়ের চেষ্টা করা উচিত। সকালে সূর্যোদয়ে পরে ইশরাক ও ছালাতুয যোহা আদায় করা। এগুলি বাস্তবায়ন করতে পারলে জীবনে উদ্যম আসবে এবং কাজের গতি সঞ্চার হবে বহুগুণ।

অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কথা এবং কাজ পরিহার করা অবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ– 'একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা'।[৯]

প্রতিদিন রুটিন মাফিক কাজে আত্মোনিয়োগ করা কর্তব্য। শিক্ষার্থী হ'লে পড়া-লেখায়, চাকুরিজীবী হ'লে প্রফেশনে, ব্যবসায়ী হ'লে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন পূরণে স্বপ্নচারী হতে হবে। আর অক্লান্ত মেহনত করতে হবে। সেইসাথে রবের তাওফীক কামনা করে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহনের প্রাণান্ত কোশেশ করতে হবে। رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। উল্লেখ্য যে, ইহকালে কল্যাণ আসে কাজে আর পরকালের কল্যাণ আসবে আমলে। যেগুলি কর্মঠ ব্যক্তিদের মহৎ গুণ। কবির ভাষায়-

'অবসর কোথায়, কোথায় শ্রান্তি, এখনও কাজ রয়েছে বাকি,
তাওহীদ আজ পূর্ণ কিরণ, দিগ-দিগন্তে দেয়নি উঁকি'।

অলসতা হ'তে মুক্তির দো'আ : অলসতা হ'তে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলি অধিক হারে পাঠ করুন।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ– 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ হ'তে, অপারগতা ও অলসতা হ'তে, কৃপণতা ও ভীরুতা হ'তে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন হ'তে'।[১০] اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ– اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের আযাব হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয়ে তাক্বওয়া দান করুন, আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই তো আত্মাকে পরিশুদ্ধকারী। আপনি হৃদয়ের মালিক ও অভিভাবক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম হ'তে যে ইলম কোন উপকার সাধন করে না, এমন হৃদয় হ'তে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা হ'তে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ হ'তে যা কবুল করা হয় না'।[১১]

উপসংহার : মুমিন জীবনে অলসতার কোন স্থান নেই। কেননা এই দুনিয়াতে যা কিছু করেছে, ব্যস্ত লোকেরাই করেছে। অলস-অকর্মণ্যরা শুধু ভালো মানুষের ভুল ধরেছে, সমালোচনা করেছে। তারা নিজেরা কোন কল্যাণজনক কাজ করতে পারেনি। সমাজকে কোন কিছু উপহার দিতে পারেনি। অতএব আসুন! অলসতার জরাজীর্ণ চাদর ছুঁড়ে ফেলে বরকতময় কর্মমুখর জীবন ও আমলী যিন্দেগীর প্রতি আমরা বিশেষভাবে মনোযোগী হই। মহান আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৮. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯।
৯. মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/৪৮৩৯।
১০. বুখারী হা/৬৩৬৯; মিশকাত হা/২৪৫৮।
১১. মুসলিম হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭. ইলম অনুযায়ী আমল না করা মুনাফিক্বীর লক্ষণ :

কথা ও কাজের এই অমিল, জ্ঞান ও কর্মের এই বৈপরীত্য মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যকার সুস্পষ্ট বিভেদরেখা। মুমিনের প্রতিটি জ্ঞানবিন্দু তার আমলে পরিণত হওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে; তার সত্তা অর্জিত ইলমের আলোকে নিজেকে সাজাতে নিরন্তর চেষ্টা করে। অন্যদিকে মুনাফিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে এক মুখোশ হিসাবে। তার জিহ্বা জ্ঞানের মুক্তা ঝরায়, কিন্তু তার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে আমলের নূর থেকে বিমুখ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার জ্ঞান অন্যের বাহবা কুড়ানোর জন্য, নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণের জন্য, কিন্তু নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নয়। জ্ঞান তার কাছে এক সুন্দর পুষ্প, যাতে কোন সুগন্ধ নেই; এক প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজের ভিতরকার অন্ধকার দূর করতে পারে না। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (রহঃ) এক অসামান্য কথায় সেই সত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِي قَوْلِهِ، وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِي عَمَلِهِ 'মুনাফিকের জ্ঞান তার কথায় (ভাষণে), আর মুমিনের জ্ঞান তার কর্মে (আমল-আখলাক্বে)'।[১] অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যদি শুধু আমাদের জিহ্বা, কি-বোর্ড আর অনলাইন প্রোফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা মুমিনের জ্ঞান নয়; বরং তা মুনাফিকের জ্ঞানেরই প্রতিচ্ছবি। মুমিনের জ্ঞান তার কর্মের মাধ্যমে কথা বলে। তার ইবাদত-বন্দেগী, সততা, তার বিশস্ততা, পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি তার সহানুভূতিই হ'ল তার জ্ঞানের আসল সাক্ষী। তার কর্মই তার জ্ঞানের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র।

যেদিন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম যে, গীবত করা হারাম, কিন্তু তুমি তোমার বন্ধু মহলে বসে তা উপভোগ করতে। তোমাকে শিখিয়েছিলাম যে, ছালাত ফরয, কিন্তু তুমি পার্থিব ব্যস্ততার অযুহাতে তা পরিত্যাগ করতে। তোমাকে শিখিয়েছিলাম পিতা-মাতার খেদমত জান্নাতের চাবিকাঠি, কিন্তু তুমি তাদের অবহেলা করতে'। এরকম আমাদের প্রতিটি জানা বিষয় ক্বিয়ামতের দিন হয় মুক্তির কারণ হবে, নয়তো শাস্তির কারণ হবে। জেনে-বুঝে আমল না করাটা আল্লাহ্র সাথে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, যা মুনাফিকের কাজ। কারণ মুনাফিকরা সত্যকে জানার পরও কেবল দুনিয়াবী স্বার্থে তা এড়িয়ে চলে। তাই বিশিষ্ট ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ إِذَا وُقِفْتُ عَلَى الْحِسَابِ أَنْ يُقَالَ لِي: قَدْ عَلِمْتَ، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ 'আমি যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হ'ল- যখন আমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন আমাকে বলা হবে যে 'তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে। সেই জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ'?[২]

হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَدَعُوا قَوْلَهُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ قَوْلًا إِلَّا جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مِنْ عَمَلٍ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَإِذَا سَمِعْتَ قَوْلًا حَسَنًا فَرُوَيْدًا بِصَاحِبِهِ، فَإِنْ وَافَقَ قَوْلًا وَعَمَلًا فَنِعْمَ وَنُعْمَةُ عَيْنٍ، 'মানুষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কর, তাদের কথার ভিত্তিতে নয়। কারণ আল্লাহ এমন কোন কথা রাখেননি, যার উপর তিনি কাজের মাধ্যমে একটি প্রমাণ দেননি' সেটা হয় কথাকে সত্যায়ন করে, নয়তো তা মিথ্যা প্রমাণ করে। তাই যখন তুমি কোন চমৎকার কথা শোনবে, তখন তার কথায় মুগ্ধ হওয়ার আগে একটু থাম (একটু ভেবে দেখ)। যদি তার কথা ও কাজ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহ'লে সেটা খুবই উত্তম ও প্রশংসনীয়'।[৩]

একজন মানুষ সারাদিন সততার বুলি আওড়াতে পারে, কিন্তু যখন ব্যবসার সুযোগ আসে, তখন যদি সে ওযনে কম দেয় বা পণ্যে ভেজাল মেশায়, তবে তার মুখের কথা মূল্যহীন। একজন নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণের সেবার অঙ্গীকার করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতার চেয়ারে বসে যদি তিনি দুর্নীতি করেন, তবে তার অঙ্গীকার প্রতারণা মাত্র। হাসান বছরী (রহঃ) আমাদের এক চিরন্তন সত্য শিখিয়েছেন আমল হ'ল কথার আয়না। যার কথা ও কাজে মিল নেই, তার সুন্দর কথাগুলো আসলে এক ধরনের ধোঁকা। এই বাহ্যিক ধার্মিকতা ও অভ্যন্তরীণ কপটতাই হ'ল মুনাফিকের চরিত্র, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, إِنْ أَنَا عَمِلْتُ بِمَا أَعْلَمُ فَأَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمَا أَعْلَمُ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ أَجْهَلَ مِنِّي، 'আমি যা জানি, সে অনুযায়ী যদি আমি আমল করি, তবে আমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। আর আমি যা জানি, সে অনুযায়ী যদি আমল না করি, তবে দুনিয়াতে আমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ নেই'।[৪]

কথায় ও কাজে আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কেননা আমরা প্রতিদিন আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করি যে, আমরা কার গোলাম- আল্লাহ্র, নাকি আমাদের প্রবৃত্তির? মুখে আল্লাহ্র বান্দা দাবী করা সহজ,

---

**. এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৩৭।

২. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ১৪; আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ১১২।

৩. শাতেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত (কায়রো : দারু ইবনে আফ্ফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.) ১/৭২।

৪. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে' লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি, মুহাক্কিক্ব : ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, তাবি) ১/৯০।

কিন্তু প্রতিটি কাজে সেই দাসত্বের প্রমাণ দেওয়াই প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। আর এর ব্যতিক্রমই হ'ল মুনাফিক্বী। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (মৃ.২৫৮হি.) বলেন, كُونُوا عِبَادَ اللهِ بِأَفْعَالِكُمْ، كَمَا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عَبِيدُ اللهِ بِأَقْوَالِكُمْ، 'তোমরা তোমাদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার চেষ্টা কর ঠিক সেই ভাবে, যেভাবে তোমরা কথার মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার দাবী করে থাক'।[৫]

৮. আমল বিহীন ইলম পরিতাপের কারণ :

জ্ঞান হ'ল আত্মার খোরাক। কিন্তু সেই জ্ঞান যদি আমলে পরিণত না হয়, তবে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই এক অন্তহীন পরিতাপ ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি তার সামনে রাখা সুস্বাদু খাবার মুখে না দিয়ে বারবার পিঠের পেছনে ফেলতে থাকে, সে যেমন নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায় না, সে কখনো সেই জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে না; বরং সেটা তার জন্য বোঝা ও লজ্জার কারণ হয়।

ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম আত-তাবারী (রহঃ) বলেন, আমি একবার ফুযাইল ইবনে ইয়ায (১০৭-১৮৭হি.)-এর কাছে হাদীছ শিখতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, 'যদি তুমি আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা চাইতে, তবে তা আমার জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তুমি আমার কাছে হাদীছ শিখতে চাচ্ছ'। আমি বললাম, আপনি যদি এমন কিছু হাদীছ আমাকে শুনিয়ে দেন, যা এখনো আমার কাছে নেই, তবে তা আমার কাছে অধিক সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় হবে। তখন তিনি বললেন, إِنَّكَ مَفْتُونٌ، أَمَا وَاللهِ! لَوْ عَمِلْتَ بِمَا سَمِعْتَ لَكَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ شُغْلٌ عَمَّا لَمْ تَسْمَعْ، 'তুমি তো পাগল হয়ে গেছ! আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি শোনা (হাদীছ) অনুযায়ীই আমল করতে, তবে যা শোননি সে সম্পর্কে জানার সুযোগই পেতে না'। এরপর তিনি বললেন, আমি সুলায়মান ইবনে মেহরান আল-আ'মাশ (৬১-১৪৮হি.)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ طَعَامٌ تَأْكُلُهُ فَتَأْخُذُ اللُّقْمَةَ فَتَرْمِي بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ كُلَّمَا أَخَذْتَ اللُّقْمَةَ رَمَيْتَ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ مَتَى تَشْبَعُ؟ 'যখন তোমার সামনে খাবার রাখা হয়, আর তুমি এক লোকমা তুলে নিলে, তারপর তা খাওয়ার বদলে পেছনে ফেলে দিলে, এরপর আবার প্রতিটি লোকমাই এভাবে পেছনে ফেলে দিলে, তবে কি তুমি কখনো পরিতৃপ্ত হ'তে পারবে?'[৬]

আজ আমরা তথ্যের এক মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ আর সোশ্যাল মিডিয়ার দেয়ালগুলো জ্ঞান ও তথ্যের এক বিশাল ভোজনালয়। আমরা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইসলামিক আলোচনা শুনি, আর্টিকেল পড়ি, বইয়ের পিডিএফ সংগ্রহ করি এবং সুন্দর সুন্দর উক্তি শেয়ার করি। আমরা প্রতিনিয়ত জ্ঞানের লোকমা তুলছি, কিন্তু তা আমাদের আত্মার ভেতরে প্রবেশ না করিয়ে আমলের অভাবে পিঠের পেছনে ছুড়ে ফেলছি। অতএব কেবল ইলম সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা হজম করতে হয় আমলের মাধ্যমে। কারণ যে আলেম বা ছাত্র প্রতিদিন নতুন নতুন হাদীছ শেখে, নতুন নতুন কিতাব পড়ে, কিন্তু নিজের অন্তরে ও জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায় না– সে যেন শুধু লুকমা জমাচ্ছে অথচ মুখে দিচ্ছে না। হয়ত একসময় সে জ্ঞানের ভারে নত হবে, কিন্তু অন্তর থাকবে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত।

যাঁরা ছিলেন ইলমের সাগর, সেই মহান ইমামগণ ইলমের আমানত বা দায়িত্বের কথা ভেবে সর্বদা ভীত থাকতেন। তাঁদের কাছে ইলম অর্জন কোন সম্মান বা খ্যাতির বিষয় ছিল না, বরং ছিল আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতার এক আমানত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাবেঈ ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জাজ (৮৫-১৬০হি.) মাঝে মাঝে আশংকা করে বলতেন, مَا أَنَا مُقِيمٌ عَلَى شَيْءٍ أَخَافُ أَنْ يُدْخِلَنِي النَّارَ غَيْرُهُ يَعْنِي الْحَدِيثَ، 'আমি এমন কিছু করি না, যার কারণে জাহান্নামের ভয় করি– শুধু এটাকে ছাড়া। এর মাধ্যমে তিনি হাদীছ বর্ণনাকেই উদ্দেশ্য করতেন'।[৭] যে হাদীছ চর্চাকে আমরা নাজাতের উপায় মনে করি, সেই হাদীছ চর্চাই তাঁর জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হ'তে পারে বলে তিনি ভয় পেতেন। কারণ তিনি জানতেন, প্রতিটি হাদীছ যা তিনি শিখেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তাঁকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে তিনি নিজে এর ওপর কতটুকু আমল করেছেন?

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (১০৭-১৯৮হি.) নিজের ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন, لَوْ قِيلَ لِي: لِمَ طَلَبْتَ الْحَدِيثَ؟ مَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، 'যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তুমি হাদীছ অন্বেষণ করেছ? তবে আমি জানিনা, কী জবাব দেব'।[৮] অথচ আমরা সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে 'শায়েখ', 'আলেম', 'মুফতী' হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। অথচ এই মহান ইমাম নিজের নিয়ত নিয়েই সন্দিহান থাকতেন। তাঁদের এই ভয় প্রমাণ করে, তাঁরা ইলমকে কেবল তথ্য হিসাবে দেখেননি, বরং দেখেছেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক গুরুতর আমানত হিসাবে, যার খেয়ানত ধ্বংস ডেকে আনবে।

---

৫. ইবনুল জাওযী, আত-তাযকিরাহ ফীল ওয়ায (বৈরূত : দারুল মা'রেফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি.), পৃ. ৯৬।

৬. হাফেয জামালুদ্দীন মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আস্মাইর রিজাল, মুহাক্কিক্ব : ড. বাশশার আওয়াদ মা'রূফ (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০০হি./১৯৮০খৃ.), ২৩/২৯৩।

৭. ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা (কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০১খৃ.) ৯/২৮০।

৮. ইবনু শাহীন, তারীখু আসমাইছ ছিক্বাত, মুহাক্কিক্ব : ছুবহী সামিরাঈ (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.) পৃ. ১০৫।

৯. ইলম আলেমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে :

মহাবিচারের সেই ভয়ংকর দিনে, যখন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিজের বিরুদ্ধেই কথা বলবে, তখন এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষী আল্লাহ্‌র আদালতে দাঁড়াবে। আর সেটা হ'ল আমাদের অর্জিত ইলম। সেদিন আমাদের ইলম হবে একটি দ্বিমুখী ধারালো তরবারী; হয় তা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে মুক্তির কারণ হবে, অথবা আমাদের বিপক্ষেই সবচেয়ে শক্তিশালী অভিযোগকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ধ্বংসের কারণ হবে।

আমাদের অর্জিত জ্ঞানের মূল উৎস হ'ল আল্লাহ্‌র অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। কুরআন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ। এটি নিছক পাঠ করার জন্য বা মুখস্থ করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি; এটি এসেছে জীবন পরিচালনার এক পূর্ণাঙ্গ সংবিধান হিসাবে। যে এই সংবিধান মেনে চলবে, কুরআন তার জন্য সুপারিশকারী হবে। আর যে একে পাঠ করবে, বুঝবে, কিন্তু জীবনে বাস্তবায়ন করবে না, তার বিরুদ্ধে কুরআনই হবে প্রধান সাক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، '(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল হবে'।[৯] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُتَكَلَّمُ بِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِ، 'যে কুরআন পাঠ করে, তার দ্বারা তোমরা প্রতারিত হয়ো না। এটা তো কেবলই কালাম, যা দিয়ে কথা বলা হয়। বরং লক্ষ্য কর! (কুরআন পাঠের পর) কে সেই অনুযায়ী আমল করে'।[১০]

ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াবেন। আর সেই অভিযোগটি হবে কুরআনকে পরিত্যাগ করা নিয়ে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কুরআন পরিত্যাগ করার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, مَنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَقَدْ هَجَرَهُ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ فَقَدْ هَجَرَهُ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَقَدْ هَجَرَهُ، 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করল। যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না, সেও কুরআনকে পরিত্যাগ করল। আর যে কুরআন তেলাওয়াত করল এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করল, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করল না, সে ব্যক্তিও কুরআনকে পরিত্যাগ করল'। তারা সবাই আল্লাহ্‌র সেই আয়াতের শামিল হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً– '(সেদিন) রাসূল বলবে, হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।[১১] সুতরাং আমরা আজ কোন শ্রেণীতে পড়ছি? আমাদের ঘরে সুন্দর গিলাফে মোড়ানো কুরআন আছে, মোবাইল অ্যাপে কুরআন আছে, কিন্তু তেলাওয়াত নেই। তেলাওয়াত থাকলেও তাদাব্বুর বা গভীর চিন্তা নেই। আর চিন্তা থাকলেও জীবনে তার বাস্তবায়ন নেই। আমরা কি জেনে বা না জেনে সেই হতভাগা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি না, যাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং আমাদের নবী (ছাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ করবেন? আল্লাহুল মুস্তা'আন।

বিশর ইবনুল হারেছ আল-হাফী (১৭৯-২২৭হি.) বলেন, الْعِلْمُ حَسَنٌ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَا أَضَرَّهُ، وَقَالَ: هَذِهِ حُجَجٌ أَوْ قَالَ هَذِهِ حُجَّةٌ، يَعْنِي: عَلَى مَنْ عَلِمَ، 'জ্ঞান তার জন্যই কল্যাণকর যে সে অনুযায়ী আমল করে। আর যে আমল করে না, জ্ঞান তার কী পরিমাণ ক্ষতিই না করে! তিনি আরও বলেন, এই জ্ঞান প্রমাণস্বরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেছে, (আমল না করলে) এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই দলীল হবে'।[১২] আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে সাম'উন (৩০০-৩৮৭হি.) বলেন, كُلُّ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ بِالْعِلْمِ فِيمَا لِلَّهِ عَلَيْهِ، فَالْعِلْمُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَوَبَالٌ، 'যে ব্যক্তি তার জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেয় না, তার অর্জিত জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ এবং ধ্বংসের কারণ হবে'।[১৩]

ইলমের এই ভয়াবহ দায়িত্বের কথা ভেবে সালাফে ছালেহীন সর্বদা ভীত থাকতেন। তাদের জ্ঞান ছিল পাহাড়সম, আর আমল ছিল তার চেয়েও উঁচু। তবুও তারা আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْتَنِي لَمْ أَكْتُبِ الْعِلْمَ، وَلَيْتَنِي أَنْجُو مِنْ عِلْمِي كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، 'হায়! আমি যদি জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করতাম! আর আমি যদি আমার অর্জিত জ্ঞান থেকে কোন মতে বেঁচে যেতে পারতাম, এমনভাবে যে তা না আমার পক্ষে থাকবে, আর না আমার বিপক্ষে যাবে'।[১৪]

একবার ভাবুন, তিনি কেবল 'সমান সমান' হয়ে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছেন! অর্থাৎ তার বিশাল জ্ঞান যেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না হয়, এটাই ছিল তার সর্বোচ্চ

---

৯. ছহীহ মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১।

১০. সুনানে সা'দ ইবনে মানছূর ২/৩৯৩; ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, পৃ. ৭১।

১১. আবূ যর ক্বালামূনী, ফাফিররূ ইলাল্লাহ (কায়রো : মাকতাবাতুছ ছাফা, ৫ম মুদ্রণ, ১৪২৪হি.), পৃ. ২৯৫; ই'লামুল আছহাব, পৃ. ৬০৬।

১২. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৪৪।

১৩. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ/১৪২১হিঃ), ১/৫৫০; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৫১/১২।

১৪. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৫৫।

আকুতি। ইমাম শা'বী (রহঃ) জ্ঞানের দায়বদ্ধতার কথা ভেবে বলেন, لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ عَلِمْتُ مِنْ ذَا العِلْمِ شَيْئاً، 'হায়! আমি যদি এই জ্ঞানের কিছুই না জানতাম!'।[১৫]

এইসব কথা তাদের জ্ঞানবিমুখতার কারণে ছিল না, বরং জ্ঞানের বিশাল দায়িত্বের গভীর উপলব্ধি থেকে ছিল। তারা জানতেন, যখন তুমি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে না, তখন তা তোমার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হবে। সারী আস-সাক্বাতী (১৬০-২৫৩হি.) বলেন, كُلَّمَا ازْدَدْتَ عِلْماً كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ أَوْكَدَ، 'তুমি জ্ঞান-গরিমায় যত সমৃদ্ধ হবে, তোমার বিরুদ্ধে দলীল ততই জোরালো হবে'।[১৬] তাদের এই ভয় আর আমাদের নির্ভয় বিচরণ– এই দুইয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! কতই না ব্যাবধান! আমরা অল্প জেনে অহংকারী হয়ে উঠি, আর তারা জ্ঞানের গভীরে পৌঁছেও আল্লাহ্র ভয়ে কতই না বিনয়ী থাকতেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

আসুন! একবার নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার অর্জিত জ্ঞান আজ কোথায় বাস করছে? আমার জিহ্বার ডগায়? নাকি কী-বোর্ডের বোতামে? আমার জ্ঞান কি কেবল কিছু সুন্দর কথা আর আকর্ষণীয় আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নাকি তা আমার চরিত্র, আমার আচরণ এবং প্রতিটি পদক্ষেপে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে?

যে জ্ঞানের ভার আমরা বহন করছি, তা আল্লাহ্র আদালতে আমার-আপনার বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেদিন কোন ওযর বা অজুহাত গৃহীত হবে না। সেদিন বলা হবে, 'তুমি তো জানতে!' এই একটি বাক্যই সমস্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের পথ রুদ্ধ করে দেবে। আল্লাহুল মুস্তা'আন।

তাই আমরা সারাদিন যে জ্ঞান অর্জন করলাম, হোক তা একটি আয়াতের তাফসীর, একটি হাদীছের মর্ম বা কোন আলেমের আলোচনা– তার কতটুকু আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে? আমার আজকের জ্ঞান কি আমার কোন একটি বদ অভ্যাসকে বদলে দিতে পেরেছে? আমার কোন একটি পাপকে প্রতিহত করার শক্তি জুগিয়েছে? আমার অহংকারকে চূর্ণ করে আমাকে আরও বিনয়ী করেছে?

যদি উত্তর 'না' হয়, তবে হৃদয়ে কাঁপন অনুভব করুন! এখনই সময় অশ্রুসজল চোখে আল্লাহ্র কাছে তওবা করার এবং জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার। কারণ ক্বিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আমাদের অর্জিত ইলম হয় আমাদের মুক্তির জন্য সুফারিশকারী হবে, নতুবা আমাদের বিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন আমাদের জ্ঞান যদি আমাদের বিপক্ষে না গিয়ে আমাদের পক্ষে থাকে, তবে মুমিনের জন্য সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা।

১০. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র শাস্তি :

আমলবিহীন ইলমের সকল পরিণতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও চূড়ান্ত পরিণতি অপেক্ষা করছে ক্বিয়ামতের সেই মহাবিচারের ময়দানে। দুনিয়ার অপমান, অন্তরের অশান্তি, জ্ঞানের স্বাদ থেকে বঞ্চনা– এসব সেই আখেরাতের ভয়ংকর শাস্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ। সেদিন অর্জিত জ্ঞান ব্যক্তির মুক্তির জন্য সুপারিশকারী না হয়ে, তার বিপক্ষেই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে দাঁড়াবে এবং তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রায় ঘোষণা করা হবে। তাদেরকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা হ'লেন : শহীদ, ক্বারী বা আলেম এবং দানশীল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، '(ক্বিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হবে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল) সেই ব্যক্তি সে ইলম অর্জন করেছিল ও অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন পড়েছিল। তাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা অবহিত করবেন। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছিলাম, অন্যদের তা শিখিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলাম। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং (জনগণের মাঝে) আলেম বা বিদ্বান বলে আখ্যায়িত হবে সেজন্য বিদ্যা শিখেছিলে এবং ক্বারী বলে পরিচিত হবে সেজন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছিলে। তোমাকে তো সেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৭] এ হাদীছ এতটাই ভারী ও গুরুত্ববহ যে আবু হুরায়রা (রাঃ) এই হাদীছটি বর্ণনার সময় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মিসরের প্রখ্যাত তাবেঈ শুফাই আল-আছবাহী (মৃ. ১০৫ হি.)-এর নিকটে এই হাদীছটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ হুরায়রা (রাঃ) ভয়ে তিন বার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।[১৮]

ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ

---

১৫. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু'আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) ৪/৩০৩।

১৬. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৫৩।

১৭. মুসলিম হা/১৯০৫।

১৮. তিরমিযী হা/২৩৮২; হাকেম হা/১৫২৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৮।

أَهْلُ النَّار عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَىْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، ‘ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হ’তে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম’।[19]

একবার চোখ বন্ধ করে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি কল্পনা করুন। যে আলেম, যে বক্তা, যে দ্বীনের দাঈ দুনিয়ার বুকে মানুষের কাছে সম্মানিত ছিল, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে পেষণের চাকায় বাঁধা গাধার মতো অন্তহীন যন্ত্রণায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তার এই অপমানজনক পরিণতি দেখে জাহান্নামীরাও অবাক হয়ে প্রশ্ন করছে, ‘আপনি না আমাদের সৎ পথের দিশা দিতেন?’ এই দৃশ্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যে জ্ঞান ও উপদেশ নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে না, তা আল্লাহ্‌র কাছে কতখানি মূল্যহীন ও ঘৃণিত। আমাদের প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি স্ট্যাটাস, প্রতিটি লেকচার প্রথমে আমাদের নিজেদের আত্মার জন্য হওয়া উচিত। নতুবা যে জ্ঞান আমাদের মুক্তির আলো হওয়ার কথা ছিল, সেই জ্ঞানই ক্বিয়ামতের দিন আমাদের কপটতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হবে। তাই আজ নিজেকে প্রশ্ন করার সময় এসেছে– আমার অর্জিত জ্ঞান কি আমার মুক্তির অছীলা, নাকি আমারই বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আদালতে সবচেয়ে বড় অভিযোগকারী?

উপসংহার :

পরিশেষে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের জীবনকে আমলহীন ইলমের অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন। আমাদেরকে এমন উপকারী জ্ঞান দান করেন, যা হৃদয়ে ঈমানের নূর জ্বালিয়ে দেয়, জীবনে পরিবর্তন আনে, আমাদেরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ আমাদের জ্ঞানকে জান্নাতের সোপন হিসাবে কবুল করুন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

১৯. *বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯।*

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

দ্বীনদার জীবনসঙ্গী লাভের উপায় ও করণীয়

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার এবং পৃথিবীকে আবাদ করার সুশৃঙ্খল ও পবিত্রতম ইলাহী বিধান হ'ল বিবাহ। এই অনুপম বন্ধন মানুষের আত্মায় এনে দেয় অনাবিল প্রশান্তি, হৃদয়ে দান করে স্থিতি এবং চরিত্রকে উন্নীত করে নিষ্কলুষ পবিত্রতায়, যার মাধ্যমে জীবনে মেলে পরম সুখের ঠিকানা। এর আশ্রয়েই গড়ে ওঠে এমন এক মধুময় দাম্পত্য, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গভীর অনুরাগ, স্নেহ-মমতা, ত্যাগ এবং উৎসর্গীকৃত মনোভাবের উপর টিকে থাকে। একজন স্বামী বা স্ত্রী কেবল জীবনসঙ্গী নন, বরং আত্মার বন্ধু, ইবাদতের সঙ্গী এবং জান্নাতের পথে সহযাত্রী।

কিন্তু এই অনাবিল প্রশান্তি ও সুখের ঠিকানা বহুলাংশে নির্ভর করে জীবনসফরের সঙ্গী নির্বাচনের মতো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর। কারণ একটি ভুল নির্বাচন সুন্দর জীবনকে করে তুলতে পারে বিশৃঙ্খল ও কন্টকাকীর্ণ; প্রশান্তির নীড়কে পরিণত করতে পারে ফিৎনা-ফাসাদের অগ্নিগর্ভে এবং জীবনকে ঠেলে দিতে পারে কষ্ট ও অশান্তির অতল গহ্বরে। তাই জীবনসঙ্গী নির্বাচন কেবল একটি সামাজিক রীতি নয়, এটি দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নির্ধারণকারী এক প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, যা নিতে হয় আল্লাহ্র উপর ভরসা, পূর্ণ সতর্কতা ও আবেগমুক্ত হৃদয়ে।

১. আত্মিক প্রস্তুতি :

জীবনসঙ্গী লাভের এ সফরটি হতাশা বা উদ্বেগের নয়, বরং এটি এক গভীর ঈমান, আন্তরিক দো'আ এবং পবিত্র প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ সফর। তবে এ সফরের দিশা খুঁজে পেতে আসুন সফরটা শুরু করি নিজের ভিতর থেকে।

(ক) নিজেকে তেমন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন, যেমন সাথী আপনি খুঁজছেন :

একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে গুণগুলো খুঁজছেন, সেই গুণগুলো আপনার মধ্যে আছে কি? আপনি যদি একজন তাহাজ্জুদগুযার স্ত্রী বা স্বামী চান, আপনি নিজে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করেন কি? আপনি যদি একজন সৎ ও চরিত্রবান মানুষ চান, আপনি নিজে সেই সততার আয়না হ'তে পেরেছেন কি?

পবিত্র কুরআনের ইলাহী বাণীটি স্মরণ করুন, 'সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য' *(নূর ২৪/২৬)*। এটি আল্লাহ্র ওয়াদা। আপনি নিজেকে যত পবিত্র ও সুন্দর করে গড়ে তুলবেন, আল্লাহ আপনার জন্য ঠিক ততটাই পবিত্র ও সুন্দর কাউকে নির্ধারণ করে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। তাই অন্যের অপেক্ষায় না থেকে আজ থেকেই নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার কাজে নেমে পড়ুন! আপনার প্রতিটি সৎকর্ম আপনার সেই জান্নাতী সাথীর কাছে পৌঁছানোর পথ তৈরী করে দিবে ইনশাআল্লাহ।

(খ) আল্লাহ্র সাথে একান্তে কথা বলুন!

ভাবুন তো একবার, রাতের আকাশ যখন তারাদের আলোয় ঝলমল করছে, চারপাশ যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন আপনি জেগে আছেন। আপনি দাঁড়িয়েছেন আপনার মহান রবের সামনে, সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন আর আপনার হৃদয়ের সব আকুতি, সব স্বপ্ন, সব না বলা কথাগুলো চোখের পানিতে মিশিয়ে তাঁর কাছে পেশ করছেন।

ঠিক এভাবেই রাতের তৃতীয় প্রহরে প্রতিপালকের দরবারে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে মনের আকুতি তুলে ধরুন। এটাই তো সেই সময় যখন রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বলেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব! কে আছ আমার নিকটে কিছু চাইবে, আমি তাকে প্রদান করব! কে আছ আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব![১]

অথবা দিনের যেকোন সময় দুই রাক'আত ছালাতুল হাজাত বা প্রয়োজন পূরণের ছালাত আদায় করুন। তারপর আল্লাহ্র কাছে বলুন, হে আমার রব! আমার জীবনে এমন একজন সঙ্গী মিলিয়ে দিন, যাকে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়, যার কথায় আমার আত্মা প্রশান্তি পায়। এমন একজন মানুষ দিন, যিনি আপনার প্রিয় বান্দা হবেন। যিনি আমাকে আপনার আরও কাছে নিয়ে যাবেন। যার হাত ধরে আমি আপনার আরও প্রিয় বান্দা হ'তে পারব। যিনি আমাকে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবেন।

আমাদেরকে চাইতে হবে এমন একজন তাক্বওয়াশীল সাথী, যিনি কেবল জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদারই হন না, হয়ে ওঠেন জান্নাতের পথে একজন পথপ্রদর্শক, ভুলের সময় একজন স্নেহময় অভিভাবক এবং ইবাদতে অলসতা এলে একজন অনুপ্রেরণাদায়ী বন্ধু। তাঁর উন্নত দ্বীনদারী ও উত্তম আখলাক প্রতিনিয়ত নিজের ঈমানকে শাণিত করতে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে।

আর আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনার সময় নিম্নের দো'আগুলো আকুতিভরে পাঠ করুন-

(১) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ– *(রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)*। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।[২]

(২) يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছ'* (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[৩]

---

১. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
২. বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; মিশকাত হা/২৪৮৭।
৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৭।

(৩) رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ *‘রব্বি ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খয়রিন ফাক্বীর’*। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার পক্ষ হ’তে আমার প্রতি কল্যাণ নাযিলের মুখাপেক্ষী *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*।

(৪) حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *‘হাসবুনাল্ল-হু ওয়া নি‘মাল ওয়াক্বীল’*। ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক’![৪]

উল্লেখ্য, উক্ত দো‘আগুলি বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যেকোন বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা-সংকট বা যেকোন প্রয়োজনে আল্লাহ সাহায্য লাভের আশায় এবং যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা প্রকাশের জন্য পাঠ করা হয়।

(গ) বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করুন!

যারা একজন দ্বীনদার, চরিত্রবান ও প্রশান্তিদায়ক জীবনসঙ্গী খুঁজছেন, তাদের জন্য জাগতিক চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্র দরবারে নিয়মিত ইস্তিগফার করা অত্যন্ত যরূরী। এটি কেবল পাপ মোচন করে না, বরং আল্লাহ্র রহমতের দরজা খুলে দেয় এবং উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়।

আল্লাহ বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ– ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক সৎকর্মশীলকে তার প্রতিদান দিবেন’ *(হূদ ১১/৩)*।

অতএব আপনার একাকীত্বের দুশ্চিন্তা আর সঙ্গী না পাওয়ার হতাশাকে আজই বদলে দিন একনিষ্ঠ ইস্তিগফারে। হৃদয় খুলে পাঠ করতে থাকুন ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর শীতলকারী সব দো‘আগুলো। বিশ্বাস রাখুন, যেমনিভাবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আপনার আত্মা পরিশুদ্ধ হচ্ছে, ঠিক তেমনি আল্লাহ আপনার জন্য একজন পরিশুদ্ধ ও উত্তম জীবনসঙ্গী মিলিয়ে দেয়ার পথকেও মসৃণ করে দিচ্ছেন। কেবল আন্তরিকতার সাথে বিনীতচিত্তে ক্ষমা চেয়ে যান, বাকিটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিন, তিনিই আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

(ঘ) ফেরেশতার দো‘আতেও খুলে যেতে পারে আপনার ভাগ্য :

উত্তম জীবনসঙ্গীর জন্য হৃদয়ের গভীরে কতই না আকুতি জমা হয়। মুছাল্লায় (জায়নামাযে) বসে কতশত অশ্রু ফেলি। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি, যে আপনার নিজের বিবাহের পথের তালা খোলার চাবিকাঠিটি হয়তো আপনারই কোন বন্ধুর বিবাহের জন্য করা আন্তরিক দো‘আর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে?

যখন আপনি নিজের প্রয়োজন ভুলে গিয়ে অন্য কারো শূন্যতা পূরণের জন্য হাত তোলেন, তখন আসমানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তৈরি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন সেই ভালোবাসার প্রতিদান, যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো‘আ করে, তখন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হন। আপনি যখনই বলেন, ‘হে আল্লাহ! আমার বোনটির জন্য একজন উত্তম জীবনসাথী মিলিয়ে দিন’, তখন সেই ফেরেশতা উত্তরে বলেন, آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ‘আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক’।[৫]

একবার ভেবে দেখুন তো! আপনার নিজের দো‘আর চেয়েও কত বেশী শক্তিশালী সেই ফেরেশতার দো‘আ, যিনি নিষ্পাপ এবং যিনি সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশে আপনার জন্য প্রার্থনা করছেন। আপনি অন্যের জন্য যে ঘর সাজানোর স্বপ্ন দেখছেন, আল্লাহ পর্দার আড়ালে আপনার ঘর সাজানোর প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

অনুরূপ যখন আপনি কারো বিবাহের জন্য দৌড়ঝাঁপ করেন, ভালো পাত্র বা পাত্রীর খোঁজ দেন, তখন আপনি আসলে আল্লাহ্র সৃষ্টির সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আর ওয়াদা তো এটাই, ‘বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, আল্লাহ্র ততক্ষণ তার সাহায্যে রত থাকেন’।[৬]

২. বাস্তব পদক্ষেপ :

(ক) সম্মানের সাথে পবিত্র পন্থায় খুঁজুন!

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিকে খোঁজার পথটিও হ’তে হবে সবচেয়ে সম্মানিত ও পবিত্র। তাই পরিবারের ছায়ায় পাত্রী খুঁজুন। আপনার পিতা-মাতা, ভাই-বোন এঁরাই আপনার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী। তাদের অন্ত রখোলা দো‘আ আর অভিজ্ঞতার ছায়ায় খোঁজ-খবর শুরু করুন। তাদের মাধ্যমে আসা সম্বন্ধে যে বরকত থাকে, তা আর কিছুতে নেই।

আপনি আপনার অভিভাবকদের কাছে আপনার পসন্দের ধরন, আপনার দ্বীনী ও চারিত্রিক মানদণ্ড এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিনয়ের সাথে খুলে বলতে পারেন।

পরিবারের বাইরেও বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত ভাই-বোনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, পরিচিত কোন পরহেযগার শিক্ষক বা উস্তাদের মাধ্যমে, অথবা পরিচিত দ্বীনদার সাথী, সহপাঠীর মাধ্যমে হ’তে পারে। এছাড়া শরী‘আহভিত্তিক ম্যারেজ মিডিয়ার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও পুরো প্রক্রিয়াটি যেন পরিবারের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়, সেব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

(খ) হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকুন!

বৈবাহিক সম্পর্ক কোন জাগতিক আকর্ষণে টিকে থাকে না; বরং এটি টিকে থাকে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠানো ভালোবাসা ও রহমতের এক অদৃশ্য বাঁধনে। রক্তের সম্পর্কে

---

৪. আলে ইমরান ৩/১৭৩; তিরমিযী হা/৩২৪৩; ছহীহাহ হা/১০৭৯।

৫. মুসলিম হা/২৭৩২; মিশকাত হা/২২২৮।

৬. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

বছরের পর বছর একসাথে থেকেও সম্পর্কের যে গভীরতা তৈরি হয় না, তার চেয়েও বহুগুণ বেশী আস্থা, নির্ভরতা আর ভালোবাসা হঠাৎ জন্মে যায় দু'টি মানুষের মধ্যে, যারা একদিন পরস্পরের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অচেনা। এই অলৌকিক অনুভূতি, এই গভীর সংযোগ কেবলই মহান সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ দান।

আল্লাহ নিজেই বলছেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম হ'ল, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও রহমত। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য *(রূম ৩০/২১)*।

এই জান্নাতী রহমত ও ভালোবাসা আল্লাহ কেবল তাঁর নির্ধারিত বৈধ ও পবিত্র সম্পর্কের জন্যই রেখেছেন। যারা হারাম পথে এই প্রশান্তি খোঁজে, তারা সাময়িক আকর্ষণ পেলেও কখনোই হৃদয়ের সেই স্থায়ী ও গভীর ভালোবাসা লাভ করতে পারে না। যে সম্পর্কের সূচনা হয় আল্লাহ্র অবাধ্যতা দিয়ে, সেই সম্পর্কে কখনো রহমত ও বরকত থাকতে পারে না। কাঁচের ঘরের মতো সেই সম্পর্ক সামান্য আঘাতেই চুরমার হয়ে যায়। যে মানুষটি বিবাহের আগেই আপনাকে আল্লাহ্র অবাধ্য হ'তে শেখায়, গোনাহের পথে পা বাড়াতে সহযোগিতা করে, সে বিবাহের পরে কিভাবে আপনাকে জান্নাতের পথে এগিয়ে নিবে? অতএব ঘুণাক্ষরেও হারামের পথে হাঁটবেন না।

(গ) আত্মার সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দিন!

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময় আমরা প্রায়ই বাইরের চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হই। কিন্তু আসল সৌন্দর্য তো লুকিয়ে থাকে দ্বীনদারী আর চরিত্রে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই অমর বাণী হৃদয়ে গেঁথে নিন, (১) فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ 'তোমরা দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দাও, অন্যথা তোমাদের উভয় হস্ত ধূলায় ধূসরিত হৌক (অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)'। (২) إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ 'যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট হও, তার সাথে বিবাহ দাও'। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তৃত হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল! যদি তার মাঝে (কুফ্‌-এর দিক থেকে) কিছু ত্রুটি থাকে? জবাবে তিনি তিনবার (তাকিদ দিয়ে) বললেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয়, তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে।[৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত নির্দেশনা থেকে বুঝা যায় যে, সুখী ও প্রশান্তিময় জীবনের ভিত্তি হ'ল পারস্পরিক দ্বীনদারী ও উত্তম আখলাক। তাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ক্ষণস্থায়ী মোহকে ত্যাগ করে দ্বীনদারীকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিন। পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন, যখন আপনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবেন, তখন তিনি আপনার অন্যান্য দুনিয়াবী কামনা-বাসনাও পূরণ করে দেবেন এবং দাম্পত্য জীবনে অশেষ বরকত দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

চেষ্টা করুন সেই মানুষটির আত্মার গভীরে তাকাতে। দেখুন, তার চোখে আল্লাহ্র ভয় আছে কি-না। তার আচরণে নম্রতা ও দয়া আছে কি-না। কারণ সৌন্দর্য একদিন ফুরিয়ে যাবে, সম্পদও শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু একজন নেককার জীবনসঙ্গীর উত্তম চরিত্র আপনার জীবনকে আজীবন আলোকিত করে রাখবে।

(ঘ) ইস্তেখারাহ করুন :

যখন কোন প্রস্তাব আসবে, তখন নিজের সীমিত জ্ঞান দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। আপনার জীবনের সিদ্ধান্তের ভার তুলে দিন তাঁর হাতে, যিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুর খবর রাখেন। দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে একনিষ্ঠভাবে পূর্ণ ভরসা রেখে আল্লাহ্র কাছে বলুন, হে আল্লাহ! যদি এই সম্পর্ক আমার দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমার হৃদয়কে এর জন্য প্রশস্ত করে দাও এবং কাজটা আমার জন্য সহজ করে দাও। আর যদি এতে অকল্যাণ থাকে, তবে একে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নাও এবং আমার মনকে তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট করে দাও।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে 'ইস্তেখারাহ' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)-

'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্ল-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।

---

৭. তিরমিযী হা/১০৮৫, মিশকাত হা/৩০৯০, সনদ হাসান।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী।

হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর'।

এখানে *হা-যাল আম্‌রা* (এই কাজ) বলার সময় কাজ বা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

উল্লেখ্য যে, ইস্তেখারাহ করার অর্থ এই নয় যে, আপনি স্বপ্নে স্পষ্ট নির্দেশনা পেয়ে যাবেন। বরং ইস্তিখারার পর আপনার মন হয়তো কোন একটি সিদ্ধান্তের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়বে। অথবা যে প্রস্তাবটি আপনার জন্য কল্যাণকর, সেটির বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যাবে এবং তা সহজ হয়ে যাবে। আর যে প্রস্তাবটি অকল্যাণকর, সেটির পথে নতুন কোন বাধা তৈরি হবে বা আপনার মন তা থেকে আপনা থেকেই সরে আসবে। সুতরাং বিবাহের প্রস্তাবে বিশেষত দোদুল্যমান অবস্থায় থাকলে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও পরামর্শের পাশাপাশি অবশ্যই ইস্তেখারাহ করা উচিত, যাতে আল্লাহ্র সাহায্যে সঠিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায়।

৮. *বুখারী, আবুদাঊদ হা/১৫৩৮; মিশকাত হা/১৩২৩।*

৩. আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখুন!

সর্বশেষ পরামর্শ- বিশ্বাস রাখুন! নিশ্চিত থাকুন! ধৈর্য ধরুন! ছবর বা ধৈর্যের চেয়ে সুন্দর কোন গুণ নেই। একজন কৃষক যেমন বীজ বপন করে, পানি দেয়, সার দেয় এবং তারপর ফসলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, ঠিক তেমনি আপনিও দো'আ ও চেষ্টার বীজ বপন করেছেন। এবার ফলাফলের জন্য ছবরের সাথে অপেক্ষা করুন। আল্লাহ বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ আপনার ডাক শুনছেন। তিনি আপনার একাকীত্ব দেখছেন। তিনি আপনার জন্য এমন কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন, যা আপনার কল্পনার চেয়েও সুন্দর। তাঁর নির্ধারিত সময়ে, আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ মানুষটি আপনার জীবনে ঠিকই আসবে। সেই দিন আপনি বুঝবেন, আপনার প্রতিটি দো'আ, প্রতিটি রাতের চোখের পানি আর প্রতিটি দিনের ধৈর্য বৃথা যায়নি।

এই ভরসা আপনার মনের গভীর প্রশান্তি এনে দিবে এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবে। আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে আল্লাহ আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সেটাই সর্বোত্তম হবে। এই বিশ্বাস আপনাকে হতাশা ও অধৈর্য হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং তাড়াহুড়ো বা সামাজিক চাপের মুখে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকেও বাঁচাবে।

নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টার পর যে ফলাফলই আসুক না কেন, তা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা নিহিত। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এর মধ্যেই চূড়ান্ত কল্যাণ রয়েছে, যা হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের চোখে পড়ছে না।

আল্লাহ আপনার এই পবিত্র সফরকে সহজ করুন এবং আপনাকে এমন একজন জীবনসঙ্গী দান করুন, যিনি হবেন আপনার দুনিয়ার শান্তি আর জান্নাতের পথের একান্ত সাথী। আমীন!

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান
এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার, (ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১
রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

পূজামণ্ডপ পাহারা : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

- ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আলোচনা-সমালোচনার মধ্যদিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হ'ল গত ৫ই আগষ্ট। এরি মধ্যে আরো অতিক্রান্ত হয়েছে তিন মাস। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারী'২৬-কে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য মাস ঘোষণা করা হয়েছে। চারিদিকে নির্বাচনী ইমেজও শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়নের কাজও ধীরে সুস্থে এগিয়ে নিচ্ছে। অনেকে স্ব স্ব এলাকায় দলীয় মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নিজেকে জনগণের সামনে তুলে ধরছেন সাগ্রহে। সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। ক্ষমতার লোভে অন্ধ নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তা, আদর্শ জলাঞ্জলি দিতেও সামান্যতম কসুর করছেন না। ইসলামী দল হোন বা অনৈসলামিক হোন গণতন্ত্রের মঞ্চে সকলের যেন একই অভিনয়। ইসলামের শাশ্বত বিধানকে এক পাশে রেখে মানব রচিত মতবাদের পিছনে গলদঘর্ম কোশেশ চলছে প্রতিনিয়ত। বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীনতম শিরক মূর্তিপূজাকে মুসলমানদের পবিত্রতম ইবাদত রোযার সঙ্গে তুলনা করার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। পূজামণ্ডপে গিয়ে মাথায় টুপি ও মুখ ভরা দাড়ি নিয়ে পাঠ করা হয়েছে গীতা। খাওয়া হয়েছে প্রসাদ। আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হয় তখন যখন দেখি এই ন্যক্কারজনক কাজগুলো করছেন কোন ইসলামী দলের দায়িত্বশীল পর্যায়ের ব্যক্তিগণ।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের শতকরা ৯২ ভাগ নাগরিক মুসলমান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্যসাধারণ দেশ বাংলাদেশ। যুগ যুগ ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ দেশে সর্বোচ্চ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে আসছে। একই গ্রামে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস হ'লেও কেউ কারো ধর্মীয় আয়োজনে বাধাও দেয় না অংশগ্রহণও করে না। আর এটি হয়ে থাকে স্রেফ ধর্মীয় আক্বীদা বা বিশ্বাস থেকে। কিন্তু দিনশেষে চায়ের দোকানের আড্ডায় দেখা যায় এক টেবিলে। হাট-বাজারের কেনাকাটায়ও দেখা যায় এক সঙ্গে। মুসলমানদের কুরবানীর ঈদে দা-ছুরিতে শান দেয়ার কাজটিও করেন হিন্দু ভাইয়েরা। কারণ এটি তাদের পেশা। গরু তাদের নিকটে পবিত্র বা দেবতা তুল্য হ'লেও সেই গরু কাটার যন্ত্র প্রস্তুতকরার পেশায় অধিকাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই সম্পৃক্ত।

হিন্দুদের পূজা-পার্বণ নিয়ে ইতিপূর্বে মুসলিম সমাজে তেমন কোন বিতর্ক দেখা দেয়নি। কারণ এটি স্রেফ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ নিয়ে মুসলমানদের কোন মাথা ব্যথা নেই। থাকার কথাও নয়। যেমনটি মুসলমানদের ছিয়াম-ক্বিয়াম, ওয়ায-মাহফিল ও ঈদ আয়োজনে হিন্দুদের মাথা ব্যথার কোন কারণ নেই। তবে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ ছিল যেন কোন মুসলমান হিন্দুদের পূজা বা মেলায় না যায়। কারণ এগুলো শিরক। আর মুসলমান কখনো শিরক ধারণ, লালন বা সমর্থন করতে পারে না। ছোট বেলায় দেখেছি হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যাওয়ার অপরাধে সামাজিক বিচার হ'ত। তারপরও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গায় সামান্যতম চিড় ধরেনি। কেননা ধর্মীয় বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রের কোন গোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে বা নিরাপত্তা হুমকি মনে করলে তাদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রযন্ত্রের। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন বাহিনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে কোন বিবেচনায়ই মুসলমানরা শিরকের সহযোগী হ'তে পারে না।

পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর শ্লোগান ছিল- 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। সংখ্যালঘুদের মন জয় করতে এবং তাদের সমর্থন ঠিক রাখতেই হয়তো তার এই ন্যাক্কারজনক উক্তিটি ছিল। মূলত এই বাক্যটি যে অন্তসারশূন্য তা বলাই বাহুল্য। কেননা কোন মুসলমানের পক্ষে হিন্দুদের পূজা উৎসবে শরীক হওয়া যেমন অসম্ভব। ঠিক তেমনি কোন হিন্দুর পক্ষেও মুসলমানদের ঈদ অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এবছরের দূর্গাপূজায় দেখা গেছে এর বিপরীত চিত্র। রাজনৈতিক মাঠের প্লেয়াররা এ বছর পূজামণ্ডপ মাত করে রেখেছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের খুশী করে নিজ ও নিজ দলের পক্ষে ভোটার বৃদ্ধির নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল সকলের। শুভেচ্ছা বিনিময়, আতিথেয়তা গ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, নিয়মিত পাহারা, চিকিৎসা সেবা, অক্সিজেনের ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক মনিটরিং টীম ইত্যাদি সব আয়োজন ছিল মুসলিম নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে? শুধু তাই নয় এ সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তারা শুনিয়েছেন নানা রকম আশ্বাস বাণী। শুনিয়েছেন নিরাপত্তার বয়ান। পূজা উদযাপনে দিয়েছেন আর্থিক সহায়তা। এছাড়াও মণ্ডপ দেখতে গিয়ে যে সমস্ত জঘন্য মন্তব্য তারা ছুড়েছেন, তা রীতিমত ঈমান বিধ্বংসী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এ রকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্তব্য যেমন-

(১) জনৈক ইসলামী নেতা সাথীদের নিয়ে পূজামণ্ডপে গিয়ে হাস্যোজ্জ্বল বদনে মন্দির সভাপতির হাতে পূজার জন্য নগদ অর্থের খাম তুলে দিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময়ে হিন্দু নেতাদের পক্ষ থেকে ঐ নেতাকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেয়া হয়।

(২) অন্য একটি ইসলামী দলের নেতাদেরকে দেখা গেছে পূজামণ্ডপে গিয়ে সোফায় বসে হিন্দুদের সাথে মতবিনিময় করছেন এবং তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করছেন।

(৩) এক নেতা পূজা মণ্ডপে গিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় শুরুত মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এভাবে যে, 'আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া এই জন্য আদায় করছি যে দীর্ঘদিন পরে আপনাদের মাঝে এসে এই পূজা উদযাপন উপলক্ষে সমবেত হতে পেরেছি'।

(৪) ইসলামী সংগঠনের আরেকজন শীর্ষ নেতা বলেন, 'মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মণি হিন্দু তার প্রাণ। এটাই হ'ল একদিকে রোযা আরেকদিকে পূজা। এই রোযা আর পূজা মিলে বাংলাদেশ।

আমরা একই মুদ্রার এপার এবং ওপার।..এই বিষ্ণু, এই কৃষ্ণ, এই মুহাম্মাদ, এই মূসা, এই ঈসা, আমাদের সামনে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক' (নাঊযুবিল্লাহ)।

(৫) আরেক নেতাকে বলতে শুনা গেছে, 'আমরা নিজেরাও ধর্মানুরাগী, আপনারাও ধর্ম চর্চা করেন, অনুশীলন করেন, আপনাদের ধর্মে যে জ্ঞান, আপনাদের যে পড়াশুনা এবং আপনাদের ধর্ম আপনাদেরকে যেভাবে আপনার জীবনকে পরিচালনা করার জন্য বলে, যদি সেটুকুও আপনি সুন্দরভাবে পালন করতে পারেন তাহ'লে আপনি যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন সে স্রষ্টা আপনার বিশ্বাসের আলোকে আপনার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে'।

(৬) আরেক নেতার বক্তব্য হচ্ছে, 'ভক্তবৃন্দ এবং আমার সফরসঙ্গী ভাইয়েরা ও মা বোনেরা সবার প্রতি আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম এবং আদাব। যাক আমি আপনাদের দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এসেছি। আমি এইটুকু শুধু বলব, আজকে আপনারা যে পূজা করতেছেন, মা দুর্গার কাছে চাচ্ছেন, কী চাচ্ছেন? আপনারা চাচ্ছেন যে, এই পৃথিবীতে সুখ-শান্তি মঙ্গল যেন বয়ে আনে এবং মৃত্যুর পর যেন ঈশ্বর আমাদেরকে ও আপনাদেরকে স্বর্গবাসী করে ..'।

আরো কিছু মন্তব্য, যেমন-(৭) 'হিন্দুরা আমাদের ভাই ভাই, আমাদের পূর্ব পুরুষরা হিন্দু ছিল। আমরা ট্রান্সফার হয়ে মুসলমান হয়েছি'। (৮) 'আমরা ইবাদত করি, আর আপনারা পূজা করেন। এটা শুধুমাত্র একটা ভাষার পার্থক্য। কিন্তু কাজ সকলেরই এক'। (৯) 'এই মর্তটা যখন পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে যায়, অন্যায়-অত্যাচার ও মিথ্যায় সয়লাব হয়ে যায় তখনই প্রতিবছর দুর্গার আগমন হয়'। (১০) 'মা দুর্গা ২০২৩ সালে ১০ হাত নিয়ে এসেছিল এ দেশে শান্তির জন্য, সেই জন্য এক বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ৫ই আগস্ট ২০২৪ সালে এই দেশের মানুষকে...'। (১১) 'আপনাদের উলুধ্বনি আর আমাদের আযান কত সুন্দর সময়ে হয় দেখেন, কত সুন্দর মৈত্রি'। (১২) 'দুর্গার যে শক্তি অসুরকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য, দমন করে দেওয়ার জন্য এ শক্তি বিশাল ভাবে কাজ করে এবং এ শক্তিতে আমরা শক্তি অর্জন করি..'। (১৩) 'শেখ হাসিনা দীর্ঘ সতের বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছে, হিন্দুরা হাসিনাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এই হিন্দুদের জন্য বাংলাদেশের কোথাও মন্দির নির্মাণ করে নাই। আমরা কথা দিচ্ছি যে, জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসলে প্রত্যেকটি এলাকায় একটি করে মডেল মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করব'।

প্রিয় পাঠক! এর বাইরে হয়তো আরো অনেক মন্তব্য থাকতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বাধিক নযরে আসা বক্তব্যগুলো থেকেই আমরা উল্লেখ করলাম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তীব্র সমালোচনার মুখে কোন কোন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা পরবর্তীতে তার বক্তব্যের জন্য দেশবাসীর নিকটে ক্ষমা চেয়েছেন, আবার কেউ বক্তব্যের পক্ষে সাফাই গেয়ে ব্যখ্যা করেছেন। সে যাই হোক কোন তাওহীদবাদী মুসলমান এই বক্তব্যগুলোর সাথে একমত হ'তে পারেন না। উক্ত বক্তব্যগুলো এবং এ বছরের দুর্গাপূজায় মুসলিম নেতাদের অযাচিত অংশগ্রহণ ও বাগাড়ম্বরে ঈমানদার মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। সেই অনুভূতি থেকেই আমরা এ বিষয়ে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, মূর্তিপূজা 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরক। যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোক্বমান ৩১/১৩)*। 'আব্দুর রহমান তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই সতর্ক করবেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক গণ্য করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা'।[১] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা..'।[২]

শিরকী আক্বীদা ও বিশ্বাস নিয়ে কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন, তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত বিষয় কি? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৩]

শিরক এমন এক মহাপাপ, যা আল্লাহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করেন না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করল, সে মহাপাপ রচনা করল' *(নিসা ৪/৪৮)*। একই মর্মার্থের অপর আয়াতে তিনি বলেছেন যে, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক করল সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১১৬)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি বল, এসো আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলি পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না..' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

শিরক এতটাই ভয়াবহ পাপ যে, শিরক ব্যতীত অন্যান্য পাপ পৃথিবী সমান হ'লেও মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি

---

১. বুখারী হা/৫৯৭২; মুসলিম হা/২৬৯; মিশকাত হা/৫০।
২. বুখারী হা/৬৮৭১।
৩. মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/৩৮।

একটি নেক আমল করল, তার জন্য রয়েছে তার দশ গুণ। আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করল, তার পাপের শাস্তি হবে তার সমপরিমাণ অথবা আমি তা ক্ষমাও করতে পারি। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই। কোন ব্যক্তি যদি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় পৃথিবী পূর্ণ গোনাহ নিয়ে আমার সাথে মিলিত হয় আমি অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে মিলিত হব'।[৪]

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুণ্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চিতভাবে (হে নবী) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (নবীদের) প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল যে, যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বিফলে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরী করে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫)*। মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাঊদ, সুলায়মান, আইঊব, ইউসূফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এটাই আল্লাহ্র দেখানো পথ। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে এ পথে পরিচালিত করেন। তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ'লে তাদের সমস্ত সৎকর্ম বিফল হয়ে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*।

শিরকের অপরাধ এতটাই ভয়াবহ যে, মুশরিক ব্যক্তি জাহান্নামী হওয়ার পর দুনিয়ার সর্বস্ব দিয়ে হ'লেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে। আনাস বিন মালেক হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ কারী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ বলবেন, 'পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা যদি তুমি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসাবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম। তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না'।[৫]

আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার সামনে আসলেন এবং ২টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন। (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে। আমি সুপারিশ করাকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে'।[৬]

শিরকের উপরোক্ত ভয়াবহ অবস্থার কারণেই রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন, 'তুমি কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথ শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়'।[৭]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এক্ষণে সচেতন মুসলমানদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও জঘন্যতম শিরক মূর্তিপূজার আয়োজনে মুসলমানদের সহযোগিতা করা কতটুকু সঙ্গত? নিজেদের ঈমানের প্রশ্নে আমরা কতটুকু সঠিক কাজ করেছি? আমরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে বাধা দিতে বলছি না। তাদের অনুষ্ঠান তারা করবে। তাদের হিসাব তারা দিবে। কিন্তু শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থে ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দেওয়া কতটা সঙ্গত হয়েছে। যে ইসলামী দলের নেতা-কর্মীদের এই শিরকের সহযোগিতায় সবচেয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত দেখা গেছে তাদেরই খ্যাতিমান আলেম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (রহঃ) হিন্দুদের দুর্গোৎসবে যে সকল আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করে তাদের তীব্র প্রতিবাদ করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, '...এরা মাওলানা নামের কলঙ্ক। মানুষ এইভাবে তার ঈমান নষ্ট করতে পারে? দুর্গাপূজা হিন্দুদের উৎসব। আমি এক লক্ষবার এক কোটিবার বলব, দুর্গা পূজার সাথে এ দেশের মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুসলানদের অনুষ্ঠান নয়'।

পরিশেষে বলব, ঈমান ও কুফর এবং শিরক ও তাওহীদ এক কলবে থাকতে পারে না। যে কলবে ঈমান ও তাওহীদের নূর থাকে সেখানে শিরক ও কুফরের কোন প্রবেশাধিকার নেই। ছাহাবীদের জীবনী থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই। কাফের-মুশরিকদের নির্যাতনে তাদের জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত হ'লেও ঈমানের প্রশ্নে তারা কখনো আপোষ করেননি। জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত নিক্ষেপেও তারা ঈমান থেকে বিন্দুমাত্রও পিছপা হননি। সেই তুলনায় আমাদের পর্যায় কোথায়? শুধুমাত্র লেবাস আর মুখনিঃসৃত সুন্দর সুন্দর বাণী দিয়ে আর যাই হোক আখেরাতে সফলতা লাভ করা যাবে না। সবার আগে প্রয়োজন আদর্শিক দৃঢ়তা। অতএব মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, শিরক ও কুফরের সাথে আপোষ না করে এবং মানব রচিত বিধানের পিছনে সময় ক্ষেপণ না করে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী বিধান ইসলামী খেলাফতের পক্ষে জোরালো আওয়াজ তুলুন। ইনশাআল্লাহ সফলতা একদিন আপনার পদচুম্বন করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

---

৪. মুসলিম হা/২৬৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২১; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৬৬৪৬।
৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৭০।
৬. তিরমিযী হা/২৪৪১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১৭; মিশকাত হা/৫৬০০।
৭. আহমাদ হা/২১১২৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৬১।

স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্য জীবনের সোপান

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামীর অবাধ্যতার স্বরূপ

স্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেই স্বামীর অবাধ্যতার চিত্র ফুটে ওঠে। সে স্বামীর সাথে এমন আচরণ করে কিংবা এমন ভাষা প্রয়োগ করে যাতে তার অবাধ্যতা প্রমাণিত হয়। নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সহাবস্থান ও সহবাসে অনীহা প্রকাশ করা ও বাধা দেওয়া :

অনেক সময় নানা অযুহাতে স্ত্রী স্বামীর সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে চায় না; স্বামীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রেও অসুস্থতার ভান করে প্রত্যাখ্যান করে; স্বামীর সেবা করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ছলনা করে এড়িয়ে যায়। এসবই স্বামীর আনুগত্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী শিবিকার মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করবে না'।[১]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, الْوَاجِب عَلَيْهَا طَاعَة زَوجهَا إِذا لم يأمرها بِمَعْصِيَة، 'তার (স্ত্রীর) উপরে ওয়াজিব হ'ল তার স্বামীর আনুগত্য করা যদি না সে তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়'।[২]

২. স্বামীর বিরোধিতা করা :

স্ত্রী অনেক সময় স্বামীর সকল কাজে বিরোধিতা করে। স্বামী কোন বিষয় নিষেধ করলে সে তা বেশী করে। কোন কাজ করতে বললে সে তা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সময়মত ছালাত আদায় করার কথা বললে সে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে আদায় করে। পর্দা পালনের নির্দেশ দিলেও সে বেপর্দায় চলে। এসবই স্বামীর অবাধ্যতার নামান্তর। অথচ স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، 'কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত নয়। কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হ'লে আমি মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। যেহেতু তার উপর স্বামীর বিশাল অধিকার রয়েছে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, স্বামীর পা থেকে মাথার সিঁথি পর্যন্ত যদি এমন ঘা থাকে, যাতে রক্ত-পুঁজ ঝরে পড়ছে, অতঃপর তা যদি স্ত্রী চাঁটে, তবুও তার অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না'।[৩]

৩. তার আদেশ অমান্য করা :

স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ، 'আমি যদি কোন মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে। কেননা আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন'।[৪] কিন্তু অনেক মহিলা নানা অযুহাতে স্বামীর আদেশ অমান্য করে। স্বামী তাকে কোন কাজ করতে বলুক বা তার কোন সেবার কথা বলুক তা সে পসন্দ করে না। পক্ষান্তরে অন্যের নির্দেশ সে বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করে। আবার অনেক সময় সংসারের অনেক কাজ স্বামীকে করতে বাধ্য করে। অথচ নিজে অন্যের কাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করে দেয়। এসবই স্বামীর অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ।

৪. স্বামীর সাথে অসদাচরণ করা ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা :

অনেক মহিলা আছে যারা স্বামীর সাথে অসদাচরণ করে। এমনকি তাকে গালিগালাজ করে। অথচ কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ।[৫] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী'।[৬] লাক্বীত্ব বিন ছাবেরাহ (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আমার একজন স্ত্রী রয়েছে যে নোংরা কথা বলে ও গালি-গালাজ করে। তিনি বললেন, তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম, তার ঘরে আমার একটি সন্তান রয়েছে এবং সে আমার পুরানো সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তাকে উপদেশ দাও। যদি তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে, তাহ'লে সে তা গ্রহণ করবে। তবে তুমি তোমার শয্যাসঙ্গিনীকে বাঁদীর ন্যায় মারবে না'।[৭]

অনেক মহিলা স্বামীর সাথে শুধু দুর্ব্যবহারই করে না বরং তার সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, স্বামীকে নানাভাবে অপমান অপদস্ত করে। কিন্তু স্বামী সমাজের ভয়ে এবং মান-সম্মান

১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ইরওয়া হা/১৯৯৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৩৮।
২. মুখতাছার ফাতাওয়াল মিছরিয়াহ, পৃঃ ৩৪৭।
৩. আহমাদ হা/১২৬৩৫; ইরওয়া হা/১৯৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭২৫।
৪. আবু দাউদ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১১৫৯; ছহীহাহ হা/১২০৩; ইরওয়া হা/১৯৯৮; মিশকাত হা/৩২৬৬।
৫. নববী, শারহু মুসলিম হা/৬৪-এর ব্যাখ্যা।
৬. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।
৭. আবুদাঊদ হা/১৪২; মিশকাত হা/৩২৬০।

রক্ষার্থে সব মুখ বুঝে সহ্য করে।

৫. স্বামীর সাথে উচ্চবাচ্য করা বা তার উপরে চড়াও হওয়া : অনেক মহিলা স্বামীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে। কোন কোন সময় সে স্বামীর গায়ে পর্যন্ত হাত তোলে। অথচ তার ভরণ-পোষণ, নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও বাসস্থান সব কিছুর ব্যবস্থা স্বামীই করেন। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার প্রতি তাকাবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষী'।[৮] তিনি আরো বলেন, لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ؛ مَا قَعَدَتْ ما حَضَرَ غَدَاؤه وعَشَاؤُه حتى يَفْرُغَ 'মহিলা যদি স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানত, তাহ'লে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকত'।[৯]

স্বামীর অবাধ্যতার কারণ

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুনিয়াতে অত্যধিক নিকটতর ও প্রিয়তর সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَمْ نَرَ- يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، 'দু'জনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছু নেই'।[১০] দু'জনের মধ্যে সুন্দর মিল ও বোঝাপড়ার কারণে এ সম্পর্ক আরো মধুর হয়। কিন্তু নানা কারণে নারীরা স্বামীর অনুগত হয় না; বরং তারা স্বামীর অবাধ্যতা করে। এই অবাধ্যতার কারণে পরকালে শাস্তি হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী'।[১১] নিম্নে স্বামীর অবাধ্যতার কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নারীর দুশ্চরিত্র ও সুশিক্ষার অভাব : নারীদের সঠিক লালন-পালনের যথেষ্ট অভাবে স্বামীর অবাধ্য হওয়ার ঘটনা ঘটে। পারিবারিক সুশিক্ষার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাঝে যেমন নৈতিকতা তৈরী হয়, তেমনি তাদের মাঝে মানবীয় সৎগুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। ফলে তারা গুরুজনদের সাথে সদাচরণ করে এবং ঊর্ধ্বতনদের আনুগত্য করতে শেখে। আর এর অভাবে তাদের মাঝে আদব-কায়দার যথেষ্ট অভাব ঘটে। অপরদিকে দুশ্চরিত্রা নারী অধিক পুরুষে আসক্ত থাকে। ফলে সে স্বামীর অনুগত হয় না। বরং সে স্বামীর অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে অন্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকে।

২. স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে স্ত্রীর অজ্ঞতা : স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, তার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার আনুগত্যের গুরুত্ব না জানার কারণে নারীরা স্বামীর অবাধ্যতা করে। তাই এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা যরূরী। কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

৩. দৈহিক ও মানসিক চাপ : স্ত্রী প্রায়শই ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে কাজের চাপ থেকে শুরু করে পারিবারিক দায়িত্ব। এতে তিনি ক্লান্তি বোধ করেন এবং সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এসব চাপের কারণে অনেক স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়। অনেক সময় শাশুড়ী-ননদ, দেবর-ভাসুরদের নানা কথা শুনতে হয়। এসব ক্ষেত্রে স্বামী সহযোগী ও সহমর্মী না হ'লে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়ে পড়ে।

৪. কারো মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া : পারিবারিক বিষয়ে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের হস্তক্ষেপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যার ফলে স্ত্রী অবাধ্য হ'তে পারে। কখনও এমন কোন মানুষ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এসে উপস্থিত হয় যে স্ত্রীকে তার স্বামীর অবাধ্য হ'তে প্ররোচিত করে অথবা এমন পরিবেশে বসবাস করা যা নারীদেরকে স্বামীর অবাধ্যতা করতে উৎসাহিত করে। এজন্য পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা দেখে বাড়ী বা অবস্থানস্থল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৫. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সামাজিক ও চিন্তাগত বৈপরীত্য : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্য এবং তাদের মধ্যে মর্যাদাগত ব্যবধান থাকলে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায়। তাছাড়া শিক্ষাগত ব্যবধান থাকলে এমন অবাধ্যতার ঘটনা ঘটে।

৬. স্বামীর কাছ থেকে কঠোরতা বা সহিংসতা : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেকোন ধরনের সহিংসতা বা রূঢ় আচরণ তাকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে এবং তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার কিংবা তাকে হুমকি-ধমকির কারণে স্বামীর আনুগত্য করতে অস্বীকার করতে পারে। এজন্য রুক্ষ আচরণ পরিহার করা এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা আবশ্যক।

৭. স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী সম্ভ্রান্ত হওয়া : অর্থ-বিত্ত, অধিক সৌন্দর্য, আভিজাত্য বা বংশীয় মর্যাদার কারণে স্ত্রীর স্বামীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি তাকে স্বামীর প্রতি অহংকারী করে তোলে। ফলে সে স্বামীর অবাধ্য হয়। এজন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কুফূ বা সমতা থাকা যরূরী।

৮. পশ্চিমা সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের প্রভাব : পশ্চিমাদের নারী স্বাধীনতার বুলি এবং তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা দ্বারা নারীরা প্রভাবিত হয়, যা তাদেরকে ইসলামী পরিবারের নিয়ম-নীতি ও আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পুরুষদের সাথে সমতা দাবী করা এবং তাদের আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করে।

৯. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমস্যা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান নানা সমস্যা এবং স্বামীর মন-মানসিকতা ও তার বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে স্ত্রীর অনুধাবনের অভাব; পরস্পরের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব থেকে অবাধ্যতার সূত্রপাত হয়। সুতরাং নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যরূরী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক ব্যবধান বিভিন্ন কারণে দেখা দিতে পারে, যেমন বোঝাপড়ার অভাব বা খোলামেলা আলোচনার অভাব। যখন স্ত্রী মনে করে যে তার সঙ্গী তার

৮. ছহীহুত তারগীব হা/১৯৪৪।
৯. ছহীহুল জামে' হা/৫২৫৯; ছহীহাহ হা/২১৬৬।
১০. ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৩০৯৩; ছহীহাহ হা/৬২৪।
১১. তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ।

মানসিক চাহিদা পূরণ করছে না, তখন সে সরে যেতে পারে অথবা অবাধ্য হয়ে পড়তে পারে।

১০. দৈহিক অক্ষমতা ও যৌন সম্পর্কের অবনতি :

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক ও শারীরিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়, তাহ'লে স্ত্রী হতাশ হয়ে পড়ে এবং জৈবিক চাহিদা পূরণের অভাব বোধ করে, যাতে সে বিদ্রোহী হ'তে পারে অথবা স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

১১. স্ত্রীর প্রতি অবিচার ও তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা : স্বামীর অবিচার, স্ত্রীর অধিকারের প্রতি অবহেলা, স্ত্রীর প্রতি কঠোরতা এবং স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে ব্যর্থতা। যখন উভয় পক্ষই পারস্পরিক শ্রদ্ধা বা উপলব্ধির অভাব অনুভব করে, তখন অবজ্ঞা বা অবহেলার অনুভূতি তৈরি হ'তে পারে, যা স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করে।

১২. অর্থনৈতিক অবস্থা : স্ত্রীদের অবাধ্যতার পিছনে আর্থিক দুর্বলতা ও অস্বচ্ছলতা অন্যতম প্রধান কারণ। আর্থিক দুর্বলতা বা অসচ্ছলতা স্ত্রীকে নিরাপত্তাহীন এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করতে পারে। ফলে সে স্বামীর অবাধ্য হ'তে পারে। এক্ষেত্রে আল্লাহর উপরে ভরসা ও তাক্বদীরের উপরে বিশ্বাসী হওয়ার নছীহত করা দরকার।

১৩. স্ত্রীর অতিরিক্ত স্বাধীনতা : কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীর অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যথেচ্ছা চলার মানসিকতা তৈরী হয়। ফলে এক সময়ে সে আনুগত্যহীনতার দিকে ধাবিত হয়।

স্ত্রীকে অবাধ্যতা থেকে ফিরাতে করণীয়

বিবাহের পরে একজন নারী নিজের সকল নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতা, ভাই-বোন ছেড়ে এবং পরিচিত পরিবেশ থেকে একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এবং নতুন জায়গায় চলে আসে। কেবল স্বামীর ভালবাসার উপরে নির্ভর করেই সে সব ত্যাগ করে। সুতরাং তার সাথে একমত হয়ে সংসার সাজাবে, গড়ে তুলবে নিজের স্বপ্নের ভূবন। সেখানে কেন অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতার দুষ্টক্ষত বাসা বাঁধবে, মধুর সম্পর্ককে কেন বিষিয়ে তুলবে? পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও শয়তানী চক্রান্তের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়। ফলে স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যায়। এ অবাধ্যতা থেকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে ইসলাম সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. উপদেশ দেওয়া ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা : স্বামীর দায়িত্ব হ'ল স্ত্রীকে সংশোধন করা বা সংশোধনের চেষ্টা করা। যদি কোন কারণে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হয় বা তার অধিকার আদায় না করে; বরং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে স্বামীর দায়িত্ব হ'ল তাকে সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এজন্য তাকে উপদেশ দেওয়া ও অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّاتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْـمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا، 'আর তোমরা যেসব স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহ'লে তাদের জন্য অন্য কোন পথ তালাশ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহীয়ান' *(নিসা ৪/৩৪)*।

তাদের সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، 'আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহ'লে বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا، 'নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হ'তে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হ'তে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে, আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হ'ল তাকে তালাক দেওয়া'।[১৩]

স্ত্রীর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি থাকলেই যে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন নয়; বরং তার মধ্যে অনেক ভাল গুণও থাকে। তার কোন বিষয় অপসন্দনীয় হ'লেও তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ থাকতে পারে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা দেখলেই তার ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া স্বামীর জন্য উচিত নয়। বরং নিজেকে সংযত রেখে স্ত্রীকে সুন্দরভাবে বোঝানো এবং তাকে উপদেশ দেয়া উচিত। কোন কারণে স্ত্রীর ভুল ধারণা থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা

---

১২. *বুখারী হা/৫১৮৬; মুসলিম হা/১৪৬৮; তিরমিযী হা/১১৬৩।*
১৩. *মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৯; ছহীহাহ হা/৩৫১৭।*

করা, স্ত্রীর অন্যায়গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, তাদের অন্যায় আচরণে ছাড় দেয়া এবং মায়া-মমতার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব দাম্পত্য জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

২. বিছানা পৃথক করে দেওয়া : স্ত্রীর অবাধ্যতায় তাকে উপদেশ প্রদান করায় যদি সে সংশোধন না হয় তাহ'লে বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাকে মানসিকভাবে শাস্তি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। বিছানা আলাদা করে রাখার অর্থ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তার সাথে তার বিছানাতেই শয়ন করবে কিন্তু তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করবে না। তার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে শয়ন করবে। অন্যত্র তিনি বলেন, তার সাথে স্বাভাবিক কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না।[১৪]

ইমাম কুরতুবী এই পদক্ষেপের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা থাকলে এ অবস্থা তার কাছে খুবই অসহনীয় ও কষ্টকর হবে, ফলে সে সংশোধন হবে। কিন্তু ভালোবাসায় ত্রুটি থাকলে বা মনে ঘৃণা থাকলে নিজ অবাধ্যতার উপর সে অটল থাকবে, সংশোধনের পথে অগ্রসর হবে না।[১৫]

৩. মৃদু প্রহার করা : উপদেশ প্রদান ও বিছানা পৃথক করায় কাজ না হ'লে হালকা প্রহার করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 'মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহ্‌র কালেমার সাহায্যে তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হ'ল, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবে না, যাকে তোমরা অপসন্দ কর। এমন করলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার কর। আর প্রচলিত নিয়মে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের উপর'।[১৬]

৪. উভয়পক্ষের সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করা :

উল্লিখিত উপায় গ্রহণ করার পরও যদি কোন কাজ না হয় তবে ইসলামের নির্দেশনা হ'ল উভয় পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সালিশের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের সকল বিষয়ে অবগত' *(নিসা ৪/৩৫)*। সুতরাং উত্তেজিত বা আক্রোশবশত কোনভাবেই স্ত্রীর প্রতি অমানবিক আচরণ বা অবিচার করা যাবে না। কুরআনুল কারীমের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করলে স্ত্রীরা অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসতে বাধ্য। আর তাতে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠবে সুখ ও শান্তিময়।

যেসব কাজ অবাধ্যতার শামিল নয়

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কোন কোন কথা অমান্য করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মতের বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু তার সকল কাজ স্বামীর অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হ'ল যাতে স্বামীর অবাধ্যতা সাব্যস্ত হয় না।

১. আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার নির্দেশ না মানা :

আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না। যদি স্বামী পর্দা খুলতে, পরপুরুষদের সাথে মিশতে অথবা হারাম ভক্ষণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহ'লে এটা অবাধ্যতা নয়, কারণ স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। বরং আনুগত্য হ'ল সৎকর্মের মধ্যেই।[১৭]

২. যা পালন করলে দৈহিক ও দ্বীনী ক্ষতি রয়েছে :

যে কাজ করলে স্ত্রীর নিজের বা তার দ্বীনের ক্ষতি হবে অথবা এটি করার মাধ্যমে তার কষ্টের কারণ হবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি তাকে কোন বিপজ্জনক দেশে ভ্রমণ করতে বলা হয় অথবা কোন পরিত্যক্ত বাড়িতে একাকী যেতে বলা হয় এবং সে তা অস্বীকার করে, তাহ'লে সে অবাধ্য হবে না। একইভাবে যদি তাকে কোন অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করতে বলা হয়, তাহ'লে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে সে স্বামীর আনুগত্য করতে বাধ্য নয়।

৩. ফরয হজ্জ-ওমরাহ পালনে সফর করা :

যদি স্ত্রী ফরয হজ্জ-ওমরা বা ওয়াজিব হিজরতের জন্য ভ্রমণ করে এবং স্বামী তাকে বাধা দেয় আর সে ইবাদত সম্পাদন করে, তাহ'লে সে অবাধ্য নয়। আর তার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া এবং তার সাথে নম্র আচরণ করা যরূরী। অনুরূপভাবে যদি সে স্বীয় প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ভ্রমণ করে, তাহ'লে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে না।

৪. শারঈ ওযর বা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে জৈবিক চাহিদার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া : শারঈ ওযর বা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ অথবা শারীরিক সমস্যা এবং উপযুক্ত জায়গা বা পরিবেশ না থাকার কারণে জৈবিক চাহিদার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করা স্বামীর অবাধ্যতা নয়।

---

১৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ৩৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ৩৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৬. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

১৭. মুসলিম হা/১৮৪০; আবু দাউদ হা/২৬২৫।

www.at-tahreek.com

৫. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ না করা : যে কাজ স্ত্রীর জন্য খুব কঠিন তথা তার সাধ্যাতীত কিংবা তার জন্য উপযুক্ত নয়, সেই কাজ না করলে তা স্বামীর আনুগত্যহীনতা নয়। আল্লাহ কোন বান্দার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না।[১৮]

৬. দ্বীনী কারণে নিজের বা স্বামীর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক না রাখা : দ্বীন পরিপন্থি কর্মকাণ্ড অথবা নিজের কিংবা তার সন্তানদের ক্ষতির কারণে নিজ আত্মীয়-স্বজন বা স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক না রাখা স্বামীর অবাধ্যতা নয়।

৭. সতীনের সাথে একই স্থানে অবস্থান না করা :

এমন কোন স্থানে অবস্থান করা থেকে বিরত থাকা যেখানে স্বামী তার অন্য স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে। কারণ লজ্জাশীলতা নারীর ভূষণ। সুতরাং নিজের ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান বজায় রাখতে পৃথক স্থানে থাকা তার অধিকার, যা পালন করা স্বামীর কর্তব্য।

মোদ্দাকথা হ'ল, যে কোন কাজ যা পালন বা বর্জনে নারীর ধর্মীয় বা পার্থিব ক্ষতি নিহিত অথবা তার জন্য আপাত কষ্টের কারণ হয় তা বাধ্যতামূলক নয়। তাই এক্ষেত্রে তা অবাধ্যতা হিসাবে গণ্য হবে না।

স্বামীর নির্যাতনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয়

শয়তানের চক্রান্তে পড়ে অনেক পরিবারে অশান্তি ও কলহ বিরাজ করছে। কেননা শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। তার কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় কাজ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। সেই সাথে ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতা, অযৌক্তিক আবেগ, নিয়ন্ত্রণহীন রাগ এবং অতিরিক্ত চাহিদা ইত্যাদি এই অশান্তি ও কলহের কারণ। অথচ ইসলাম পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও পরস্পরের প্রতি সদাচরণ অপরিহার্য করেছে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ও সুখী দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি হ'ল পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ধৈর্য এবং ইসলামী আদর্শ মেনে চলা। স্বামী যেমন তার স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল, তেমনি স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হবে। এভাবেই দাম্পত্য জীবন হবে প্রশান্তির এক সুন্দরতম নীড়। এসব কিছুর অভাবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের শিকার হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য কতিপয় করণীয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা :

বান্দার যে কোন সমস্যায় মহান রবের কাছে সাহায্য চেয়ে দো'আ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমার যে কোন প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাও।[১৯] আর স্বামী-সন্তানের জন্য দো'আ এভাবে কুরআনে এসেছে, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষু শীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*। স্মর্তব্য যে, মুমিনের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হ'ল দো'আ। বিশেষত ছালাতে সিজদায় ও শেষ রাতে নির্জনে একাকী আল্লাহ্র কাছে একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করা যেন তিনি স্বামীকে হেদায়াত দান করেন। কারণ আল্লাহ্র রহমত ও দয়া ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই একনিষ্ঠভাবে অধিকহারে দো'আ অব্যাহত রাখতে হবে।

২. আল্লাহভীতির উপদেশ দেওয়া :

স্বামীকে আল্লাহভীতির উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، 'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম আচরণ করো। যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের অপসন্দ হয়, তাহ'লে হ'তে পারে, তোমরা যা অপসন্দ করছো, তাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، 'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহ্র কালিমার (বাক্যের) সাহায্যে তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ'।[২০]

৩. স্ত্রীর হক স্মরণ করিয়ে দেওয়া :

স্বামীর উপরে স্ত্রীর হক রয়েছে, যেমন স্ত্রীর উপরেও স্বামীর হক আছে। আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، 'আর স্বামীদের উপর স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে এবং স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 'তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে'।[২১] এসব বিষয় স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজের ভুল থেকে ফিরে আসে।

৪. ধৈর্য ধারণ করা :

বিপদ-মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বিপদাপদ দিয়ে মুমিনকে পরীক্ষা করে থাকেন। তাই

১৮. *সূরা বাক্বারাহ ২/২৮৬; মুসলিম হা/১২৫।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৫১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৭।*
২০. *মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।*
২১. *বুখারী হা/১৯৭৪।*

বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ 'বড় বিপদে বড় পুরস্কার। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি'।[২২] তিনি আরো বলেন, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মুমিনের অবস্থা ভারি অদ্ভুত। তাঁর সমস্ত কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা আনন্দ (সুখ শান্তি) লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর দুঃখকষ্টে আক্রান্ত হ'লে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[২৩]

৫. নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা : স্বামীর নির্যাতনের পিছনে স্ত্রীর কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত সংশোধন করে নেওয়া যরূরী। কেননা প্রবাদ আছে, যে স্ত্রীর যবান চলে বেশী, তার স্বামীর হাত চলে বেশী। যদি এমনটি হয় তাহ'লে যবান সংযত করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হওয়া অতি যরূরী। আর স্বামীর অপসন্দনীয় কোন কাজ করা কিংবা সে রাগান্বিত হয় এমন সব কথা ও কাজ পরিহার করতে হবে।

৬. স্বামীর সেবা-যত্নের প্রতি সজাগ হওয়া :

পুরুষ নিজের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হ'লে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সুতরাং তার প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা এবং সে বিশেষ কাজে আহ্বান করলে তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া যরূরী। কৃত্রিমভাবে হ'লেও এবিষয়ে অধিক আগ্রহী হ'লে তার রাগ প্রশমনে খুব দ্রুত কাজ করবে।

৭. স্বামীর প্রশংসা করা :

স্বামী যতই খারাপ হোক না কেন নিশ্চয়ই তার মাঝে কিছু ভালো গুণ আছে। তাই স্বামীর সামনে তার ভালো গুণগুলো উল্লেখ করা উচিত, যা অব্যর্থ নিয়ামকের মত কাজ করতে পারে। আর তার প্রশংসা করার সময় নিজেকে বিশেষভাবে পরিপাটি রাখা, যাতে সে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়া ভালোবাসা পুনরজ্জীবিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. অন্যের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া : স্ত্রী হিসাবে অবশ্যই স্বামীকে উত্তম পন্থায় উপদেশ দেওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে ধৈর্য, ভালোবাসা ও কোমলতা বজায় রাখা একান্তই প্রয়োজন। হৃদয়গ্রাহী ও মিষ্টি-মধুর ভাষায় তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া যায়। তবে সে যখন প্রফুল্ল থাকে তখন তা উচিত।

২২. *তিরমিযী হা/২৩৯৬; মিশকাত হা/১৫৬৬; ছহীহাহ হা/১৪৬।*
২৩. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*

রূঢ় আচরণ পরিহার করে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা ও সদাচরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা কর্তব্য। এতে কাজ না হ'লে প্রজ্ঞার সাথে তার পরিবারের নিকটস্থ কোন সৎ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মাধ্যমে তাকে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পিতা-মাতা ও স্বামীর আদেশ বিপরীতমুখী হ'লে :

স্বামী ও পিতা-মাতা উভয়ের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ওয়াজিব। তাই সাধ্যমত উভয়কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে। এরপরেও যদি উভয়ের আদেশ-নিষেধের মাঝে চূড়ান্ত বৈপরিত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সংসার জীবনে বৈষয়িক বিষয় সমূহে স্বামীর আদেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করাই তার জন্য অগ্রগণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যদি কাউকে কোন মানুষের সামনে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সিজদা করতে বলতাম।[২৪] তিনি আরো বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী।[২৫] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিবাহিত নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক।[২৬] অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ'তে পারবে না। এ ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে।[২৭] অতএব পিতা-মাতা এবং স্বামীর আদেশ সাংঘর্ষিক হ'লে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মান্য করবে। যদি সেটি গোনাহের আদেশ না হয়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, স্বামীর আনুগত্য করা তার (স্ত্রীর) জন্য মায়ের আনুগত্যের চেয়ে অধিক আবশ্যক, যদি না স্বামী তাকে (মায়ের কথা মানার) অনুমতি দেন।[২৮] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে সকল আনুগত্য এক সময় পিতা-মাতার প্রতি আবশ্যক ছিল, বিবাহের পর তা স্বামীর প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায়। বিবাহের পর স্ত্রীর উপর পিতা-মাতার আনুগত্য অপরিহার্য থাকে না। পিতা-মাতার হক ছিল রক্তের সম্পর্কের কারণে আর স্বামীর হক এসেছে চুক্তি (নিকাহ) ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে।[২৯]

পরিশেষে বলব, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংসার সুন্দর হয়, সেখানে শান্তির সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়। জান্নাতী আবহ তৈরী হয়। অল্প আহার এবং স্বল্প বসন পেয়েও সবাই থাকতে পারে তৃপ্ত; না পাওয়ার হাহকার বা বঞ্চনার হাহুতাশ থাকে না। এই পরিবার গড়ে তুলতে ইসলামী নির্দেশনা মেনে সার্বিক জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

২৪. *আবূদাঊদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৫৫।*
২৫. *তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ।*
২৬. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১।*
২৭. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩।*
২৮. *শরহু মুনতাহাল ইরাদাত ৩/৪৭।*
২৯. *মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/২৬০-২৬১।*

নীরব প্রহরী কিডনী : সুস্থ রাখতে করণীয়

আমাদের শরীরের এক জোড়া কিডনী হ'ল দু'টি নীরব ও অক্লান্ত কর্মী। প্রতিদিন প্রায় ২০০ লিটার রক্ত ফিল্টার করে শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়াই এদের প্রধান কাজ। এরা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এর গুরুত্ব তেমন একটা উপলব্ধি করি না। কিডনী রোগকে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। কারণ এর লক্ষণগুলো খুব দেরীতে প্রকাশ পায়। তাই কিডনী সুস্থ থাকতে আমাদের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য।

কিডনী সুস্থ রাখতে করণীয় :

১. পর্যাপ্ত পানি পান করুন : কিডনীর প্রধান কাজ হ'ল রক্ত ছাঁকা। আর এই কাজটি ঠিকমতো করার জন্য তার প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি। পানি শরীর থেকে সোডিয়াম এবং টক্সিন (বিষাক্ত পদার্থ) বের করে দেয়। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস (২-৩ লিটার) বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত। তবে যাদের কিডনীতে সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে পানি পানের পরিমাণ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সীমিত করতে হ'তে পারে।

২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন : উচ্চ রক্তচাপ কিডনী রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি কিডনীর রক্তনালীগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং সময়ের সাথে সাথে সেগুলোকে অকার্যকর করে ফেলে। অতএব রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করুন। সেই সাথে এর জন্য লবণ কম খাওয়া, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনে ওষুধ সেবন অপরিহার্য।

৩. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন : রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে তা কিডনীর ফিল্টারগুলোকে নষ্ট করে দেয়। ডায়াবেটিস হ'ল কিডনী বিকল হওয়ার এক নম্বর কারণ। তাই ডায়াবেটিস থাকলে রক্তের সুগার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।

৪. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন : সুষম খাদ্য কিডনীকে ভালো রাখে। তাজা ফলমূল, শাকসবজি এবং আঁশজাতীয় খাবার বেশী খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

৫. ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখুন ও ব্যায়াম করুন : অতিরিক্ত ওজন ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়, যা কিডনীর জন্য ক্ষতিকর। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানোর মতো হালকা ব্যায়াম করুন।

৬. ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন করুন : ধূমপান কিডনীতে রক্ত চলাচল কমিয়ে দেয় এবং কিডনী ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

৭. ব্যথানাশক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করুন : বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সেবন করলে তা কিডনীর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

৮. নিয়মিত কিডনী পরীক্ষা করান : যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা পারিবারিক কিডনী রোগের ইতিহাস আছে, তাদের বছরে অন্তত একবার কিডনীর কার্যকারিতা পরীক্ষা তথা ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করানো উচিত।

যে খাবারগুলো এড়িয়ে চলবেন বা সীমিত খাবেন

১. অতিরিক্ত লবণ : লবণ কিডনীর প্রধান শত্রু। অতিরিক্ত সোডিয়াম রক্তচাপ বাড়ায় এবং কিডনীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। যেমন কাঁচা লবণ, প্যাকেটজাত চিপস, ফাস্ট ফুড, সল্টেড বাদাম, আচার, সস, প্রক্রিয়াজাত গোশত এবং ক্যানজাত খাবার।

২. অতিরিক্ত পটাশিয়াম (কিডনী রোগীদের জন্য) : পটাশিয়াম শরীরের জন্য দরকারি হ'লেও, কিডনী দুর্বল হ'লে এটি রক্ত থেকে অতিরিক্ত পটাশিয়াম সরাতে পারে না, যা হৃদযন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক হ'তে পারে।

তাই বিশেষত কিডনী রোগীরা কলা, কমলালেবু, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, পালংশাক, অ্যাভোকাডো, খেজুর এবং ডাবের পানি সীমিত খাবেন। সুস্থ ব্যক্তিরা এগুলো খেতে পারবেন, তবে অতিরিক্ত নয়।

৩. লাল গোশত : গরু ও খাসির গোশতে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। এই প্রোটিন বিপাকের ফলে যে বর্জ্য তৈরি হয়, তা কিডনীর মাধ্যমে ফিল্টার হ'তে হয়। অতিরিক্ত লাল গোশত কিডনীর ওপর কাজের বোঝা বাড়িয়ে দেয়।

৪. চিনি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার : অতিরিক্ত চিনি ওযন বাড়ায় এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি করে, যা পরোক্ষভাবে কিডনীর ক্ষতি করে। প্যাকেটজাত ফলের রস, মিষ্টি দই এবং বেকারি আইটেম এড়িয়ে চলুন।

যেসব খাবার কিডনী ভালো রাখে :

১. পানি : কিডনী পরিষ্কার রাখার সেরা পানীয় হ'ল বিশুদ্ধ পানি।

২. লেবু : লেবুতে থাকা সাইট্রেট কিডনীতে ক্যালসিয়াম পাথর জমতে বাধা দেয়। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন।

৩. কম-পটাশিয়ামযুক্ত ফল : যেমন আপেল, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি।

৪. কম-পটাশিয়ামযুক্ত সবজি : যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, রসুন, শসা ইত্যাদি।

৫. স্বাস্থ্যকর প্রোটিন : যেমন মাছ, মুরগীর গোশত, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি।

৬. অলিভ অয়েল : রান্নার জন্য অন্যান্য তেলের বদলে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করুন। এটি হার্ট ও কিডনী উভয়ের জন্যই উপকারী।

শেষ কথা : আপনার কিডনী দু'টি আপনার জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু পরিবর্তন এবং খাদ্যতালিকায় সচেতনতা এনে আপনি এই নীরব প্রহরীদের সুস্থ রাখতে পারেন। মনে রাখবেন, কিডনী রোগের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল কিডনী বিকল হয়ে যাওয়া। এই পর্যায়ে পৌঁছালে তখন বেঁচে থাকার জন্য ডায়ালাইসিস বা কিডনী প্রতিস্থাপন-এর প্রয়োজন হয়। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। এছাড়া এই রোগ নানা রকম মারাত্মক শারীরিক জটিলতা তৈরি করে। তাই প্রতিরোধই হ'ল সর্বোত্তম উপায়। *[সংকলিত]*

সালাফদের জীবন থেকে

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাবেঈ বিদ্বানের ঈমানী জাযবা :

আবু হাইয়ান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রবী' ইবনে খুছাইম (১০-৬৫হি.) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু প্রতি ওয়াক্তে তাঁকে ধরে ধরে জামা'আতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। লোকেরা তাঁকে বলত, 'হে আবু ইয়াযীদ! আপনি তো অসুস্থ, জামা'আতে ছালাত আদায়ে মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো আপনার ছাড় আছে। তাহ'লে এতো কষ্ট করছেন কেন? জবাবে তিনি বলতেন, আমি যখন 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ, হাইয়া 'আলাল ফালাহ' (ছালাতে দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো) ডাক শুনতে পাই; তখন আর কিভাবে বসে থাকতে পারি! সুতরাং তোমরা যদি পার, এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও জামা'আতে চলে এসো'।[১]

২. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আমানতদারিতা :

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) কেবল একজন যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বীহ ছিলেন না, তিনি একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁর তাক্বওয়া ও আমানতদারিতা ছিল প্রবাদতুল্য। আবু হানীফা (রহঃ)-এর একজন ব্যবসায়ী অংশীদার ছিলেন, যার নাম হাফছ ইবনু আব্দির রহমান। তিনি তাকে ব্যবসার পণ্য সরবরাহ করতেন। একবার তিনি একটি রেশমী কাপড়ের চালানের সাথে একটি ত্রুটিযুক্ত কাপড় পাঠান এবং তাকে ত্রুটি সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তিনি বলে দেন, 'যখন এটি বিক্রি করবে, তখন এই ত্রুটিটা বর্ণনা করে দেবে'। হাফছ সমস্ত পণ্য বিক্রি করে ফেলেন, কিন্তু সেই ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের কথা বলতে ভুলে যান। কার কাছে বিক্রি করেছেন তাও তার মনে ছিল না। যখন আবূ হানীফা (রহঃ) বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি সেই চালানের সমস্ত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছাদাক্বা করে দেন।[২]

৩. যে আয়াতে কেঁপে উঠেছিল দস্যুর হৃদয় :

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (১০৭-১৮৭হি.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের একজন বিখ্যাত তাবে-তাবেঈ, প্রখ্যাত বিদ্বান এবং দুনিয়াবিমুখ আবেদ। যিনি 'আবিদুল হারামাইন' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জীবনের প্রথম দিকে একজন দস্যু হিসাবে পরিচিত থাকলেও, কুরআনের একটি আয়াত শুনে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি তওবা করে আল্লাহভীরু বান্দায় পরিণত হন। পরবর্তীতে ইমাম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আবূ আম্মার হুসাইন ইবনে হুরাইছ, ফযল ইবনু মূসা থেকে বর্ণনা করেন, ফুযাইল ইবনে ইয়ায একজন দস্যু ছিলেন। তিনি আবীওয়ার্দ ও সারাখসের মধ্যবর্তী রাস্তায় ডাকাতি-রাহযানি করতেন। তিনি জনৈকা নারীর ভালোবাসায় আসক্ত ছিলেন। একদিন রাতে তিনি সেই তরুণীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রাচীর টপকাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি একজন তেলাওয়াতকারীকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ 'মুমিনদের কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয়সমূহ বিগলিত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে?' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

আয়াতটি শুনে তিনি থমকে গেলেন এবং সাথে সাথে বললেন, بَلَى يَا رَبِّ، قَدْ آنَ 'হ্যাঁ, হে আমার রব! সেই সময় এসে গেছে'। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন এবং রাত কাটানোর জন্য একটি পরিত্যাক্ত ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একদল মুসাফির ছিল। তাদের কেউ বলল, 'চলো, আমরা রওনা হই'। আবার কেউ বলল, 'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কারণ রাস্তায় ফুযাইল আছে। সে আমাদের পথ রোধ করে ডাকাতি করবে'। ফুযাইল (রহঃ) বলেন, আমি তখন চিন্তা করলাম এবং নিজেকে বললাম, 'আমি রাতে পাপ কাজে লিপ্ত থাকি, আর এখানে একদল মুসলিম আমাকে ভয় পাচ্ছে! আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ আমাকে তাদের কাছে কেবল এ কারণেই নিয়ে এসেছেন, যাতে আমি (পাপ থেকে) বিরত হই'। এরপর তিনি স্বীয় জন্মভূমি সামারকন্দ থেকে মক্কায় হিজরত করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের বাকী সময়টুকু এখানেই কাটিয়ে দেন'।[৩]

১. *ইবনে সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা (কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০১খৃ.), ৮/৩০৯।*

২. *খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, মুহাক্কিক্ব : মুছতাফা আব্দুল কাদের আত্বা, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ২য় মুদ্রণ, ২০০৪খৃ.) ১৩/৩৫৬।*

৩. *হাফেয জামালুদ্দীন মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৩হি./১৯৯২খৃ.) ২৩/২৮৬।*

Khalisun Products খলিসুন প্রোডাক্টস

বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- ১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- ধনিয়া ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

SCAN ME যোগাযোগ : ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

উঠতি বয়সে বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা : উত্তরণের পথ

- *মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

ভূমিকা : উঠতি বয়স তথা 'কৈশোর' কালের এক অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময়ে একজন কিশোর বা কিশোরীর মন ও শরীরে ঘটে যায় নানামুখী পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ধারায় যখন সবকিছু ওলটপালট মনে হয়, তখন জীবনে বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে এক নতুন প্রভাবক হিসাবে। এসময় পিতা-মাতা এবং পরিবারের সদস্যদের চেয়েও বন্ধুদের কথাই যেন অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। বন্ধুত্বের প্রভাবের বলয় হয়ে ওঠে অনেক বেশী শক্তিশালী।

বন্ধুত্বের এই মুদ্রার দু'টি পিঠ রয়েছে। একটি উজ্জ্বল, অন্যটি অন্ধকার। বন্ধুদের ইতিবাচক সংস্পর্শ যেমন জীবনকে আলোয় ভরিয়ে দিতে পারে, তেমনি নেতিবাচক প্রভাব জীবনকে ঠেলে দিতে পারে ঘোর অমানিশায়। এজন্যই বলা হয়, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। ইসলাম সুন্দর বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং এর প্রতি উৎসাহিত করে। একজন ভাল বন্ধু কেবল মানসিক সমর্থনের উৎস নয়, সে সাহস ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর, যে একাকিত্বের আঁধার দূর করে। এমন বন্ধুর হাত ধরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। বিপরীতে অসৎ সঙ্গ জীবনে বিভ্রান্তির ধোঁয়াশা তৈরি করে। খারাপ বন্ধুরা দুনিয়াতে মানুষকে বিপথগামী করে এবং পরকালে তাকে নিক্ষেপ করে অন্তহীন লজ্জা ও জাহান্নামের আগুনে। যে কঠিন দিবসে পথভ্রষ্ট মানুষটি অনুশোচনায় নিজের হাত কামড়ে ধরে আর্তনাদ করে বলবে, 'হায়, আফসোস আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করতাম!' *(ফুরক্বান ২৫/২৮)*। সুতরাং জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বন্ধু নির্বাচনে বিচক্ষণ হওয়াই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

বন্ধু-বান্ধবজনিত কিছু সমস্যা :

যদিও বন্ধুত্ব জীবনের অপরিহার্য অংশ, তবুও উঠতি বয়সে এর কারণে কিছু গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

১. অসৎ সঙ্গ : উঠতি বয়সে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল অসৎ সঙ্গ বা বন্ধু নির্বাচনে ভুল করা। অসৎ বন্ধুর অন্যায় আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মিথ্যাচারিতা, নীতিহীনতা, মাদক-ধূমপান, বড়দের সম্মান না করা ইত্যাদি খারাপ গুণগুলো এ বয়সে খুব সহজেই বন্ধু-বান্ধবের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করেছে'।[১] মূলত মানুষ বিপথগামী হয় এ পর্যায় থেকেই। এজন্য বন্ধু নির্বাচনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যরূরী।

২. অতি বন্ধুত্ব : অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়। যেকোন বিষয় নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা উচিত। বন্ধুত্বকেও একটি স্বাভাবিক ও নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'নিজের বন্ধুর সাথে ভালবাসার আধিক্য প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও শত্রুতার চরম সীমা প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে'।[২] এতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়। বর্তমান সময়ে কিছু ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অতি বন্ধুত্ব দেখা যায়। এতে বন্ধুর উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলে এবং পরিবার, পড়াশোনা ও কাজের প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেয়। অহেতুক খোশগল্প, আড্ডা ও ঘুরাঘুরি ইত্যাদি কাজে বেশী সময় নষ্ট হয়। এতে তাদের লেখাপড়ার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। অনেক সময় অতি বন্ধুত্ব সমকামিতার মত জঘন্য পাপের দুয়ারও খুলে দেয়।

৩. জীবনের লক্ষ্য হারানো : এই বয়সের প্রধান কাজ হ'ল পড়ালেখা করা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা অসৎ বা লক্ষ্যহীন বন্ধুর সঙ্গে মিশে একসময় নিজের জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। জীবনকে শুধুমাত্র বিনোদন ও ভোগবিলাসের বস্তু মনে করে সময় কাটানোর ফলে ছাত্রদের মধ্যে আত্মপ্রেরণা বা সাফল্যের আগ্রহ নষ্ট হয়। এতে সে নিজের লক্ষ্য বা স্বপ্ন থেকে সে সরে যায়। কিছু বন্ধু অন্যের সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ভুল পরামর্শ দেয়। এতে অনেকের আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

৪. কিশোর গ্যাং : কিশোর গ্যাং বর্তমান সময়ে এক ভয়ংকর আতঙ্কের নাম। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সংখ্যা অতীতের তুলনায় এখন অনেক বেশী। রাষ্ট্রের সচেতন মহল কিশোর গ্যাং নিয়ে খুবই চিন্তিত। ২০২৪ সালে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী শুধুমাত্র ঢাকায় ১২৭টি কিশোর গ্যাং সক্রিয় রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা বিভিন্ন সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর পাশাপাশি নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

বরগুনা শহরে আলোচিত রিফাত হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে ২০১৯ সালে আলোচনায় আসে ইংরেজী '০০৭' নামের গ্যাংটি। এর আগে ঢাকার উত্তরায় খেলার মাঠে একজন কিশোরকে নির্মমভাবে হত্যা করে আলোচনায় আসে 'ডিসকো বয়েজ' ও 'নাইন স্টার গ্রুপ' নামের দু'টি কিশোর গ্যাং। এরকম অসংখ্য ঘটনা দেশে নিয়মিত ঘটছে। এসমস্ত কিশোর গ্যাং সদস্যদের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে চুরি, ছিনতাই, রাহাযানি, পকেটমারা, ইভটিজিং, ধর্ষণ, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি অন্যায় অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। এর সদস্যরা মূলত তাদের সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমেই এই অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে।

** শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, দিনাজপুর সরকারী কলেজ।*

১. তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।

২. তিরমিযী হা/১৯৯৭; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮।

৫. হিরোইজম : ইংরেজী 'Hiroism' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বীরত্ব। যা সাধারণত ইতিবাচক হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইদানীং এই শব্দটি আর ইতিবাচক অর্থে যায় না বরং নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। উঠতি বয়সের ছেলেদের মধ্যে এই মনোভাব বেশী তৈরী হয়। এগুলো বিভিন্নভাবে তাদের থেকে প্রকাশ পায়। যেমন কিছু ছেলে হাই স্পিডে রোডে বাইক চালিয়ে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে। দ্রুত গতি, ওভারটেকিং, রাস্তায় এঁকেবেঁকে চলার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। আবার ছোট ছোট ছাত্ররা তাদের পিতৃতুল্য শিক্ষককে অসম্মান-অপদস্থ করে। এসব কাজের মাধ্যমে কিশোর বয়সের ছাত্ররা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন ও হিরো সাজাতে চায়। নিজেকে সবার থেকে আলাদা, উন্নত ও শক্তিশালী প্রমাণ করতে তারা হিরোইজমের চর্চা করে। বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় প্রেমিকার সামনে নিজেকে হিরো সাজাতেও এই কাজগুলো তারা করে থাকে। ফলে র‌্যাগিং, মারামারি ও খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। পরবর্তীতে যখন সে কর্মজগতে প্রবেশ করে দেখে এই হিরোইজমের কোন মূল্য বাস্তব জগতে নেই; ঠিক তখন এর চূড়ান্ত অবসান ঘটে। তবে তার আগে যে ক্ষতি হয়ে যায় সে ক্ষতি অপূরণীয়।

৬. পরিবারের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি : উঠতি বয়সের কিশোররা নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধু তালাশ করে। অধিক বন্ধু-বান্ধব বা অতি বন্ধুত্বের কারণে অনেক সময় পরিবারের সাথে সন্তানের দূরত্ব তৈরী হয়। কিছু বন্ধু পরিবারের নিয়ম-নীতি, পরামর্শকে তুচ্ছ মনে করতে শেখায়। অনেকে পরিবারের চেয়ে বন্ধুদের কাছে বেশী খোলামেলা হয় এবং বন্ধুর মতামতকে অধিক প্রাধান্য দেয়। এতে পরিবারের সাথে যোগাযোগ কমে যায়। এ বিষয়ে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি ছেলে দীর্ঘদিন ঢাকায় কোন এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। পরিবারের সাথে তার বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ কম হ'ত। ঈদের ছুটিতে সে বাড়ীতে আসলেও সে পাশের গ্রামের এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে সময় কাটাত। হঠাৎ একদিন ছেলেটি হতাশাজনিত কারণে বিষপানে আত্মহত্যা করে। এই হতাশা মূলত তৈরী হয়েছিল পরিবারের সাথে দূরত্বের কারণে। বর্তমানে এরকম সমস্যা প্রায়ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও পরিবারের মধ্যে সমতা বজায় রাখা যরূরী।

৭. মাদকাশক্তি : কিশোরদের মাদক সেবনের শুরুটা হয় মূলত বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে। বন্ধুদের জোরাজুরিতে বা তাদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথবা কৌতুহলবশত নেশা করা শুরু করে। অতঃপর নেশার অন্ধকার গলিতে হাবুডুবু খেয়ে সে তার জীবন ধ্বংস করে। কিছু বন্ধু মাদককে মজা বা আধুনিকতা হিসাবে উপস্থাপন করে। একবার খেলে কিছু হয় না, এটা সবাই খায়, তুমি কেন খাবে না? এমন কথা বলে ভুলাতে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে বা চাপে পড়ে অনেকেই প্রথমবার মাদক সেবন করে। আবার বন্ধুদের সামনে নিজেকে সাহসী বা স্টাইলিশ প্রমাণ করতেও কেউ কেউ মাদক সেবন করে। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মাদক সেবনের মাত্রা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৈনিক কালের কণ্ঠের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে দেড়কোটি মাদকাসক্তের মধ্যে ৮০ শতাংশই কিশোর। এর মধ্যে ৬০ শতাংশই বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত।[৩]

৮. অন্যান্য সমস্যাসমূহ : উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, পর্ণগ্রাফী আসক্তি, সমকামীতার মত অন্যায় কাজের শুরুটা হয় খারাপ বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমেই। তাদের মধ্যে অনেকেই মজার ছলে বা ইচ্ছে করেই অশ্লীল ভিডিও, ছবি ও গল্প শেয়ার করে বলে, 'এটা তুমি এখনও দেখোনি'? অনেক বন্ধু 'আধুনিকতা' বা 'ফ্রি লাইফ'-এর নামে অবৈধ সম্পর্ককে উৎসাহ দেয়।

যে সমস্ত ছেলে অথবা মেয়েদের মধ্যে গলায় গলায় ভাব, রাস্তাঘাটে চলার সময় হাত ধরে চলে, একই বিছানায় ঘুমায় তাদের সমকামীতায় জড়ানোয় সম্ভাবনা অত্যধিক। এরাই একসময় ভিন্নরুচির সম্পর্ক বা সমকামিতাকে স্বাভাবিক বলে প্রচার করে। এসমস্ত কাজে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যায়। এর ফলাফলে চরিত্র নষ্ট, আত্মসম্মানহানি, পরিবারে ভাঙ্গন, মানসিক অবসাদ, অপরাধ প্রবণতা অধিক হারে বেড়ে যায়।

পরিত্রাণের উপায় :

১. পরিবারের ভূমিকা : পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম ও শক্তিশালী সংগঠন হ'ল পরিবার। পরিবার হ'ল শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে পরিবার ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। ইসলামে পরিবারের বিরাট ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং পিতা তার সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪] সন্তানকে বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে পরিবারের দায়িত্বশীলরা নিম্নোক্ত ভূমিকা নিতে পারেন-

(ক) সন্তানকে যথাযথ ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়া : পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল সন্তানকে বেশী বেশী ভালোবাসা ও তাদের সময় দেওয়া। যখন সন্তান ঘরে ভালোবাসা ও মমতা পায় তখন সে বাইরে খারাপ বন্ধুত্বে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে বেড়ায় না। ঘরে আদর-যত্ন পেলে অসৎ বন্ধুর প্রভাব কমে যায়। নবী করীম (ছাঃ) শিশুদের খুব বেশী ভালবাসতেন। ছোটদের চুমু খাওয়ার নির্দেশ দিতেন।

(খ) খোলামেলা যোগাযোগ : পিতামাতা যদি সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তাহ'লে সন্তান তার সমস্যাগুলো সহজেই শেয়ার করে। এভাবে পরিবার সহজেই বুঝতে পারে, সে কোন বন্ধুর প্রভাবে বা অন্য কোন কারণে ভুল পথে যাচ্ছে কি-না। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে তার

৩. *দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২১শে মার্চ ২০২৫।*
৪. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

পরিবারের সদস্যরা এমনকি অন্যান্য ছাহাবীরাও তাদের মনের কথা খুলে বলতেন। একদিন ফাতেমা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজের কাজের সুবিধার্থে একটি দাসী চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে ঘুমানোর পূর্বে একটি আমল শিখিয়ে দেন এবং বলেন এটা একটি দাসীর চেয়েও উত্তম হবে।[৫] এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় পরিবারের সদস্যদের মাঝে এমন সম্পর্ক থাকা উচিত যাতে সন্তান পিতা-মাতার কাছে তার মনের কথা খুলে বলতে পারে।

(গ) বন্ধু নির্বাচনে দিকনির্দেশনা প্রদান : অভিভাবকদের উচিৎ সন্তানের বন্ধু নির্বাচনে তাকে দিকনির্দেশনা দেওয়া। তাদের বুঝাতে হবে, মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। ভাল বন্ধু ও খারাপ বন্ধুর উদাহরণ দিতে হবে। বন্ধু মানুষের জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে, অসৎ সঙ্গীর দুনিয়াবী কুফল ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-হাদীছ ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে হবে। সন্তানকে শেখাতে হবে, কোন বন্ধু তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে আর কোন বন্ধু তাকে বিপথে নিয়ে যাবে। সর্বোপরি সন্তানকে ভাল বন্ধু খুঁজে দিতে সাহায্য করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের ১ম বছরে আনছার ও মুহাজির ছাহাবীদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬৬ পৃ.)*।

(ঘ) সময় নিয়ন্ত্রণ ও নযরদারী : পিতা-মাতার উচিৎ নিজেদের সময় হিসাব করে চলা। পাশাপাশি সন্তানদেরও রুটিন অনুযায়ী চলতে সহযোগিতা করা। তাহ'লে তারা অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকার সাথে সাথে অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া সন্তানরা কোথায় যায়, কোন বন্ধুদের সাথে মেশে, মোবাইল ফোনে কী করে, কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। মোবাইলে যাতে অশ্লীল কোন কিছু দেখতে না পারে এজন্য 'কাহ্ফ গার্ড'-এর মত এ্যাপ ইনস্টল করতে পারেন। অন্যদিকে এই তদারকি বা খবরদারী যেন গোয়েন্দাগিরীর মত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ গোয়েন্দার মত আচরণ করলে সন্তানরা বিরক্ত হয়। এর ফলাফল হিতে বিপরীতও হ'তে পারে। কারণ প্রতিটা মানুষের ব্যক্তিগত কিছু বিষয় রয়েছে। সর্বোপরি তদারকি হবে দায়িত্বশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ।

(ঙ) প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান : প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীই সর্বোত্তম ভুলকারী।[৬] সন্তান ভুল করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। যদি দেখা যায় সন্তান খারাপ বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েছে, তাহ'লে উচিত হবে বকাঝকা না করে তাকে সুন্দরভাবে বুঝানো। প্রয়োজনে তার সাথে কাউন্সেলিং করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হ'ল নছীহত।[৭] তবে শুধু সন্তানকে উপদেশ দিলেই হবে না। নিজেকেও সে অনুযায়ী আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে কথার চেয়ে কাজের প্রভাব বেশী পড়ে। এছাড়াও সন্তানকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে কোন দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় ঘুরতে যাওয়া প্রয়োজন। এতে শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয় এবং অসৎ বন্ধুর সাথে জড়ানোর সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(চ) পারিবারিক অনুশাসন : এক সময় গ্রামে সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন খুব বেশী থাকলেও বর্তমানে তা নেই বললেই চলে। বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবে যখন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিপথে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তখন পারিবারিক অনুশাসনই তাকে রক্ষা করার শক্তিশালী ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। ঠিকমত ছালাত আদায় করা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা, ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্বশীলতা শৃঙ্খলা ইত্যাদির বিষয়ে পারিবারিক অনুশাসন সন্তানকে বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা থেকে দূরে রাখে এবং তাকে দায়িত্বশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রিত করে ভবিষ্যতে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) পরিবারের উপর থেকে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন।[৮]

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের ভূমিকা : শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের পর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটানোও অন্যতম দায়িত্ব। অধঃপতনের এই যুগে ক্লাসে নিয়মিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, অনুশাসন ও মূল্যবোধের পাঠ থাকা উচিত। ইদানীং ইসলামের অপব্যাখ্যা করে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অনেক তরুণকে লেখাপড়া ছেড়ে চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আত্মঘাতি হামলাও করছে। অথচ এগুলোতে ইসলামের সামান্যতম নির্দেশনা নেই। ২০১৬ সালে হলি আর্টিজানের ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও শিক্ষককে নযর রাখতে হবে, কোন শিক্ষার্থী কার সাথে মিশছে, তার আচরণে হঠাৎ কোন পরিবর্তন আসছে কি-না? এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস-এর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। যেমন 'ল্যাংগুয়েজ ক্লাব' গঠন করা। যেখানে শিক্ষার্থীরা বিদেশী ভাষা শিখবে। এ কাজের মাধ্যমে ইতিবাচক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়াও সুস্থ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম প্রভৃতি সৃজনশীল কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখলে খারাপ বন্ধুদের সাথে মেশার সুযোগ কম পাবে। শিক্ষকের কথা ও আচরণ শিক্ষার্থীদের উপর দারুন প্রভাব ফেলে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পিতামাতার চেয়ে শিক্ষককে অধিক মূল্যায়ন

---

৫. বুখারী হা/৩১১৩।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১
৭. মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।
৮. আহমাদ, মিশকাত হা/৬১; ছহীহুত তারগীব হা/৫৭০; ইরওয়া হা/২০২৬, সনদ ছহীহ।

করে। এজন্য যেসকল শিক্ষার্থীর উপর বন্ধু-বান্ধবের খারাব প্রভাব আছে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও ভালবাসা দিয়ে বোঝানো উচিত। সম্ভব হ'লে অভিভাবকের সাথে কথা বলে পরামর্শ দিতে হবে। দরদপূর্ণ ভালবাসা শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে ফিরে আসতে ও তার মানসিক বিকাশে খুব ভাল কাজ করে। এজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছোট্ট ছাহাবী মু'আয (রাঃ)-কে একটি দো'আ শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তাকে বলেছিলেন, يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ 'হে মু'আয! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি'।[৯] উক্ত হাদীছ থেকে শিক্ষণীয় হ'ল ছোটদের কোন উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের ভালবাসতে হবে। এবিষয়ে একটি প্রবাদ প্রণিধানযোগ্য- 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় : মানুষ সামাজিক জীব। একজন মানবশিশু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এজন্য ব্যক্তির প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। রাষ্ট্রনেতাদের উচিত কিশোর ও তরুণদের সমস্যাগুলোর সমাধানে কাজ করা এবং এসব সমস্যায় যেন তারা জড়ানোর সুযোগ না পায় সে ব্যবস্থা করা। এজন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিক পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং যেসকল সংগঠন মানুষকে ন্যায়ের পথে ডাকে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। এছাড়াও গণমাধ্যম গুলোতে অশালীনতার পরিবর্তে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্বদা এই হাদীছটি মনে রাখতে হবে 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১০]

৯. আবূদাউদ হা/১৫২২, মিশকাত হা/৯৪৯।
১০. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।

সুতরাং যে যত বড় নেতা বা দায়িত্বশীল তার জবাবদিহিতা ততোধিক।

৪. ব্যস্ত বা চাকুরিজীবী অভিভাবকদের করণীয় : আধুনিক বস্তুবাদী দুনিয়ায় সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। পরিবারকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার সুযোগ অনেক অভিভাবকেরই হয়ে ওঠে না। ফলে সন্তান সময় কাটানো ও মানসিক শূন্যতা ঘুঁচানোর জন্য বন্ধু-বান্ধবকেই বেছে নেয়। এক্ষেত্রে উঠতি তরুণ ও যুবকরা অসৎ সঙ্গীর ফাঁদে পড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে বাঁচতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ মায়েদের যথাসম্ভব চাকরী না করে সংসার ও সন্তান প্রতিপালনে মনোনিবেশ করা উচিত। কারণ তাদের প্রধান কাজই এটি। মায়ের অভাব অন্য কোন কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ নিকট আত্মীয় যেমন- দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা, ফুফুর তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রতিপালন বা দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কাজের মেয়ে বা বুয়া দ্বারা সন্তান প্রতিপালন করলে তাতে সন্তানের সঠিক পরিচর্যা ও মেধার বিকাশ হয় না। তৃতীয়তঃ সন্তানকে মানসম্মত ও বিশ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার বা আবাসিক রাখা যেতে পারে। যেখানে শিশুবান্ধব পরিবেশ ও শিক্ষক রয়েছে এবং মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের অন্যান্য মানবিক গুণাবলী বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয় সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্তানের জন্য বেছে নিতে হবে।

উপসংহার : বন্ধু-বান্ধবজনিত সমস্যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি একটি সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে পবিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সবাইকে একসাথে ভূমিকা রাখতে হবে। যখন উঠতি বয়সের তরুণ ও যুবকরা সৎ বন্ধুত্বের পরিবেশ পাবে, তখন আগামীতে আমরা একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন!

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (৯ম শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয় পড়াতে সক্ষম)।
(২) সহকারী শিক্ষক (বাংলা) (১ জন)। যোগ্যতা : বাংলায় বি.এ (অনার্স) সহ এম.এ।
(৩) ক্বারী (১ জন)। যোগ্যতা : বিশুদ্ধ তিলাওয়াতসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।
(৪) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/বি.এ অনার্স (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)
(৫) সহকারী শিক্ষক কাম আবাসিক প্রধান (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাপ্রশাসন, কাউন্সেলিং, শিশু-কিশোর বিকাশে আন্তরিক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শর্তাবলী : (ক) আগ্রহী প্রার্থীগণকে বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন, পরহেযগার এবং সুন্নাতের পাবন্দ হ'তে হবে। **(খ)** আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ২০.১১.২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমেইল, হোয়াটসএ্যাপ বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। **(গ)** নির্দিষ্ট পদের জন্য বর্ণিত যোগ্যতা কোন প্রার্থীর না থাকলে দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। **(ঘ)** লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ মোবাইলের মাধ্যমে জানানো হবে। **(ঙ)** যেকোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১, হোয়াটসএ্যাপ : ০১৮৭৭-৮৮৪৬৫২। ই-মেইল : almarkazrajshahi@gmail.com

দাওরাতুল হাদীছ : চূড়ান্ত প্রস্তুতির স্থান

*-সারওয়ার মিছবাহ**

‘দাওরাতুল হাদীছ’ একটি সীমানার নাম। প্রতিটি দেশের যেমন একটি সীমানা রয়েছে তেমনই ‘দাওরা’ হ’ল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ছাত্রজীবনের সীমানা। যদিও এরপরে অনেক পড়াশোনা রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে সেগুলো একাডেমিকভাবেই শুরু হয়েছে। তবু এটাও সত্য যে, দাওরার সীমানা পেরিয়ে একজন ছাত্র চলে যায় ভিন্ন জীবনে। সে আর আগের মত ‘ছাত্র’ থাকে না। তাই দেশের সীমানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; ছাত্রজীবনে ‘দাওরা’ তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের শিক্ষার্থীরা এখানে এসেই যেন নেতিয়ে পড়ে। তাদের শিরা-উপশিরায় নেমে আসে রাজ্যের ক্লান্তি। ফলে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের যেমন উদ্যমী থাকার কথা তার ছিটেফোঁটাও তাদের মাঝে পাওয়া যায় না। তারা অনাগত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সময়কে উপভোগ করতে থাকে।

দাওরায়ে হাদীছকে গুরুত্ব দেওয়ার দু’টি কারণ রয়েছে। প্রথমত এটা একাডেমিক লেখাপড়ার উচ্চস্তর। দ্বিতীয়ত এখানে হাদীছ পড়ানো হয়। যা সরাসরি ‘ইলমে অহি’। অবশ্য ইলমে অহি হিসাবে বিশ্লেষণ করলে আমাদের অবহেলাগুলো বেআদবীতে রূপান্তরিত হবে। কারণ অনেক মাদ্রাসায় ‘দাওরায়ে হাদীছ’ যেন নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন! আমরা এই প্রবন্ধে দাওরায়ে হাদীছের বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে সমাধান প্রস্তাবের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

যেমন চেয়েছিলাম : মাদ্রাসা শিক্ষায় ‘দাওরায়ে হাদীছ’ যেহেতু মাস্টার্স সমমানের, সুতরাং শুধু গদবাঁধা পড়া ও পরীক্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক হয়নি। এখানে গবেষণার প্রয়োজন আছে। এ্যাসাইনমেন্টের প্রয়োজন আছে। সিলেবাস বহির্ভূত বিভিন্ন সক্রিয়তার প্রয়োজন আছে। দাওরায়ে হাদীছও যদি সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর মত শুধু পড়া ও পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে মাদ্রাসা কারিকুলাম অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এদিকে আমরা দাওরার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন কাজ দিতে পারব না। ওদিকে তারা পড়ালেখা খুঁজে পাবে না। তাদের মস্তিষ্ক হবে অমূলক চিন্তার কারখানা। আর বাস্তবেও তাই হচ্ছে। ‘ইলমে অহি’ অর্জনের পরেও তারা নিজেদের ভেতরে কোন সচেতনতাবোধ আনতে পারছে না। তারা নিজেদের সম্মান ও দায়িত্ব বুঝতে পারছে না।

আসলে আমাদের দাওরায়ে হাদীছে শুধু কুরআন-হাদীছ পড়তে শেখানো হচ্ছে; কুরআন-হাদীছ যা শিখাতে চায় তা শেখানো হচ্ছে না। যদি সেই বিদ্যা শেখানো হ’ত তবে তারা হাদীছ পড়ার পরেও দুনিয়ার পেছনে ছুটত না, সারারাত ফেসবুকে বুঁদ হয়ে থাকত না, ভাইরাল হওয়ার জন্য যাচ্ছেতাই করে বেড়াত না। অন্তত তাদেরকে এগুলো বুঝাতে হ’ত না যে, এই দুনিয়া আমাদের আবাসস্থল নয়। নিশ্চয়ই আখেরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। সময় অত্যন্ত মূল্যবান; সময় নষ্ট করা যাবে না ইত্যাদি। সুতরাং দাওরায়ে হাদীছে যেমন হাদীছ পড়তে শেখানো হবে তেমনই হাদীছ আমাদেরকে যা শেখাতে চায় তাও শেখানো হবে। তবেই আমাদের দাওরায়ে হাদীছ হবে রিজাল তৈরির সূতিকাগার।

এখানে তালিবুল ইলম অহির জ্ঞান আহরণে উপযুক্ত হয়ে ঢুকবে। যখন তারা বের হবে তখন তারা হবে ইলম, আমল ও হিকমায় পরিপূর্ণ। জাতির রাহবার হিসাবে যোগ্য। যাদের বাহুতে থাকবে হাল ধরার শক্তি। যাদের নামের শুরুতে মাওলানা শব্দটি যুক্ত করলে বেশ সুন্দর মানাবে। যাদের অন্তরে উম্মাহ্‌র জন্য দরদ থাকবে। উম্মাহ্‌র পদস্খলনে যাদের রাতের ঘুমে সমস্যা হবে। ন্যায়ের পথে বরণ করা দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনাই হবে যাদের অহংকার। আমরা এমনই দাওরায়ে হাদীছ চাই।

যেমন পেয়েছি : যেখানেই দাওরায়ে হাদীছ রয়েছে, সেখানেই রয়েছে স্বাধীনতা। দাওরায়ে হাদীছ মানেই সুখের জীবন। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার কোন জবাবদিহীতা নেই, ক্লাসে উপস্থিতির কোন বালাই নেই, কোন বিষয়েই কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেখানে ছাত্রদের ছাত্রজীবন আর ছাত্রত্ব দুটোই কোনরকম চলে যাচ্ছে সেটাই দাওরায়ে হাদীছ। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ক্লাসে সামনের সারির একজন মাত্র ইবারত দেখে আসে। বাকীরা জানেই না যে, কোন হাদীছ থেকে আজকের দারস শুরু হবে। দারস শুরু হ’লে তারা কিতাবের দিকে তাকিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে।

শিক্ষক ইচ্ছামত আলোচনা করছেন। শিক্ষকের আলোচনায় ছাত্রদের কোন মনোযোগ নেই। কোন আপত্তি নেই, কোন প্রশ্ন নেই। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে তো শিক্ষকগণ দাওরার ক্লাসে কোন কথাই বলেন না। শুধু উ... হু... আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন। তাদের সামনে ভুল ইবারত পড়ে গেলেও তারা কিছুই বলেন না। অথচ তারা যে খুব ভারত্বের কারণে চুপ আছেন এমনও নয়। এই শিক্ষকই যখন ফিক্বহের ক্লাসে আসছেন তখন একটি শব্দ নিয়ে পুরো ঘন্টা গলা ফাটিয়ে আলোচনা করেন। অথচ হাদীছের মসনদে বসলেই তাদের মাথায় চেপে বসে রাজ্যের ভাবনা।

এভাবে চলতে চলতে পরীক্ষা আসছে। শিক্ষকগণ দারসে বলে দিচ্ছেন, ‘অমুক কিতাবের শুরুর দিকের হাদীছগুলো পরীক্ষায় দেওয়ার মত। অমুক ঘটনার হাদীছটি দেখে রাখবে’। আর ছাত্ররাও জানে, পরীক্ষায় এই হাদীছগুলোই থাকবে। হারাকাতযুক্ত করে অনুবাদ করতে হবে। দু’একটি ছীগাহর তাহক্বীক্ব থাকবে। হাদীছে উল্লেখিত মাসআলা সম্পর্কে মদভেদ জানতে চাওয়া হবে। আর কিছু নয়। ফলে ছাত্ররা শুধু সাজেশন ফলো করেই শতভাগ উত্তর লিখে আসছে।

শিক্ষকদের মাইন্ড সেটাপ : দাওরায়ে হাদীছের ছাত্রদের পড়ালেখার আগ্রহ ও নৈতিক সচেতনতা যখন একেবারে তলানীতে নেমেছে ঠিক তখনই আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানে

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ছাত্রদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। যদিও কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবৃত্তির নামে এটা প্রদান করছেন, তবুও 'ভাতা' শব্দ ব্যবহারের জন্য আমি মোটেও দুঃখিত নই। কারণ তাদের উদ্দেশ্যই হ'ল কিছু ছাত্র পাওয়া, বিভাগগুলো সচল রাখা। এই সুযোগ লুফে নিতে ছাত্ররাও দলে দলে ভর্তি হচ্ছে। যেখানে সচ্ছল ছাত্ররা পড়ালেখা নয়, বরং বেতনের জন্যই ভর্তি হচ্ছে সেটা শিক্ষাবৃত্তি হয় কিভাবে! এটাকে পারিশ্রমিক বা ভাতাই বলতে হবে। যা ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট বিভাগ চালু রাখার পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করছে।

এই ভাতা কোন ফাণ্ড থেকে দেয়া হচ্ছে বা সেটা কতটুকু শরী'আত সম্মত হচ্ছে সেদিকে আমি যাবো না। আলোচনার বিষয় হ'ল, এই বেতনপ্রথার মাধ্যমে ছাত্রদের কতটুকু উপকার হয়েছে! আমরা কি তাদেরকে অক্ষম করে ফেলছি না! ছাত্র যদি সত্যিই মেধাবী হয় তবে তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব দেয়া যায় বা দু'একজন দুর্বল ছাত্রকে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে বেতনের টাকা তাকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া যায়। ইমামতি বা জুম'আর খুৎবার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। সে জানবে যে, এটা আমার রোজগারের পয়সা। সে জানবে যে, দুনিয়াতে রোজগার করেই চলতে হয়। দেখুন! এটা দায়িত্বশীল গড়ার জায়গা। এখানে যেভাবে যোগ্যতা গড়তে হবে তেমনি চিন্তাধারাও গড়তে হবে। যাদের ভবিষ্যতের রাহবার হিসাবে গড়ে তুলছি তাদের আমরা ফ্রি নেওয়া বা হাত পাতা কখনোই শিখাতে পারি না!

একবার আমার পরিচিত এক প্রতিষ্ঠানে খাবারের মান নিয়ে আমি মুহতামিম ছাহেবের সাথে আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'ছাত্রদের খাবারের মান আরেকটু ভাল করা যায় না'! তখন তিনি আমাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আমার খুব মনে ধরেছিল। তিনি বললেন, 'দেখ! আমরা এখানে ভবিষ্যতের জন্য ইলমে দ্বীনের খাদেম তৈরি করছি। আর আলেম এবং খাদেম এক নয়। আলেম যে কেউ হ'তে পারে। তবে খাদেম সবাই হ'তে পারে না। কারণ তারা যখন ইলমের খিদমতে আসবে তখন তাদের রোজগার অনেক বেশী হবে না। যা হবে তা দিয়ে তাদের জীবন সাধারণভাবে চলে যাবে। তবে সব মানুষই কর্মজীবনে একটু সুখ-সমৃদ্ধি চায়।

এবার তুমি বল সুখ কাকে বলে'? আমি বললাম, 'মানসম্মত একটি জীবন-যাপন করাই সুখ'। তখন তিনি বললেন, 'না! মানুষকে যতই মানসম্মত পরিবেশে রাখা হোক না কেন, কিছুদিনের জন্য সে পরিবেশ তার কাছে স্বাভাবিক মনে হবে, এরপর তার চেয়ে বেশী মানসম্মত জীবনকে সুখ এবং তুলনামূলক কম মানসম্মত জীবনকে তার কাছে কষ্টকর মনে হবে। তাই আমরা চাই, কর্মজীবনে গিয়ে কম রোজগারেই তারা সুখ খুঁজে পাক। ছাত্র জীবনে যদি কেউ ৯০ টাকা কেজির চাউলে অভ্যস্ত হয় তবে শিক্ষক জীবনে গিয়ে তার কাছে এটাই কষ্ট মনে হবে। একটু সুখের জন্য তাদের ইলমের খেদমত ছেড়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকবে না। আর আমরা চাই না, তারা একটু সুখের আশায় ইলমে দ্বীনের খিদমতে অনিহা প্রকাশ করুক।

এজন্য আমরা সামর্থ্য থাকলেও ছাত্রদের থাকার ঘরে এয়ারকন্ডিশনার দেব না। আমরা কখনোই তাদেরকে বিলাসিতায় অভ্যস্ত করব না। কারণ বিলাসীরা আলেম হয় তবে তাদের দিয়ে খেদমত হয় না। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা তোমাদের অভিযোগগুলো সহ্য করে নিচ্ছি বৃহত্তর স্বার্থে। তা হ'ল, তোমরাই ভবিষ্যতে আমাদের ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অংশ হবে। এর বাইরে আমাদের কোনই স্বার্থ নেই'! আমি তার এই উত্তরে কেবল অবাক হয়েছিলাম। উপস্থিত তার উত্তরটি অমূলক মনে হ'লেও পরে অনেক ভেবে দেখেছি, বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখেছি যে, তিনি যথার্থই বলেছেন।

সুতরাং আমরাও চাই, আমাদের দাওরায়ে হাদীছগুলো খাদেম তৈরির কারখানা হোক। ইলমের খিদমতে আমরা দুনিয়ার মোহ-মায়া পরিত্যাগ করেছি। এখন আমাদের ছাত্ররা যদি ইলমের খেদমতে না আসে। এই পরম্পরা যদি চালু না থাকে তবে আমাদের জীবনে ইলমের খেদমত করা পরিপূর্ণ লস প্রজেক্ট। কারণ এই পথের একমাত্র প্রাপ্তি হ'ল বিরাট একটি ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মালিক হওয়া। হাশরের ময়দানে এটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। এখন সবকিছুকে আধুনিক করতে গিয়ে সেটাই যদি ব্যাহত হয় তবে কিসের আশায় আমরা জীবনে কষ্ট করছি!

আমরা তো চাই, আমাদের সকল ছাত্র আলেম হোক। সকলে ইলমে দ্বীনের খিদমতে আসুক। আমরা যখন ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতে তোমরা কে কি হবে? তখন তারা একেকজন একেকরকম পেশার কথা বলে। কাউকে আমরা নিষেধ করি না। কটূ কথা বলি না। তবে আমরা মন থেকে চাই, শতভাগ ছাত্র বলুক যে, তারা কুরআন-হাদীছের ইলমের খাদেম হবে। এই বিষয়ে আমরা খুবই স্বার্থপর। খুবই সংকীর্ণমনা। কারণ আমাদের কল্পনায় ভাসে যে, আমরা হাশরের ময়দানে ছওয়াবের জন্য সবার কাছে ছুটে বেড়াচ্ছি! এদিকে আমাদের ছাত্রগুলো তো একেকটি ছওয়াবের খাযানা! তাদেরকে আমরা কিভাবে নষ্ট হ'তে দেই! সে হয়ত এখন বুঝতে পারছে না যে, তার জন্য কোন পথটি সঠিক। তাই আমরা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সেই পথে পরিচালিত করব যে পথে তারও কল্যাণ রয়েছে; তার চেয়েও বেশী আমার কল্যাণ রয়েছে।

দাওরাতুল হাদীছের পাঠ্যক্রম : দাওরায়ে হাদীছ মানেই সেখানে হাদীছের আলোচনা হবে। এটা স্বাভাবিক। তবে একাডেমিকভাবে এর একটি মান রয়েছে। তাই এখানে আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজনের দরকার আছে বলে মনে করছি। হ'তে পারে এই বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের অবসরের খোরাক হবে। তারা হয়তো আরেকটু যোগ্য হবে। এতটুকুই চাওয়া। এখানে আমরা সেই বিষয়গুলো প্রস্তাব করব। তবে এটাই চূড়ান্ত রূপ নয়। এটা

প্রাথমিক খসড়া মাত্র। তবে এটি পরিমার্জন করে যদি সিলেবাসে সংযুক্ত করা হয় এবং মার্কের মাধ্যমে মূল্যায়িত হয় তবে সুন্দর একটি ফলাফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা মনে করি, একটি মানসম্মত দাওরায়ে হাদীছে বছরে দুইটি পরীক্ষা থাকবে। তিনটি পরীক্ষা হ'লে পাঠ্য দিবসে ঘাটতি হয়। প্রতিটি বিষয় ১০০ নম্বরে মূল্যায়িত হবে। তবে প্রশ্নপত্রে ৯৫ নম্বর থাকবে এবং বাকী ৫ নম্বর আরবী লেখার ওপরে থাকবে। কারণ এই স্তরে এসেও যদি আরবী ভাষা পাঠ্যক্রমে মূল্যায়িত না হয়, তবে এটা আমাদের আফসোস বৈ কিছুই নয়। পুরো ছাত্রজীবন কুরআন-হাদীছের জ্ঞান আহরণ করার পরেও যদি উত্তর পত্র আরবীতে লেখা না যায় তবে আর কি বলার থাকে!

প্রতিটি বিষয়ের আওতায় বছরে ১০টি বাড়ির কাজ দেয়া হবে। প্রতিটি বাড়ির কাজ ৫ নম্বরে মূল্যায়িত হয়ে মোট ৫০ নম্বর মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত হবে। তাহ'লে প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বর ২৫০ এ গিয়ে দাঁড়াল। নিয়মানুবর্তিতা, আদব-আখলাক ও ক্লাসে উপস্থিতির ওপরে থাকবে ১০০ নম্বর। প্রতি বছর ব্যক্তিগত মুতালা'আর জন্য ৫টি কিতাব নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এই বইগুলোর ওপরে ১০০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বক্তব্যে পারদর্শিতা, সাংগঠনিক সক্রিয়তা, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ইত্যাদি বিষয়ে আরো ১০০ নম্বর থাকবে। এভাবে যদি প্রতিটি মেধা নম্বরে মূল্যায়িত হয় তবে শিক্ষার্থীরা এগুলো বিষয় শিখতে বাধ্য হবে। তারা যদি নাও শেখে, অন্তত বুঝতে পারবে যে, এগুলোও প্রয়োজনীয়।

দাওরার ছাত্রদের মাইন্ড সেটাপ : বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়া শিক্ষার প্রলেপ লাগানো একটি জাতি চায়। যারা দেখতে হবে শিক্ষিতদের মত, বেশ-ভুষা হবে উন্নত, ভাষা হবে মার্জিত। তবে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে না। কারণ এমন জাতি থেকে সস্তা দরে শিক্ষিত শ্রমিক পাওয়া যায়। আমি বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছি না। ক্যারিয়ারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই বলছি। এমন জাতি থেকে সস্তায় কেন শ্রমিক পাওয়া যায় জানেন! কারণ তাদের না আছে উদ্যোক্তা হওয়ার মত জ্ঞান ও হিম্মত, না আছে তাদের ক্ষেত-খামারে কাজ করার মত শারীরিক অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে তাদের সম্মানজনক পেশা বলতে 'জব' ছাড়া আর কিছু নেই।

দামী পোশাক পরে, দামী পারফিউম লাগিয়ে, আধুনিক ভাষায় কথা বলা একজন লোক আপনার কাছে একটি সাবান বিক্রি করতে আসবে। আপনি রেস্টুরেন্টে খেতে বসলে আপনাকে খাবার পরিবেশন করবে। আপনি বিভিন্ন শো-রুম ভিজিট করলে আপনাকে 'স্যার স্যার' বলে ডাকবে অথচ সে আপনাকে চেনেও না। এগুলো ৫০ বছর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। তবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে তথাকথিত কর্পোরেট দুনিয়া। আপনি আরো আশ্চর্য হবেন যে, এদের মাসিক বেতন একজন চা বিক্রেতার ১০ দিনের রোজগারের চাইতেও কম। তাহ'লে এতশত ডিগ্রি নিয়ে কেন এরা এগুলো করছে! কারণ তারা অপারগ। তারা এখন যে লাঞ্ছনা ভোগ করছে তা একটি ফুর্তিময় শিক্ষাজীবনের খেসারত। সুতরাং আপনি কি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন, নাকি দুনিয়াদারদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করবেন সে বিষয়ে আজই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমরা চাই আমাদের দাওরায়ে হাদীছের শিক্ষার্থীরা বিপথগামী না হোক। তারা চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত হোক। তাদের কর্মজীবন হৌক বর্ণিল। এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের মস্তিষ্ক সাজিয়ে নিতে হবে। মস্তিষ্ককে গুছাতে হ'লে আগে আমাদের জানতে হবে, মানুষের মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ কোন বস্তুর প্রভাবে প্রভাবিত। এগুলোর ওপরে প্রাথমিক ধারণা না থাকলে মাইন্ড সেটাপ সম্ভব নয়। আমরা এই বিষয়গুলো খুব সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা দু'চোখে যা দেখি এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে চিন্তা। হ্যাঁ, চিন্তা ছাড়া কোন কিছুর জন্ম হয় না। আপনি যে কাগজে এই লেখা পড়ছেন সেই কাগজ-কালির মেলবন্ধনেও রয়েছে মানুষের চিন্তা। কেউ ভেবেছে, এটা এভাবে হ'তে পারে। ব্যাস, হয়েছে। আপনি যে কাপড় পরিধান করেছেন এই কাপড়, সুতা, রং সবকিছু নিয়ে কাউকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এটা তার বা তাদের চিন্তার ফসল। দুনিয়ায় মানবসৃষ্ট সবকিছু আসলে এভাবেই তৈরি হয়েছে। যে চিন্তা যত গভীর ও সুদূর প্রসারী হয়েছে তার ফলাফলও ততই নিখুঁত ও স্থায়ী হয়েছে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হ'ল, মানুষ তার চিন্তার প্রোগ্রামকে কখনোই বন্ধ করতে পারে না। মানুষের মাথা সবসময় চলতে থাকে। সে কথা বলতেই থাকে। সে কোন না কোন প্লান করতেই থাকে। সে অযথাই আপনাকে একটি পরিকল্পনা দিয়ে বলবে, 'কেমন হ'ল'? আপনি যদি বলেন, 'না! এটা সম্ভব না। এখানে এই এই অসংগতি আছে'। সে সাথে সাথেই সেগুলো সংশোধন করে আপনাকে আরেকটি রূপরেখা দিয়ে দিবে। এজন্য আপনাকে নিজ মস্তিষ্ককে কোন কমান্ড করতে হবে না। আপনাকে শুধু চুপ থাকতে হবে। কারণ ঘুমানোর সময় ও কথা বলতে বলতে মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে না। বাকী সময় সে চলতেই থাকে। আর আপনি যদি হাত, পা, কান, মুখ একসাথে বন্ধ রাখেন তবে মস্তিষ্কে চিন্তার তুফান উঠে যাবে। যা আমরা ছালাতের মাঝে অনুভব করি।

এজন্য আমাদের অধিকাংশ সময় চুপ থাকতে হবে। মস্তিষ্ককে কাজ করার ফুরসত দিতে হবে। মস্তিষ্ক যখন আপন কাজে লেগে পড়বে ঠিক তখন চিন্তায় সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ টার্গেট অনুযায়ী তাকে সিরিয়াল দিতে হবে যে, হয়তো এটা নয়তো ওটা নয়তো সেটা। এর বাইরে কিছু নয়। এর বাইরের কোন বিষয়ে আমি কোন পরিকল্পনা চাই না। তুমি যা কিছু ভাববে এগুলোর মাঝেই ভাববে। তাহ'লে দেখবেন খুব কম সময়েই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার আসলে কি করা দরকার ও কোন কাজ

থেকে দূরে থাকা দরকার। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আপনার কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার।

আপনি যদি আপনার মস্তিষ্ককে একবার বুঝিয়ে নিতে পারেন, যে কোন মূল্যে আমাকে পরকালে সফল হ'তে হবে। দুনিয়ার বুকে কিছু ছাদাক্বায়ে জারিয়া রেখে যেতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পদচিহ্ন রেখে যেতে হবে। আর আপনার মস্তিষ্ক এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে আপনাকে পরিকল্পনা দেয়া শুরু করে তবে বুঝবেন, আল্লাহ আপনার কল্যাণ চান। কারণ এই পরিস্থিতিও আল্লাহ্‌র রহমতেই সৃষ্টি হয়। তিনি আপনার মাধ্যমে এমন এমন খিদমত নিবেন যা বড় বড় ইলমের অধিকারীদের কাছেও নিবেন না ইনশাআল্লাহ। এজন্য চিন্তাশক্তি শাণিত করুন। চিন্তায় সীমাবদ্ধতা আনুন। যদিও একদিনেই আপনি চিন্তাবীদ হয়ে যাবেন না। কারণ এটা চর্চার বিষয়। একটি ছোট শিশু যেমন ধীরে ধীরে, হোঁচট খেয়ে হাঁটতে শিখে, তেমনই আপনি এক পা দু' পা করে চিন্তা করতে শিখবেন।

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন যে, আপনি যখন দ্বীনের রাস্তায় চলেই এসেছেন; তখন আপনার পথচলাও এই রাস্তাতেই শেষ হবে। যতটুকু শক্তি আছে তা এই পথেই ব্যয় হবে। কখনোই দ্বিমুখী বা বহুমুখী হওয়া যাবে না। আপনার ফোকাস একটিই থাকবে, ইলমে দ্বীনে গভীর পাণ্ডিত্য। এই একটি ফোকাসের ওপর যদি আপনি সারা জীবন অতিবাহিত করে দেন, এমনকি আপনাকে আরো কয়েকটি জীবন দেয়া হয় এবং সেগুলোও যদি অতিবাহিত করেন তবুও আপনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন কি-না আমাদের জানা নেই। তাহ'লে আপনি এই ছোট্ট জীবনের ভঙ্গুর পড়াশোনা নিয়ে কয়েকটি লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছাবেন! এজন্য জীবনে বহুমুখী হওয়া ভুল সিদ্ধান্ত। এই পথে আপনি সব পেতে গিয়ে সব হারাবেন। সুতরাং একক লক্ষ্যে অবিচল থাকুন। বিশ্বাস রাখুন, সাফল্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে।

সময়ের গুরুত্ব : প্রিয় ভাই! আপনারা এমন এক স্থানে অবস্থান করছেন যেখান থেকে আপনার কর্মজীবন শুরু হবে। এই সময়টা কখনোই খেল-তামাশায় শেষ করার সময় নয়। রাতভর ফেসবুক চালানো আর রিলসে মজে থাকার সময় নয়। হ'তে পারে আপনি ফেসবুকে অনেক জনসচেতনামূলক এ্যাকটিভিটি রাখেন। তবে আপনার জন্য এটা সংস্কারের সময় নয়। এখন আপনার নিজেকে সংস্কার করার সময়। রসদ জমা করার সময়। যখন আপনার কাঁধে সংস্কারের দায়িত্ব চলে আসবে তখন আপনি দু'চোখে শুধু কাজ আর কাজ দেখবেন। তখন যদি রসদ ফুরিয়ে যায় তবে তা নতুনভাবে জমা করার সুযোগ থাকবে না। আপনি বুঝতে পারবেন, সময়ের দাম কত!

প্রিয় ভাই! একজন মানুষ কখনোই শতভাগ নিখুঁত হয় না। কর্মজীবনে যখন ব্যস্ততা ঠেলে সামনে যাবেন তখন দেখবেন, দুনিয়া শতভাগ নিখুঁত মানুষ চায়। আপনার অনেক গুণ থাকার পরেও ছোট ছোট ঘাটতি নিয়ে সমালোচনা হবে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আপনার বিভিন্ন অজ্ঞতাগুলো বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে। আপনি যখন সংস্কারের কথা বলবেন তখন আপনার দুর্বলতাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামনে আনা হবে। তখন আপনি সময়ের জন্য আফসোস করবেন। তবে সে সময়ের জন্য নয় যেগুলো আপনি শৈশবে নষ্ট করেছেন। কারণ তখন চাইলেও আপনি এই স্কিলগুলো অর্জন করতে পারতেন না। আপনি আফসোস করবেন সেই সময়ের জন্য যা আপনি স্কিল অর্জনে যোগ্য হওয়ার পরে নষ্ট করেছেন। অর্থাৎ ছানাবিয়াহ ও দাওরার বছরগুলো।

আপনার মনে হবে, আপনি এই সময়ে চাইলেই নিজেকে আরেকটু সমৃদ্ধ করতে পারতেন। তবে তখন আর এই আফসোসগুলো কোন কাজে আসবে না। কারণ ব্যস্ততা আপনাকে এমনভাবে গ্রাস করবে যে, রাতে বিছানায় যাওয়ার পূর্বে মন খারাপ করে আফসোস করার সময়টুকুও আপনার হবে না। মনে রাখবেন, দুনিয়ার বুকে অনেক দামি বস্তু রয়েছে। সোনা-দানা, জায়গা-জমি রয়েছে। এগুলোর দাম কখনো কমে-বাড়ে। তবে সময়ের দাম কমে-বাড়ে না। সময় সর্বদা অমূল্য। সুতরাং সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আরো বেশী যোগ্য করে গড়ে তুলুন। ছাত্রজীবনেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনকে সাজিয়ে নিন। সবসময় মনে রাখবেন, পুরো একটি জাতি আপনার যোগ্য হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

কবিতা

আহলেহাদীছ

-যাকারিয়া
ফুলবাড়িয়া, জগতি, কুষ্টিয়া

আহলেহাদীছ নয় যে ফের্কা, নয় কোন মতবাদ,
ইহাই সত্য-সরল পন্থা, বাতিলের প্রতিবাদ।
আহলেহাদীছ মধ্যপন্থী, আক্বীদায় আপোষহীন,
দীনের দাওয়াতে নম্র-ভদ্র, বিজয়ী সে চিরদিন।
যুগে যুগে যবে আঘাত এসেছে, দ্বীনের ভিত্তিমূলে,
এরাই দ্বীনের পতাকা আগে, উচ্চে ধরেছে তুলে।
ফেরেশতাকুল পাহারায় রত, আসমানের ঐ দ্বার,
আহলেহাদীছ বিশ্বে তেমন, দ্বীনের পাহারাদার।
বুকে লয়ে শত কষ্ট-আঘাত, ঈমান হয়নি ম্লান,
ইতিহাস সাক্ষী দ্বীনের স্বার্থে, বিলিয়েছে তারা প্রাণ।
সত্যিকারের আহলেহাদীছ, দোজাহানে লাভবান,
তাই তারা কভূ পরওয়া করে না, বাতিলের অপমান।
দো'আ করি আমি রবের সমীপে, ওহে দয়াময়!
মোর ইহকাল-পরকাল যেন, তাদেরই সাথে হয়।

বিসর্জন

-এস এম ইউসুফ

হিন্দুর পূজা দেখতে গেছে মুসলমানের ছেলে,
দুর্গার নামে বলি দিয়ে ভাজল ছওয়াব তেলে।
মহালয়ায় গান ধরেছে, নাচতে গেলা ক্যানে?
কিসের টানে যাও ওখানে? টানছে দেবী বাণে?
অঞ্জলি আর চণ্ডীপাঠে মজে থাকো তুমি,
ডাকছে তোমায় দুর্গা দেবী, করো চরণ-চুমি।
ধূপ-ধুনাতে প্রণাম ঠুকে দেবীর নামে সঁপো,
অন্তমিলের ছন্দ দিয়ে রোজা-পূজা মাপো।
কুরবানিতে ডেকো ওদের, আসা তাদের হারাম,
ওদের পূজায় যাও কেন ভাই, এত কিসের আরাম?
ঢাকের সুরে ডাকে বুঝি আযান তবে বেসুর?
মেলায় খেলে মুড়ি মুড়কি হবে অশেষ কসুর।
ছালাত ছিয়াম কোথায় তোমার, মূর্তি পূজা কর!
জোর গলায় আবার বল, আল্লাহ সবার বড়।

শান্তি

-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল ক্বাদের
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

শান্তি তো সকলেই খুঁজে এ ভবে,
কিন্তু তা জুটে ক'জনার নসিবে?
হারামে যদি খুঁজ শান্তির দিশা,
পাবেনা তা, তবে কেন কর মিছে আশা?
সূদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি যুলুমের মাঝে,
শান্তি ও সুখ নেই, ক'জনেবা বোঝে?
সমাজে যার যতো বেশি আছে ধন,
ঠিক ততটাই তার অশান্ত মন।
সংসার চলে না, চায় আরো বেশি,
অথচ ইমাম ছাহেব বেশ হাসিখুশী।
চাও যদি শান্তি ও সুখের নূর,
অসহায়ের কর দুর্দশা দূর।
চাও যদি থাকতে শান্তি ও সুখে,
শুকরিয়া আল্লাহ্‌র রাখ সদা মুখে।
অল্পে তুষ্ট থাক সদা অন্তরে,
দেখবে শান্তি ফিরে এসেছে ঘরে।

সূরা মুতাফফেফীন-এর শিক্ষা

-মাহফূয আরীফ
বড়গাছী, পবা, রাজশাহী

দুর্ভোগ, ওযনে কমকারীদের জন্য,
নেওয়ার সময় চায় পূর্ণ হিসাব,
দেওয়ার বেলায় দেয় মাপে অপূর্ণ।
ভুলে যায় তারা পুনরুত্থিত হবে,
রবের সামনে হিসাবে দাঁড়াবে।
দুর্ভোগ সেদিন দুর্ভাগাদের জন্য,
হাশরকে যারা করে মিথ্যা নগন্য।
তাদের নাম রবে সিজ্জীনে লেখা,
পাপীরা তো পাবে না রবের দেখা।
জান্নাতে থাকবে নেককারগণ,
প্রফুল্লতায় ভরে থাকবে দু'নয়ন।
পান করানো হবে সেই পেয়ালা,
তাসনীম শরবতে হবে সিক্ত গলা।
সতর্ক হও তাই প্রতি পদে পদে,
মাপে-ওযনে ন্যায় কর সম্পদে।
আল্লাহ্‌র ভয় রাখো হৃদয়ের কোণে,
বিচার দিবস রেখ সদা স্মরণে।

অবরুদ্ধ যামানার গান

-মুবাশ্‌শির সা'দ, রাজশাহী।

অবরুদ্ধ যামানায় আমাদের বাস,
স্বাধীনতা রোজ যেথা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
এই পৃথিবীর হর্তাকর্তা শাসকেরা,
মানুষের মুখ ঠেসে ধরে দেয় পাড়া।
কত প্রাণ গর্জে ওঠে রোধের প্রত্যয়ে,
লাশ পড়ে রাজপথে বুলেটের জয়ে।
ওরা নিজের ভোগ বিলাসের হুশে,
পৃথিবীর সবটুকু খেয়ে নেয় শুষে।
আজ যদি কেউ রুখে ওঠে প্রতি প্রতিবাদে,
কণ্ঠ থামায় ওরা চৌদ্দশিকের বাধে।
পুরো পৃথিবীর সামষ্টিক প্রতিরোধে,
অনল জ্বালাতে হবে স্বৈর-মসনদে।
ন্যায়ের ঝাণ্ডাতলে বাঁচতে চাও যদি,
যুলুম মুক্ত কর আগে পৃথিবীর গদি।

স্বদেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ২৫০ নতুন ক্যাম্প চায় সেনাবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রামে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভারতীয় মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো, যার পুরোভাগে রয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণের নাটক সাজিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি, ব্যাপক চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং সশস্ত্র হামলার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনটি পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ২৫০টি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন অপরিহার্য বলে মনে করছেন সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

গোয়েন্দা তথ্যমতে, পাহাড়ের সশস্ত্র গ্রুপগুলো গত এক বছরে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করেছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান থেকে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কৃষক, পরিবহন সহ বিভিন্ন খাতকে যিম্মী করে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, ইউপিডিএফের নৃশংসতার শিকার সাধারণ পাহাড়ী এবং বাঙালীরাও। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত গোষ্ঠীটি ৩৩২ জনকে অপহরণ করেছে, যাদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীও রয়েছেন। একই সময়ে তাদের হাতে ৮৯ জন নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে সেনাবাহিনীর ১৬ জন সদস্যও রয়েছেন। রাঙামাটির একজন জোন কমাণ্ডার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বলেন, 'ভারতের মিজোরামে ইউপিডিএফের অন্তত ছয়টি ক্যাম্প সক্রিয় রয়েছে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। সীমান্তজুড়ে সেনা ক্যাম্প না বাড়ালে এই অনুপ্রবেশ ঠেকানো অসম্ভব'।

বর্তমানে তিন পার্বত্য যেলায় ২১০টি সেনা ক্যাম্প থাকলেও ভৌগোলিক জটিলতার কারণে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. শহীদুয্যামান বলেন, 'ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা থেকে সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ দেশের জন্য বড় শঙ্কার কারণ। সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় কার্যকর নযরদারী ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনের জন্য আড়াইশ নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন এখন সময়ের দাবী'।

[১৯৯৭ সালে সন্ত্রাসী নেতা সন্তু লারমার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথিত শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য যেলাগুলি থেকে অধিকাংশ সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। এই সুযোগে ভারতীয়রা তাদের তৎপরতা বাড়ায়। বর্তমানে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে পুনরায় সেনাক্যাম্প স্থাপন করা অতীব যরূরী। আমরা সেনাবাহিনীর এই দাবীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত। পার্বত্য এলাকার অবস্থা বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. সম্পাদকীয় 'বিজয়ের মাস ও পার্বত্য চুক্তি' ডিসেম্বর ১৯৯৭ (দিগদর্শন-১ বই); 'দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষা করুন' সেপ্টেম্বর ২০১১; 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পর' এপ্রিল ২০১৮ (স.স.)]

ভালো কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন যেখানে মিলছে ৪ হাযার মানুষের খাবার

চেয়ার নেই টেবিল নেই আছে বিশাল হৃদয়, বাহারি কোন সজ্জা না থাকলেও আছে অবারিত ফুটপাত, আছে মাথার ওপর খোলা আকাশ। বলা হচ্ছে ভালো কাজের হোটেলের কথা। রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রামের ১৪টি স্থানে চলছে ভালো কাজের হোটেলের কার্যক্রম। একটি ভালো কাজের বিনিময়ে দুপুর এবং রাতের খাবার খেতে জড়ো হচ্ছে হাযার হাযার মানুষ। এই হোটেলে খাবার খেতে হ'লে দিতে হবে না কোন টাকা। কিন্তু অন্তত একটি ভালো কাজ করতে হবে। ২০১৯ সালে রাজধানীর কমলাপুরে চালু হয় এই ভালো কাজের হোটেল।

এমনই একজন দিনমজুর মন্টু মিয়া। তার মতো আরও অনেকেই এসেছেন মগবাজার শাখায় ভালো কাজের বিনিময়ে খাবার খেতে। মন্টু মিয়া বলেন, 'আজকে দু'টা ভালো কাজ করছি। কারওয়ান বাজারে একজন অন্ধ লোককে রাস্তা পার করে দিয়েছি। আর সকালবেলা একজন বৃদ্ধ মানুষকে বাজারে সাহায্য করেছি। এখন আসছি দুপুরের খাবার খেতে। ভালো কাজ করলেই এরা খেতে দেয়'।

নির্দিষ্ট জায়গায় ফুটপাতে দেয়ালে লাল রঙে বড় করে লেখা ভালো কাজের হোটেল। এর সামনেই খোলা আকাশের নিচে একটি করে ভালো কাজের বিনিময়ে অসহায় দুস্থ পথচারী দিনমজুরের মাঝে খাবার বিতরণ করে আসছে একদল তরুণ উদ্যোক্তা। মগবাজার শাখার সিনিয়র ভলেন্টিয়ার রুবেল আহমাদ জানালেন এখন তাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাযার। যারা প্রতিদিন ১০ টাকা করে দিচ্ছেন একটি ভালো কাজের বিনিময়ে অভুক্ত মানুষের খাবারের জন্য। তিনি বলেন, মূলত এখানে যারা খেতে আসেন তারা তো আসলে অন্যের উপকার করার সামর্থ্য রাখেন না। তারপরও আমরা দেখেছি তারা চেষ্টা করেন একটি করে ভালো কাজ করার, কাউকে সাহায্য করার। যদি কেউ কোন ভালো কাজ করতে না পারে তাকে আমরা অনুপ্রাণিত করি পরবর্তীতে যেন তিনি একটি ভালো কাজ করতে পারেন।

খাবার হিসাবে তিন দিন থাকে খিচুড়ি। তিন দিন সাদা ভাত। শুক্রবার বিরিয়ানীর ব্যবস্থা থাকে। সবচেয়ে আনন্দ ও ভালো লাগার ব্যাপার হ'ল, সারা দিন পরিশ্রমের পরে, যখন আমাদের দেওয়া খাবার তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর মানুষের মুখে হাসি দেখি, তখন খুশিতে আমাদেরও মন ভরে যায়।

[তাদের এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। মানুষকে খুশী করার সাথে সাথে আল্লাহকে খুশী করা এই তরুণদের লক্ষ্য হৌক এবং অন্যেরা উদ্বুদ্ধ হৌক, এটাই কামনা করি (স.স.)]

বিরল জিনগত রোগ স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি : ওষুধের দাম ২২ কোটি টাকা

রাইয়ান দু'বছর বয়সে খবরের শিরোনাম হয়েছিল একটি ওষুধ নেওয়ার কারণে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটালে ২০২২ সালে রাইয়ানের শরীরে ওষুধটি ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি নোভার্টিসের এই ওষুধ কিনতে চাইলে ২২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। তবে রাইয়ান ওষুটি পেয়েছিল লটারিতে। ২০২০ সালে রাইয়ানের জন্ম। রাইয়ানের মা ও দাদি খেয়াল করেন শিশুটি কিছুটা অস্বাভাবিক। হাত-পা খুবই নরম, পেশি বলে কিছুই নেই। তারপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শনাক্ত হয় তার স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি বা এসএমএ নামের বিরল এই রোগ।

চিকিৎসক ও তার পিতা-মাতা জানিয়েছেন, জিন থেরাপি পাওয়ার পর শিশুটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং নিয়মিত উন্নতি হচ্ছে। হাত-পা শক্ত হচ্ছে। সে এখন বসতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর জিনগত ত্রুটি দূর হ'তে থাকবে, ও স্বাভাবিক হবে ইনশাআল্লাহ।

নোভার্টিস সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের আরও একটি শিশু এই ওষুধটি পেয়েছে। শিশুটির বাবা একজন সরকারী কর্মকর্তা। তিনি ওষুধটি সমঝোতা মূল্যে কিনেছেন। এই সমঝোতায় সহায়তা করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস অ্যাণ্ড হসপিটাল।

[আল্লাহ যেন কাউকে এইরূপ কঠিন রোগ না দেন, সেই দো'আ করি (স.স.)]

অনলাইনে এক ক্লিকে যামিন আদেশ যাবে কারাগারে : আইন উপদেষ্টা

কারাগারে থাকা বন্দীদের যামিন পাওয়ার পরও আদেশ না পৌঁছানোয় বিভিন্ন সময়ে দুর্ভোগে পড়তে হয়। এ নিয়ে সুখবর দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, আদালত থেকে যামিন পাওয়ার পর আসামিকে ১২টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এর কোন কোন ধাপে টাকাও খরচ করতে হয়। সব ধাপে হয়রানির শিকার হ'তে হয়। তাই এসব নিরসনে অনলাইনে যামিননামা পাঠানো হবে। এর ফলে যামিন পাওয়ার পর এক ক্লিকে যামিননামা সংশ্লিষ্ট কারাগারে চলে যাবে। গত ১৪ই অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা নিজস্ব খরচে আইন মন্ত্রণালয় থেকে এরূপ অনেকগুলো সংস্কার করেছি। বিশ্বাস করেন আমাদের সরকারের অনেক টাকা। আমার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ১৬শ' কোটি টাকা আছে। আমাদের আইজিআর অফিসে ১৫শ' কোটি টাকা আছে। এগুলো কেউ খেয়াল করে না। আমরা নিজের টাকা নিজে ব্যবহার করে অনেক ভালো কাজ করতে পারি।

এক প্রশ্নের উত্তরে আইন উপদেষ্টা বলেন, বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই হবে। বিচার বিভাগ পৃথক সচিবালয় আইন, গুমের আইন, দুদক আইন, হিউম্যান রাইট্স আইন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

[আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের এর শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ যেন তাদেরকে এগুলি বাস্তবায়নের সুযোগ দান করেন (স.স.)।

বিদেশ

ঘুষ গ্রহণের দায়ে চীনের সাবেক মন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড

ঘুষ গ্রহণের দায়ে চীনের সাবেক কৃষিমন্ত্রী তাং রেনজিয়ানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। সম্প্রতি দেশটির জিলিন প্রদেশের একটি আদালত এই রায় ঘোষণা করেছে।

রায়ে বলা হয়, তাং রেনজিয়ান ২০০৭ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পদে থাকাকালীন নগদ অর্থ ও সম্পত্তি মিলিয়ে মোট ২৬ কোটি ৮০ লাখ ইউয়ান বা সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ করেছেন।

চীনের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি তাংকে দল থেকে বহিষ্কার করে গত বছরের নভেম্বরে। এর ছয় মাস আগে তিনি দুর্নীতিবিরোধী নযরদারী সংস্থার তদন্তের আওতায় আসেন এবং অপসারিত হন সকল পদ থেকে।

এদিকে দ্রুতগতিতে তদন্ত শেষ করা হয় দেশটির সাবেক কৃষিমন্ত্রী তাংয়ের বিরুদ্ধে। এর আগে, একই ধরনের অভিযোগের তদন্ত শুরু হয় দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শ্যাংফু এবং তার পূর্বসূরী ওয়েই ফেংহের বিরুদ্ধেও।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০২০ সাল থেকে দেশটির নিরাপত্তা সংস্থাগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। দেশটির পুলিশ, প্রসিকিউটর এবং বিচারকরা যেন 'সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য' হন, সেটি নিশ্চিত করাই এই অভিযানের লক্ষ্য। চলতি বছরের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছিলেন, দুর্নীতি সবচেয়ে বড় হুমকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য এবং এখনো বেড়েই চলেছে দুর্নীতি।

[কমিউনিস্ট চীনে যদি এইরূপ শুদ্ধি অভিযান সম্ভব হয়, তাহ'লে বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে এইরূপ কেন সম্ভব হয় না? আল্লাহ আমাদের দেশকে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন উপহার দিন (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী ও দীর্ঘ ৩৪ বছরের হজ্জের খতীব শায়েখ আব্দুল আযীয আলে-শেখ এর মৃত্যু

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী ও সিনিয়র স্কলারস কাউন্সিল বা হাইআতু কিবারিল ওলামা-এর প্রধান শায়েখ আব্দুল আযীয আল-শেখ মারা গেছেন। গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর রিয়াদে ৮২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়েখ বিন বায (রহ.)-এর মৃত্যুর পর সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু উক্ত পদে আসীন থাকেন।

১৯৮২ সালে তিনি আরাফা ময়দানের ঐতিহাসিক নামিরাহ মসজিদে ইমাম ও ধর্ম উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ২০১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর সেখান থেকে হজ্জের খুৎবা পাঠ করেছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই কুরআন হিফয করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯৬৫ সালে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ও ইসলামী শরী'আর উপর স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতা করেন। এর পাশাপাশি তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মসজিদের খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করন।

১৯৮৭ সালে তিনি হাইআতু কিবারিল ওলামা-এর সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ সালে তিনি সঊদী আরবের ডেপুটি গ্রাণ্ড মুফতী পদে নিয়োগ পান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাবে?

বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI খুব শীঘ্রই মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'সিঙ্গুলারিটি'। এটা এমন একটি মুহূর্ত যখন যন্ত্র মানুষের চেয়েও দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হবে। পূর্বে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এই ঘটনা ২০৬০ সালের আগে ঘটবে না, কিন্তু AI-এর অভাবনীয় উন্নতির কারণে এখন অনেকেই মনে করছেন যে এটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটতে পারে। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'এআইমাল্টিপল'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রযুক্তিগত সিঙ্গুলারিটি হ'ল এমন একটি পর্যায় যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং নিজেই নিজের উন্নতি ঘটাতে শুরু করবে। এর ফলে যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা মানুষের সম্মিলিত জ্ঞানকে অতিক্রম করে যাবে।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, অ্যানথ্রপিক-এর সিইও দারিও আমোদি-র মতে, ২০২৬ সালের মধ্যেই সিঙ্গুলারিটি ঘটতে পারে। তখন AI নোবেল বিজয়ী মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে ১০ থেকে ১০০ গুণ দ্রুত কাজ করবে।

জেনারেটিভ AI-এর দ্রুত অগ্রগতি এই পূর্বাভাসকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। বর্তমানে শীর্ষ AI মডেলগুলোর সক্ষমতা প্রতি সাত মাসে দ্বিগুণ হচ্ছে। এই ধারা চলতে থাকলে, যন্ত্রের 'বুদ্ধিমত্তার বিস্ফোরণ' ঘটার আশঙ্কা অমূলক নয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ৩০শে আগস্ট শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০২৫-২০২৭ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়ন দানের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ও ২২(৪) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী ৪৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১. নওগাঁ ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও অধ্যাপক শহীদুল আলমকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. চুয়াডাঙ্গা ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ছানোয়ার হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র সাবেক কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ খালিদুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন কিশোরীনগর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ মুহসিন আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. রাজশাহী-পশ্চিম ১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. কিশোরগঞ্জ ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মহিনন্দ গালিমগাযী দারুস সালাম সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক এস. এম. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় প্রফেসর এস. এম নূরুল ইসলাম সরকারকে সভাপতি এবং মাসঊদ শিকদার ও মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. পাবনা ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন নূরপুর 'ক' গ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলী শাহান মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ আলী শাহানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূসকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. রাজশাহী-সদর ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কাশিয়াডাঙ্গা থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও মুস্তাক্বীম আহমাদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. বগুড়া ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ মশীউর রহমান বেলালকে সভাপতি ও হাফেয মীযানুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. রাজশাহী-পূর্ব ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ মারকাযী জামে মসজিদের ২য় তলায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভায় মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০.নাটোর ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার সদর থানাধীন শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলার সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও

যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ আব্দুল বারী মোল্লাকে সভাপতি ও আব্দুল খালেককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১.সিরাজগঞ্জ ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কামারখন্দ থানাধীন রায়দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ মুর্তাযাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২.জামালপুর-উত্তর ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মাওলানা মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরাফত আলীকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩.জামালপুর-দক্ষিণ ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন দিগপাইত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি ও মাওলানা ক্বামারুযযামানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪.ময়মনসিংহ-উত্তর ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫.সাতক্ষীরা ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভায় মাওলানা আলতাফ হোসাইনকে সভাপতি ও অধ্যাপক মুফলেহুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬.চট্টগ্রাম ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপেক্সে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদীকে সভাপতি ও আরজু হোসাইন ছাব্বীরকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭.নীলফামারী-পশ্চিম ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় ডা. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮.ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ত্রিশাল থানাধীন সাউথকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মাওলানা শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ফযলুল হককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯.রংপুর-পূর্ব ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা থানাধীন দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পূনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা যিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় যিলুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এনামুল হককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. রংপুর-পশ্চিম ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ আব্দুল করীমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১.নীলফামারী-পূর্ব ২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জলঢাকা থানাধীন শৈলমারী আদর্শ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় ডা. মুহাম্মাদ মুতীউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. মেহেরপুর ২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংণী থানাধীন উত্তর শালিকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সভায় মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানকে সভাপতি ও মাস্টার মুহাম্মাদ আব্দুল বাকীকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. হবিগঞ্জ ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার লাখাই থানাধীন লাখাই বটতলা বাজারস্থ ওয়াক্তিয়া আহলেহাদীছ মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা এ. কে. এম জা'ফর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মাওলানা এ.কে.এম. জাফর আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪.নরসিংদী ২৪শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভায় কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. বাগেরহাট ২৪শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মনোয়ার হোসাইন মাস্টারকে সভাপতি ও অধ্যাপক রবীউল ইসলাম সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. সুনামগঞ্জ ২৪শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন নিসর্গ হাসান নগর মসজিদ গোরাবায়ে আহলেহাদীছে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আবু আব্দুল্লাহ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় আবু আব্দুল্লাহ আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইব্রাহীমকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. গাযীপুর-দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম। সভায় মাওলানা আব্দুল হান্নানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. সিলেট-উত্তর ও দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সিলেট মহানগরীর শাহী ঈদগাহ পার্শ্ববর্তী হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট-উত্তর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুল কাবীরকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট-উত্তর যেলা কমিটি এবং জাবের আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শামসুল আলমকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

২৯.খুলনা-উত্তর ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার তেরখাদা থানাধীন কুমিরডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা লিয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা লিয়াকত আলী খানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আল-আমীনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

৩০. খুলনা-দক্ষিণ ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুলনা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১.ঝিনাইদহ ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। সভায় মুহাম্মাদ আব্দুল আযীযকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. ফরিদপুর ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলা

শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড হোয়াইট হাউস হোটেলের ৬ষ্ঠ তলা হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। সভায় দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. মৌলভীবাজার ২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন মসজিদুত তাওহীদ-এ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মুহাম্মাদ ছাদেকুন নূরকে সভাপতি ও আবু মুহাম্মাদ সোহেলকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. কুমিল্লা ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপেক্স মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা জামীলুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একইসাথে 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুদাউদের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভায় মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযা চৌধুরীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. গাইবান্ধা-পশ্চিম ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় ডা. মুহাম্মাদ আওনুল মা'বূদকে সভাপতি ও মাওলানা হায়দার আলীকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. গোপালগঞ্জ ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন কাঠিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীকে সভাপতি ও হাফেয লায়েকুয্যামান শিকদারকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ছালাতুল খুছূফ আদায়

৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ এশা রাত সাড়ে ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ মারকাযী জামে মসজিদে ছালাতুল খুছূফ বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায় করা হয়। উক্ত ছালাতে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে ইমামতি করেন মারকাযের মক্তব ও হিফয বিভাগের সহ-পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির অতঃপর ছালাত পরবর্তী উক্ত ছালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। একইসাথে পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে ইমামতি করেন মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয ওবায়দুল্লাহ এবং ছালাত পরবর্তী খুৎবা প্রদান করেন মারকাযের মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় যে সকল সাংগঠনিক যেলায় উক্ত ছালাত আদায় করা হয় সেগুলো হ'ল : (১) চট্টগ্রাম যেলার পতেঙ্গা থানাধীন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (২) জয়পুরহাট যেলার সদর থানাধীন কোমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৩) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার খিলগাঁও থানাধীন আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৪) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সদর থানাধীন স্টেশন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বিরামপুর থানা সদর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নবাবগঞ্জ থানার পাঠানগঞ্জ আংটিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সড়ক পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৫) দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা শহরে রেল স্টেশন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বিরল থানার বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও কাযী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, চিরির বন্দর থানার আন্দারমুহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, খানসামা থানার টংগুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কাহারোল থানা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বোচাগঞ্জ থানার মোবারকপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও খাতৈল জংলীপীর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৬) পাবনা যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন আস-সুন্নাহ ওয়াত তাওহীদ জামে মসজিদ (৭) রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার তানোর থানাধীন তাঁতীহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৮) লালমণিরহাট যেলার সদর থানাধীন বনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (৯) সাতক্ষীরা যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মারকায মসজিদ (১০) সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন কানসোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রভৃতি।

প্রশিক্ষণ

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার : অদ্য শুক্রবার বাদ আছর যেলার জলঢাকা থানাধীন আদর্শ বাজার বায়তুল ক্বাদীম সালাফিয়্যাহ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও সূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামিদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার

সভাপতি ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সবুজ, যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মদ আশরাফ আলী, জলঢাকা উপযেলা সভাপতি মাওলানা মনোয়ার হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ রায়হান বিন আব্দুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধরণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল জলীল।

৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন পিয়ারপুর উচ্চবিদ্যালয়ের হলরুমে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রঊফ, দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান প্রমুখ। অন্যান্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কাসেম, সহ-সভাপতি কামাল হোসাইন ও আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

মাসিক ইজতেমা

৩রা অক্টোবর শুক্রবার নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা সোনামণির সহ-পরিচালক আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা যেলা সোনামণির পরিচালক রেযাউল ইসলাম।

ঢাকায় ব্যতিক্রমধর্মী দাওয়াতী সফর

২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকা : অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ৩১টি মসজিদে জুম'আর খুৎবাসহ মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দাওয়াতী সফরে রাজধানী শহরের গৌড়নগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, ত্রিমোহনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ভাইগদিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, হাজী রুস্তম আলী মাস্টার জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, একই দিন সকাল ৯-টা থেকে এশা পর্যন্ত উক্ত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলার খিলগাঁও থানাধীন ত্রিমোহনী হাজী রুস্তম আলী মাস্টার জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ পর্যায়ক্রমে বক্তব্য পেশ করেন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

১০ই অক্টোবর শুক্রবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে '২৩তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, খুলনা মেডিকেল কলেজের নিউরোসার্জারী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন আলী ফরাযী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এ কথা ভালভাবে জানার জন্যই এ বিষয়ের উপর আমার পি-এইচ. ডি থিসিস। তাই আমি দু'বার আহলেহাদীছ হয়েছি। একবার জন্মগত, আরেকবার থিসিস করার পর। আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত আহলেহাদীছ হিসাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। এজন্যই আমরা সোনামণি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যার মাধ্যমে এখন শিশু-কিশোরদের আক্বীদা ও আমল সংশোধন হচ্ছে। এ রকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে প্রকৃত মানুষে পরিণত হ'তে উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি বলেন, আমরা এগুলি করি ৩টি কারণে। (১) আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা। যেন হঠকারী বান্দারা বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি। (২) আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র ওযর পেশ করা। (৩) এমন একটি সমাজ কায়েম করা, যেখানে আল্লাহ্র কালেমা উন্নত থাকবে এবং কুফরীর কালেমা অবনমিত থাকবে। জানা আবশ্যক যে, আমাদের উপর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ফরয। দ্বীনকে বিজয়ী করা ফরয নয়।

সবশেষে তিনি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. জুবায়ের ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা

ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে ২৭টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি সদস্য অংশগ্রহণ করে। সোনামণি বালিকা সদস্যরা ও তাদের অভিভাবিকাগণ মারকাযের বালিকা শাখায় অবস্থান করেন ও সেখানেই তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনের পুরা অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বালিকা শাখায় সম্প্রচার করা হয়।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) এবং জাগরণী পরিবেশন করে মীর আহমাদ (যশোর)। সম্মেলনে ১জন যুবসংঘ সদস্য সহ 'সোনামণি' মারকায শাখার ১৯ জন সদস্য মিলে 'ইসলামী চেতনা' এবং 'শান্তি ও ন্যায়ের পথ, গণতন্ত্র নয় ইসলামী খেলাফত' বিষয়ে পরপর দু'টি মনোজ্ঞ ও শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ৩৪৪ জন বালক ও ২৩২ জন বালিকাসহ ৫৭৬ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫১ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১ম স্থান অধিকারীকে নগদ ৩০০০ টাকা, ২য় অধিকারীকে ২৫০০ টাকা ও ৩য় অধিকারীকে ২০০০ টাকার পাশাপাশি ক্রেস্ট, স্কেল, পেনবক্স, বার্ষিক সোনামণি ক্যালেণ্ডার, চাবির রিং ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

গ্রুপ-ক : ১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন (সূরা যোহা, তীন, ক্বারে'আহ, কাফেরূন ও ইখলাছ)।

বালক : ১ম : মুদ্দাছছিরুল ইসলাম (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ নাহনুর রহমান (মানিকহার হিফযুল কুরআন মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ শো'আইব মিয়াঁ (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : নাফীসা তাবাসসুম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : মুসাম্মাৎ সুমনা আখতার (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : নাদিয়া ইসলাম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন (বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪, লোকমান ১২-১৯, আহযাব ২১, হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৬ আয়াত)।

বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : আব্দুল্লাহ নো'মান (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ৩য় : রিযওয়ান সরকার (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : সা'দিয়া সুলতানা শিফা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : যুবাইদা ফারীহা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ৩য় : মুসাম্মাৎ রিফা আখতার (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া)।

গ্রুপ-ক : ৩. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (কেন্দ্র প্রদত্ত ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : আব্দুল আহাদ (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : ইব্রাহীম (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা), ৩য় : মুহাম্মাদ যাকারিয়া (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : সিদরাতুল মুনতাহা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : মুবাশশিরা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : মাহমূদা খাতুন (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ৪. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (কেন্দ্র প্রদত্ত ২০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মু'আয (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ তাহমীদুল ইসলাম শাকীল (এরাবিয়ান মডেল মালতিনগর মাদ্রাসা, বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ ইমরান (কোলারবাড়ী এএসএম দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা)।

বালিকা : ১ম : আনিকা তাসনীম ((নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : নুসাইবা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : ফাতেমা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-ক : ৫. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মীর আহমাদ (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : শিবলী নো'মান (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ৩য় : মুবাশশির তাসিন (আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, শাসনগাছা, কুমিল্লা)।

গ্রুপ-খ : ৬. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, চারঘাট, রাজশাহী), ২য় : আহমাদ আব্দুল্লাহ ফাহীম (দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ রাযু আহমাদ (দারুস সালাম সালাফী মাদ্রাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর)।

গ্রুপ-ক : ৭. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : সাখাওয়াত (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ তাহমীদ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আরামনগর, জয়পুরহাট) ৩য় : আব্দুল্লাহ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, মোহনপুর, রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : হাবীবা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ২য় : সুরাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : হাফছাহ (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ : ৮. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : হুযায়ফা (একলারামপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়াহ আরাবিইয়াহ, তিতাস, কুমিল্লা), ২য় : ফরহাদুল ইসলাম (বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা, বগুড়া), ৩য় : আব্দুল্লাহ আল-মাহিম (মৌলভীপাড়া দারুস সালাম ক্বওমী মাদ্রাসা, পঞ্চগড়)।

বালিকা : ১ম : মুবাশশিরা তাসনীম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : সুমাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : রুবাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া)।

গ্রুপ-গ : ৯. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ (তাজদীদ ক্যাডেট একাডেমী, গাযীপুর), ২য় : ছাফওয়ান যারীফ (আনন্দধারা বিদ্যাপীঠ, কুমিল্লা), ৩য় : আব্দুল্লাহ ছাবিত (নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা (খিরাইকান্দি মডেল একাডেমী, কুমিল্লা), ২য় : তাছফিয়া (মহব্বতপুর, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী), ৩য় : সানজীদা (ইটাহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)।

গ্রুপ-ঘ : ১০. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ ইমাম হাসান (টর্চ বিয়ার ইসলামিক স্কুল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর), ২য় : ফাহীম হাসান (কলারোয়া বেত্রবতী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা), ৩য় : আব্দুল্লাহ আল-মূসা (পাকুল্লা বহুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : পিতা জীবদ্দশায় তার বড় ছেলেকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে বড় ছেলের ছেলেকে ঐ সম্পদ দান করে গেছেন। বর্তমানে তিনি মৃত। এটা সঠিক হয়েছে কি? এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-শরীফুল ইসলাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : বড় ছেলেকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হয়নি। বরং এটি শরী'আতের মীরাছ বণ্টনের নীতিমালার লঙ্ঘন *(নিসা ৪/১২-১৩)*। এক্ষণে পিতা বড় ছেলের ছেলেকে সমপরিমাণ সম্পদ দান করে থাকলে কিছুটা দায়মুক্ত হয়েছেন পুরোপুরি নয়। কারণ বড় ছেলের অন্যান্য সন্তান বা স্ত্রী থাকলে সে সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় বড় ছেলের ছেলের কর্তব্য হবে দাদা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পিতার ওয়ারিছদের মাঝে শারঈ বিধান অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৬০)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : আগে আক্বীক্বার ক্ষেত্রে গোশত প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বন্টন করে দেয়া হ'ত। কিন্তু বর্তমানে মানুষকে দাওয়াত করে অনুষ্ঠান করে খাওয়ানো হচ্ছে। এটা শরী'আত সম্মত কি? যদি হয়ে থাকে তবে কোনটি উত্তম?

-ওমর ফারুক, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : কুরবানীর গোশতের ন্যায় আক্বীক্বার গোশতও তিনভাগ করা উত্তম *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৬৬)*। তবে কেউ যদি মনে করে পুরো গোশত রান্না করে নিজে ও আত্মীয়-স্বজন মিলে খাবে, তাতেও কোন দোষ নেই। ইবনু জুরাইজ বলেন, আক্বীক্বার গোশত রান্না করে নিজে খাবে, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াবে। এখান থেকে কোন কিছু ছাদাক্বা করার বাধ্যবাধকতা নেই *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৬৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৮/২১২)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : হজ্জের ইহরামের সময় আমি অধিক সতর্কতার জন্য অজ্ঞতাবশে আন্ডারওয়ার ব্যবহার করেছিলাম। হজ্জের কিছুদিন পর জানতে পারি যে এগুলো পরিধান নিষিদ্ধ। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-সাইফুর রহমান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ভুল করে হজ্জ বা ওমরা পালনকারী জাঙ্গিয়া পরে হজ্জ বা ওমরা সম্পাদন করে থাকলে তাকে কাফফারা বা কোন জরিমানা দিতে হবে না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/২৩৯)*। আল্লাহ বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধান করা যাবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় হজ্জ বা ওমরাযাত্রীকে পাঞ্জাবী, পায়জামা, পাগড়ি, চামড়ার মোযা ইত্যাদি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৬৭৮)*। এই নিষেধাজ্ঞা শুধু এসব জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি জুব্বা, গাউন, টুপি, কাপড়ের মোযা, তুব্বান বা আন্ডারওয়্যার এবং এ জাতীয় অন্যান্য পোষাককেও অন্তর্ভুক্ত করে' *(ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২০৫-২০৭)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : যারা কথা বলতে পারে না তারা কিভাবে বিবাহে ঈজাব কবুল করবে?

-তাসনীনুল ইসলাম, ডাবতলা, রাজশাহী।

উত্তর : যারা কথা বলতে পারে না, তারা বিবাহে ইশারার মাধ্যমে কবুল বলবে বা খাতায় লিখবে 'আমি ওমুককে স্ত্রী হিসাবে কবুল করলাম'। তবে যারা কথা বলতে পারে তাদেরকে অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করে কবুল বা এ জাতীয় শব্দ বলতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/৮৫-৮৭)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি দাবী করেন যে, তিনি জিনের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেন। একাজে তিনি কুরআনের কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেন। এক্ষণে এভাবে কথা বলা বা কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব বা জায়েয কি?

-আবুল কালাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : জিনের সাথে কথা বলা এবং তাদের মাধ্যমে কোন ভালো কাজ করিয়ে নেওয়া জায়েয। তবে হারাম এবং অশ্লীল কাজে তাদের সহযোগিতা নেওয়া বা তাদের বিশ্বাস করা জায়েয নয়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এর তিনটি অবস্থা। (১) হারাম কাজে সহযোগিতা : এমন কাজে জিনের সাহায্য নেয়া, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। যেমন শিরক করা, অশ্লীলতা বা গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া কিংবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যা মানব জ্ঞানের বাইরে। (২) জিনকে ব্যবহার করে এমন কাজে সহযোগিতা নেয়া যা শরী'আতে বৈধ : যেমন নিজের হারানো মাল ফিরিয়ে আনা, এমন কোন সম্পদ খুঁজে বের করা যার কোন নির্দিষ্ট মালিক নেই অথবা এমন কারো হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে। (৩) জিনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যে ব্যবহার করা : অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা আদেশ করেছেন তাই আদেশ করা এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বারণ করা। এটাই ছিল নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফদের অবস্থা। আর এরাই মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৮৭)*।

শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ জিনদের আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করে, যেমন তার কোন মুমিন জিন-সঙ্গী থাকে, যে তার কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করে এবং সেই জিনকে সে তার জাতির (অর্থাৎ অন্যান্য জিনদের) নিকট শরী'আতের বার্তা পৌঁছে দিতে ব্যবহার করে অথবা শরী'আতসম্মত কোন কাজে সহায়তা করতে ব্যবহার করে, তাহ'লে তা প্রশংসনীয় কাজ হিসাবে গণ্য হবে। এটি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান (দাওয়াত) প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ জিনেরা

তো নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসেছিল, তিনি তাদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন এবং তারা নিজ জাতির কাছে সতর্ককারী হয়ে ফিরে গিয়েছিল। জিনদের মধ্যেও সৎ লোক, ইবাদতগুযার, দুনিয়াবিমুখ এবং আলেম ব্যক্তি রয়েছে *(ফাতাওয়া শায়েখ ইবনু ওছায়মীন ফিল আক্বীদাহ ১/২৯০-২৯১)*। তবে শায়েখ বিন বায ও ছালেহ ফাওযানসহ কতিপয় বিদ্বান মনে করেন, জিনের কাছে কোন প্রকারের সহযোগিতা নেওয়া যাবে না। কারণ তাদের মধ্যে কারা সৎ এবং কারা অসৎ তা মানুষের পক্ষে যাচাই করা অসম্ভব *(আস-সিহরু ওয়াশ শঊযাতু ৮৬-৮৭ পৃ.; মাজাল্লাতুদ দা'ওয়াহ, সংখ্যা ১৬০২, রবীউল আউয়াল ১৪১৮ হি. ৩৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : ছালাত শেষে যদি দেখা যায় যে, পায়ের নীচে স্টিকার জাতীয় কিছু লেগে আছে। ফলে সেখানে পানি প্রবেশ করেনি। কিন্তু তা ওযূর আগে না পরে লেগেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে পুনরায় ওযূ করে ছালাত পড়তে হবে কি?

-সুমাইয়া ইছমাত, রাজশাহী।

উত্তর : পায়ে স্টিকার লাগার সময়কালের বিষয়টি যদি সন্দেহ হয় যে, ওযূর আগে না পরে তাহ'লে সর্বোচ্চ ধারণার ভিত্তিতে ওযূর পরে লেগেছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। এমন অবস্থায় ছালাত শুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ওযূর পূর্বে লেগেছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল তবে পরে ভুলে গিয়েছিল। ছালাতের পরে আবার মনে হয়েছে এমন সন্দেহ হ'লে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে *(সুয়ূতী, আল-আশবাহু ওয়ান নাযায়ের পৃ. ৭,৫০, ৭২)*। হাত্তাব মালেকী বলেন, যদি ওযূ করার পর কোন কিছু পাওয়া যায় এবং ধারণা হয় যে তা ওযূর পর লেগেছে, তবে ধরে নেওয়া হবে যে, এটি ওযূর পরেই লেগেছে *(মাওয়াহিবুল জলীল ১/২০০)*। উল্লেখ্য যে, স্টিকার নিজে অপবিত্র নয়। কিন্তু পায়ে স্টিকার লেগে থাকার কারণে চামড়ায় পানি নাও পৌঁছতে পারে। সেজন্য ওযূ না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : পাঁচ বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছে । আমার বাচ্চা না হওয়ায় স্বামী ২য় বিয়ে করতে চান। এটা জায়েয হবে কি?

-হাফসা, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় আপনার স্বামীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু তা কেবল তখনই, যখন তিনি নিশ্চিত হবেন যে তিনি উভয় স্ত্রীর মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার করতে পারবেন এবং উভয়ের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। যদি তিনি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তবে তিনি আল্লাহ্র কাছে কঠিনভাবে গুনাহগার হবেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার। কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে ভয় কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিয়ে কর অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী। এটাই অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী *(নিসা ৪/০৩)*।

দ্বিতীয়ত আপনার স্বামীর জন্য পরামর্শ হ'ল, সন্তানের আকাঙ্খা স্বাভাবিক। তবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব অনেক। মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি আমানত এবং সন্তান হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁরই ইচ্ছা। আল্লাহ বলেন, 'তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন'। 'অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন এবং যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। অতএব হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করুন এবং আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিন। ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে সন্তান দান করবেন।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আমি একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি। আমার পিতা সেই মাদ্রাসায় ১৮ শতাংশ জমি দান করেন। কিন্তু তিনি লিখে দেওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমার ভাইদের মধ্যে কেউ লিখে দিতে চাচ্ছে, কেউ চাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমি জমিটি আমার নিজের ভাগে নিয়ে আমার মৃত পিতার নামে ওয়াক্ফ করতে চাচ্ছি। এরূপ করা ঠিক হবে কি?

-শাহজাহান সরকার, কচুয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : দানের ক্ষেত্রে মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট। এক্ষণে উক্ত দান পিতার মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কম হ'লে সন্তানদের কর্তব্য হচ্ছে সেটা রেজিস্ট্রি করে মাদ্রাসার নামে দিয়ে দেওয়া। কারণ বৈধ দানের ক্ষেত্রে পিতার অছিয়ত আগে পালন করা অপরিহার্য *(নিসা ৪/১১)*। অতএব প্রত্যেক সন্তানকে পিতার অছিয়ত বা ঋণ পরিশোধের পরে সম্পত্তির ভাগ করতে হবে, আগে নয়।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে তা সুযোগ বা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আদায় করতে হবে? নাকি পরের ওয়াক্ত তথা যোহর ছালাতের সাথে আদায় করলেই যথেষ্ট হবে?

-যাকির হোসাইন, জয়পুরহাট।

উত্তর : ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে যখনই জাগ্রত হবে বা স্মরণ হবে তখনই আদায় করবে। কারণ ক্বাযা ছালাত আদায়ের জন্য নিষিদ্ধ সময় প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোন ছালাত ভুলে যায় বা ঘুমের কারণে পড়তে না পারে, তবে সে যখন তা স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নিবে *(মুসলিম হা/৬৮১; মিশকাত হা/৬০৪)*। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'আর তুমি ছালাতে দণ্ডায়মান হও আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : তিন/চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠকের পর ভুল করে সালাম ফিরিয়ে ফেললে করণীয় কি?

-রফীকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ছালাতে রাক'আত সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়টি যখনই মনে পড়বে, তখনই দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায় করবে এবং শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিবে। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে সালামের পরেও সহো সিজদা দেওয়া যায় *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩১)*। ইমরান বিন হোছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাতে তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন

এক ব্যক্তি, যার হাত লম্বা ছিল, দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন নবী করীম (ছাঃ) রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এলেন। এরপর যে রাক'আত বাদ পড়েছিল তা আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর দু'টি সহো সিজদা করলেন, তারপর আবার সালাম ফিরালেন' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৪)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন নারী প্লাস্টিক সার্জারী করে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : পারবে না। কারণ এতে আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...'আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণীদের আল্লাহ লা'নত করেছেন' *(বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫)*। তাছাড়া এর মধ্যে ধোঁকা রয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : কাউকে টাকা ধার দিয়ে সে দিতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত টাকা তাকে যাকাত হিসাবে দেয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এটি যাকাত হিসাবে যথেষ্ট হবে না (অর্থাৎ ঋণ মাফ করলে যাকাত আদায় হবে না)। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এর কারণ কয়েকটি– প্রথমত যাকাত হ'ল গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই। আল্লাহ বলেন, তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ করো *(তওবা ৯/১০৩)*। অথচ এখানে (ঋণ মাফ করার ক্ষেত্রে) কোন গ্রহণ নেই। দ্বিতীয়ত এটি হচ্ছে উত্তম থেকে নিকৃষ্ট বের করে দেয়ার মতো। আল্লাহ বলেন, আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, যা তোমরা নিজেরা গ্রহণ করো না চোখ বন্ধ করা ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। এর কারণ হ'ল ঋণকে নগদ সম্পদের যাকাত হিসাবে ধরা হচ্ছে; অথচ মানুষের দৃষ্টিতে ঋণ নগদ সম্পদের তুলনায় নিম্নমানের। যেন ভালো থেকে খারাপ বের করে দিচ্ছে। তাই এটি যথেষ্ট হবে না। তৃতীয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কাজ তখনই করা হয়, যখন ঋণদাতা ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলে। ফলে এটি আসলে তার নিজের সম্পদকে বাঁচানো এবং লাভবান হওয়া ছাড়া কিছু নয়। আর এমতাবস্থায় সে এক হাযার রিয়াল পরিশোধ করা থেকে বেঁচে গেল *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৩৬)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : জনৈকা হিন্দু মহিলা মুসলিম হয়েছে। তার একজন ভাইও মুসলমান হয়েছে। কিন্তু ভাই বিদেশে থাকে। এক্ষণে এরূপ নওমুসলিম নারীর বিবাহের অভিভাবক কে হবে?

-সাখাওয়াত হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মহিলার মুসলিম ভাই জীবিত থাকায় তার অভিভাবক সেই-ই হবে। সে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিবাহের ব্যবস্থা করবে। আবার নির্ভরযোগ্য কাউকে অলীর দায়িত্ব দিতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৩৮৭)*। এরূপ সুযোগ না থাকলে সরকারী প্রতিনিধি অভিভাবক হয়ে এরূপ নওমুসলিম মহিলার বিবাহের ব্যবস্থা করবে *(আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজের প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় এবং অনেক মিথ্যা বলতে হয়। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা পালনার্থে এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আদনান হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : ইসলাম এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে গোয়েন্দা বিভাগকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা এবং ছদ্মবেশ ধারণ বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়েয *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৩১০)*। উম্মে কুলছূম বিনতে উকবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন অবস্থায় মিথ্যার অনুমতি দিতে শুনিনি তিনটি অবস্থা ছাড়া, ১. যুদ্ধের সময়, ২. মানুষের মাঝে মীমাংসা/সম্প্রীতি সৃষ্টি করার সময়, ৩. স্বামীর স্ত্রীর সঙ্গে (ভালোবাসার) কথোপকথনে *(ছহীহাহ হা/৫৪৫)*। যেমন তাবুকের যুদ্ধে যাতায়াতকালে এক পথের কথা বলে আরেক পথে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কাফির ও মুনাফিকদের বিভ্রান্ত করা *(ছহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯)*। অতএব নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে এসব বিভাগে দায়িত্বপালনকারীরা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে- ১. এর উদ্দেশ্য হ'তে হবে জনকল্যাণ তথা মুসলমানদের রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা। ২. সীমালঙ্ঘন না করা। অর্থাৎ কোন নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেয়া কিংবা তাকে অন্যায়ভাবে গুম বা হত্যা করা হারাম। উল্লেখ্য যে, মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সকল গুনাহের মূল। সেজন্য গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরীর সুবাদে যেন অন্যায়ভাবে কাউকে হেনস্থা করা বা ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃত অপরাধীকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া তার দায়িত্ব। তবে এজন্য কোন অসহায়কে অন্যায়ভাবে বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা, 'উপরের আদেশ' বলে একজন নির্দোষ মানুষকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা ও এভাবে বান্দার হক নষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : কারো আচরণে খারাপ লাগলে বা বিরক্ত হ'লে মনে মনে গালি দেওয়া যাবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : গালি দেওয়া পাপের কাজ। সুতরাং সর্বাবস্থায় মুসলমানকে গালি দেওয়া হ'তে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী' *(বুখারী হা/৪৮; মিশকাত হা/৪৮১৪)*। তিনি বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি মানুষের নিন্দাকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল ভাষী এবং অসভ্য হয় না' *(তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩৬, সনদ ছহীহ)*। তবে এটা প্রকাশ্যে গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গোপনে ক্রোধ প্রকাশ ধর্তব্য নয়। এজন্য গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত যতক্ষণ মনের কথা প্রকাশ না করে অথবা সে অনুযায়ী কাজ না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন' *(বুখারী হা/৫২৬৯; মুসলিম হা/১২৭; মিশকাত হা/৬৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : ব্যাংকে পিয়ন, মালি ইত্যাদি পদে চাকুরী করা যাবে কি?

-পলাশবাড়ী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সূদী ব্যাংকে চাকুরী করা যাবে না। সেটা পিয়ন, মালি বা অন্য যে কোন পদে হৌক না কেন। কেননা এতে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি এমন ব্যাংকে কাজ করে যা সূদের সাথে লেনদেন করে, যদিও তার নিজের কাজ সূদ সম্পর্কিত নয় এবং সে ব্যাংকে এমন কোন কাজ করে না যা সরাসরি সূদের সাথে সম্পর্কিত তবুও তা জায়েয নয়। কারণ সে ব্যাংকের সেই কর্মীদের জন্য সহায়তা প্রদান করছে যারা সূদ ভিত্তিক কাজ করছে এবং এতে তারা তাদের রিবা সম্পর্কিত কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/৪১)*। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, সূদ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করা জায়েয নয়, এমনকি সে ব্যক্তি যদি শুধু চালক বা নিরাপত্তা প্রহরীও হয়। কারণ সূদী প্রতিষ্ঠানে কাজ করা মানে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করা, যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যা হারাম তার প্রতি সম্মতি প্রকাশ করলে এর পাপ তাকে স্পর্শ করবে *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৪০১)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : আমার স্ত্রী আদালতে খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খোলার পরে আমি দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্ত্রীকে রাজা'আত করি। বিবাহ নবায়ন করা হয়নি। এই অবস্থায় আমার একটি কন্যা সন্তান হয়। এখন এই কন্যাটি কি জারজ হবে? কন্যাটি কার বলে গণ্য হবে?

-মোতাহার, মির্জাপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত কন্যা জারজ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সে তার পিতার সাথে সম্পর্কিত হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/২৩৭)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মুসলিমরা এ বিষয়ে একমত যে, যে কোন বিবাহকে যদি স্বামী বৈধ বিবাহ বলে বিশ্বাস করে এবং সেই বিবাহে সহবাস করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তার ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান তার সন্তান হিসাবে গণ্য হবে এবং তারা (পিতা ও সন্তান) একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই বিবাহটি বাতিল (অবৈধ) ছিল এ ব্যাপারেও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১৩)*। তবে অধিকতর বিশুদ্ধ হচ্ছে স্ত্রী খোলা' করলে তা বিচ্ছিন্ন হিসাবেই গণ্য হবে। এতে রাজা'আতের কোন সুযোগ নেই। বরং তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে। এক্ষণে প্রশ্নকারীর উচিৎ মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নেওয়া *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩০৯; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০, ৪৬৭-৪৭০)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : জামা'আতে ছালাতের এক বা দুই রাক'আত ছুটে যাওয়ার পর যোগদান করে ভুলে ইমামের সঙ্গে ডানে অথবা উভয় পাশে সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হ'লে করণীয় কি?

*-*বাচ্চু, মান্দা, নওগাঁ।*

*[*আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : কোন মাসবূক ভুল করে ইমামের সাথে এক বা দুই সালাম ফিরানোর পরে স্মরণ হ'লে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায় করবে এবং ছালাত শেষে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৮/২০৬)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যদি মাসবূক ইমামের সালামের পরে ভুল করে তাহ'লে তা ইমাম বহন করবে না। কারণ তার অনুসরণের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে *(আল-মাজমূ' ৪/৬৪)*। শায়েখ ওছায়মীন বলেন, 'যদি জামা'আতের কোন মুছল্লী ছালাতের মধ্যে ভুল করে এবং সে মাসবূক হয়, তাহ'লে তার উপর সহো সিজদা আবশ্যক হবে, যদি তার ভুল এমন হয় যা সিজদাকে ওয়াজিব করে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৬৯৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ জামে' মসজিদে রূপান্তরিত হ'লেও জায়গাটি এখনো ওয়াক্ফ হয়নি। সভাপতি শুধু বলেছেন বিষয়টি সন্তানদের জানানো আছে। এ অবস্থায় সেখানে জুম'আর ছালাত আদায়ে কোন অসুবিধা আছে কি?

-সাজ্জাদুর রহমান, রংপুর।

উত্তর : জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদের জায়গা ওয়াকফ হওয়া শর্ত নয়, তবে এটি উত্তম ও সুন্নাত সম্মত। জুম'আর জন্য প্রধান শর্ত হ'ল- (১) মসজিদে যথেষ্ট জায়গা থাকা, যাতে মুছল্লীরা একত্রিত হয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারে। (২) সেখানে খুৎবা দেওয়ার সুবিধা থাকা। উল্লেখ্য, ওয়াক্ফ হওয়া মসজিদ এই উদ্দেশ্যকে আরও নিশ্চিত করে এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সহায়ক হয়, সেকারণ ওয়াকফ হওয়া উত্তম। কিন্তু ওয়াকফ না হওয়ার কারণে মসজিদে জুম'আ অবৈধ হবে একথা ঠিক নয় *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৬১৪; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫০৬৮; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৩৭৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২০৯)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র কোন ফরয বিধান অস্বীকার করে, তাহ'লে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি সে বিবাহ করে, তা ছহীহ হবে কি? পরবর্তীতে তওবা করে ঈমান আনলে পুনরায় বিবাহ করতে হবে কি?

-সুমাইয়া, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর : কেউ শরী'আতের কোন ফরয বিধান অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করে থাকলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ মুসলমানের সাথে কাফেরের বিবাহ বৈধ নয়। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসলে অভিভাবকের উপস্থিতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে বৈধ করে নিবে *(শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২৪২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃ. ২৭৯)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : ওযূ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ বা ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-শামীম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : ওযূ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ বা ছিয়াম ভঙ্গ

হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কখনো কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন এবং ওযূ না করেই ছালাতে বের হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৭৯; মিশকাত হা/৩২৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করতেন *(মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/২০০০)*। তবে এর ফলে 'মযী' নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে *(আবুদাঊদ হা/২১১; নাসাঈ হা/৪৩৫)*। তবে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন (২২/৬২) : জাপানে কারো সঙ্গে দেখা হ'লে সে দেশের সংস্কৃতির অংশ হিসাবে মাথা হালকা ঝুঁকিয়ে আরিগাতো বলা হয়। এভাবে মাথা ঝুঁকানো কি জায়েয?

-সাখাওয়াত হোসাইন ছাব্বির, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : এটা ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে ও বর্তমানে অমুসলিমদের মাঝে প্রচলিত অভিবাদন পদ্ধতি, যা ইসলামী শরী'আত সমর্থন করে না। সেজন্য তা পরিহার করে সালাম আদান-প্রদানের অনুশীলন করতে হবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, 'সালামের সময় মাথা ঝুঁকানো বৈধ নয়; কারণ এটি রুকূর মতো। আর রুকূ একটি ইবাদত, যা কেবল আল্লাহ্র জন্যই বৈধ, অন্য কারো জন্য নয়' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/১৩১)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকার ক্লাস কিভাবে করব? শিক্ষিকার চোখে চোখ রেখে ক্লাস করা যাবে কি? তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা যাবে কি?

-আবিদ, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : মহিলা শিক্ষিকার ক্লাস করার সময় মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবে, প্রয়োজনে প্রশ্ন করবে। তবে তার দিকে বা তার চোখে চোখ রাখবে না। তাছাড়া অন্তর থেকে শিক্ষিকার প্রতি সম্মান রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন বস্তু চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা এটি তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী-কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১১০, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে সাবালক ছেলেরা পড়াশুনা করে সে সকল প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া চাকুরী করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : কোন ব্যক্তি যদি অন্যের হক মেরে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে তার হকের দায়ভার কার উপর বর্তাবে? তার উপরে না তার সন্তানদের উপরে?

-জাহিদ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যে ব্যক্তি অন্যায় করে মারা যাবে তাকেই সে অন্যায়ের দায়ভার নিতে হবে। অন্য কেউ তার অন্যায়ের দায়ভার নিবে না। এমনকি সন্তানেরাও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেউ কারো (পাপের) বোঝা বহন করবে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৫)*। তবে পিতা কারো হক মেরে মারা গেলে এবং নিজ সম্পদ রেখে গেলে সন্তানদের করণীয় হচ্ছে পিতার ঋণ পরিশোধ করা। কারণ পিতার সম্পদ থেকে এটা পরিশোধ করা আবশ্যক *(নিসা ৪/১১)*। আর পিতা কোন সম্পদ রেখে না গেলে এবং সন্তানের সম্পদ থাকলে পিতার খিদমত হিসাবে তার ঋণ পরিশোধ করা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : বিচ্ছেদের কারণে আমার পিতা আমার মায়ের বা আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। আমি মায়ের কাছে বড় হয়েছি, বিয়েতে পিতার কোন ভূমিকা ছিল না। মায়ের বান্ধবী ও আত্মীয়দের অনুমতিতে বিয়ে সম্পন্ন হয়, পরে তালাকও হয়েছে। এ বিয়ে ও তালাক কি জায়েয হয়েছে? না হ'লে বাবার অনুমতিতে পুনরায় বিয়ে করলে কি তা জায়েয হবে?

-নিশাত ফারহাত, ভারত।

উত্তর : উপরোক্ত বিবাহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে হয়ে থাকলে সে বিবাহ ও তালাক দুটোই সংঘটিত হয়েছে। যদিও বৈধ অভিভাবক তথা পিতার অনুমতি ছাড়া মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ নয়। এক্ষণে অন্য কোথাও বা পূর্বের স্বামীকে বিবাহ করতে চাইলে পিতার অনুমতিক্রমে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বের স্বামী তিন মাসে তিন তালাক দিয়ে থাকলে তা তালাকে বায়েন হয়ে গেছে এবং অন্যত্র বিবাহ হয়ে স্বাভাবিকভাবে তালাক প্রাপ্তা হ'লে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে খোলা' নিয়ে থাকে অথবা স্বামী এক বা দুই তালাক দিয়ে থাকে তাহ'লে সরাসরি নতুন বিবাহের মাধ্যমে পূর্বের স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০,৪৬৭-৭০)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : সন্তানের অসুস্থতার কারণে আমি মানত করেছিলাম যে, যেদিন আমি হাসপাতাল থেকে সন্তানকে বাসায় নিয়ে যাব, তার পরদিন থেকে আমি একমাস ছিয়াম পালন করব। এক্ষণে এ ব্যাপারে করণীয় কি? এটা কি ভেঙ্গে ভেঙ্গে করতে পারব না লাগাতার এক মাস পালন করতে হবে?

-মাহবূব হাসান, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : এটা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানতকারী লাগাতার ছিয়াম পালন করার নিয়ত করে থাকলে লাগাতার পালন করবে। আর কোন নিয়ত না করে থাকলে সুবিধামত দিনগুলোতে ছিয়াম পালন করে ত্রিশদিন পূর্ণ করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪০/১৬৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : সময়ের অভাবে বা যরূরী কোন কাজ থাকলে ফরয ছালাতের পরের সুন্নাত যেমন যোহরের ছালাতের পরের সুন্নাত ছালাত, আগাম পড়ে নেয়া যাবে কি?

-কাওছার হাবীব, বগুড়া।

উত্তর : ফরয ছালাতের পরের সুন্নাতকে পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়। কারণ তা আদায় করলে সময়ের পূর্বে আদায় করা হয়ে যাবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৫/২৮১-৮২)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, 'প্রতিটি ছালাতের পূর্বে পড়া সুন্নাত (যেমন ফজরের দুই রাক'আত) এর সময় শুরু হয় ওয়াক্ত শুরু হ'লে এবং ফরয ছালাত শুরু হ'লে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর প্রতিটি ছালাতের পরের সুন্নাত পড়ার সময় শুরু হয় ফরয ছালাত শেষ হ'লে এবং ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত সময় বাকী থাকে *(আল-মুগনী ১/৪৩৬)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : আমি দু'বছর ধরে সালাফী মানহাজ অনুসরণ করছি। এলাকার একজন ছোট ভাই আমার প্রভাবে এখন ছহীহ আক্বীদা-আমলের অনুসারী ও ধার্মিক হয়ে উঠেছে। সে সব সময় যিকির, দো'আ, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ছালাত, নফল ছালাত এবং প্রতিদিন আযান দেয়। তার এতো ভালো কাজ আমি সহ্য করতে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-হাবীব সরকার, গাইবান্ধা।

উত্তর : হিংসা না করে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করতে হবে। কারণ সে যা ভালো আমল করবে তার ছওয়াবের সমপরিমাণ সত্যের সন্ধানদাতার আমলনামায় যোগ হবে *(মুসলিম হা/২৬৭৪)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মতো *(হাদীদ ৫৭/২১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈর্ষা (গুনাহর অর্থে নয়, বরং নেক কাজে আগ্রহ প্রকাশ) কেবল দুই ক্ষেত্রে বৈধ; (১) এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন, ফলে সে রাত-দিন কুরআন তেলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনে বলে, হায়! আমাকে যদি অমুকের মতো কুরআনের জ্ঞান দেয়া হ'ত, তাহ'লে আমিও তার মতো আমল করতাম। (২) এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, ফলে সে তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছে। অন্য ব্যক্তি তা দেখে বলে, হায়! আল্লাহ আমাকেও যদি অমুকের মতো সম্পদ দিতেন, তাহ'লে আমিও তার মতো দান করতাম *(বুখারী হা/৫০২৬; মিশকাত হা/২১১৩)*। সুতরাং হিংসা বা চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : স্ত্রী সংসর্গের কারণে শরীর নাপাক হ'লে ব্যবহৃত বিছানা, কাঁথা, পোষাক ও ঘরের মেঝে নাপাক হবে কি?

-হালীম হোসাইন, ভারত।

উত্তর : নাপাক হবে না। তবে কাপড়ের কোন স্থানে বীর্য লেগে গেলে তা ধুয়ে ফেলবে বা পানি ছিটিয়ে দিবে। মূলত স্বামী-স্ত্রী মিলনে গোসল ফরয হয় কেবল ব্যক্তিদ্বয়ের উপর *(মুসলিম হা/২৮৮, আবুদাউদ হা/৩৭১)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : বিবাহ হওয়ার পর স্বামীর সাথে মিলন হয়নি। বিয়ের কিছুদিন পর মেয়ের তালাক হয়। এখন পরবর্তী বিয়ের জন্য মেয়েকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর সাথে মিলন এবং নির্জনবাস না হয়ে থাকলে তালাক প্রাপ্তা নারীকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তাদেরকে কিছু সম্পদ দিবে ও সুন্দরভাবে বিদায় করবে' *(আহযাব ৩৩/৪৯; তাফসীরে কুরতুবী, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : ঘুম থেকে উঠে ওযূ না করে ফজরের ছালাতের আযান দেওয়া যাবে কি?

-মুসাফির, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ওযূ করে আযান দেওয়া উত্তম *(আইনী, আল-বিনায়াহ ২/১০৯)*। তবে কেউ সময় স্বল্পতার কারণে ওযূ না করে আযান দিলে তাতে দোষ নেই। কারণ আযান দেওয়ার জন্য ওযূ করা শর্ত নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৬/৩৪৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন' *(মুসলিম হা/৩৭৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : জনৈক ব্যক্তি ১০ দিন আগে বিষ পান করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। ঐ ব্যক্তিকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা এবং জানাযা করা যাবে কি?

-আল-আমীন, টাঙ্গাইল।

উত্তর : আত্মহত্যা করা কাবীরা গোনাহ। যার পরিণতি ভয়াবহ। তবে এটি মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে সে সর্বদা জাহান্নামে এরূপ করতে থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে তার হাতে বিষ থাকবে। সর্বদা জাহান্নামে সে বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্রের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে সর্বদা ঐ অস্ত্র তার পেটে ঢুকাতে থাকবে' *(বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩)*।

এরূপ ব্যক্তির জানাযা করা যাবে, তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা এবং তাদের জন্য দো'আও করা যাবে। তবে বুযর্গ আলেম ও মসজিদের ইমাম অংশ গ্রহণ করবেন না *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯৬)*। কারণ এমন ব্যক্তির জানাযা নবী করীম (ছাঃ) নিজে পড়েননি। অন্যকে পড়তে বলেছেন *(আবুদাউদ হা/৩১৮৫; তিরমিযী হা/১০৬৮)*। যাতে জীবিতরা এমন লাঞ্ছনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আত্মহত্যার মত ভয়াবহ পাপ থেকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : একজন পুরুষের ইনকামের সর্বপ্রথম হকদার তার স্ত্রী, এরপর সন্তান, এরপরে হচ্ছে পিতা-মাতা ও

ভাই বোন। একথাটি শরী'আত সম্মত কি?

-গোলাম রাব্বি, বরিশাল।

উত্তর : হাদীছে খরচ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা নবী করীম (ছাঃ) ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিলে এক ব্যক্তি বলল, আমার কাছে এক দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এটা তোমার নিজের জন্য খরচ কর। লোকটি বলল, আরেকটা আছে। তিনি বললেন, তোমার সন্তানের জন্য খরচ কর। লোকটি বলল, আরেকটা আছে। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। লোকটি বলল, আরেকটা আছে। তিনি বললেন, তোমার চাকরের জন্য খরচ কর। লোকটি বলল, আমার কাছে আরেকটা আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি নিজেই ভালো জানো কোথায় খরচ করবে *(আবুদাউদ হা/১৬৯১; নাসাঈ হা/২৫৩৫, সনদ হাসান)*। তবে পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার ব্যাপারে সন্তানের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা খরচ করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতার জন্য হবে... *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : চার বছর পূর্বে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে তালাক হয়ে গেছে। তাদের ঘরে সন্তানও ছিল। কেউই অন্য কোথাও বিবাহ করেনি। এক্ষণে তারা পুনরায় একত্রিত হওয়ার জন্য বিবাহ করতে পারবে কি?

-আরীফ হোসাইন, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : পুনরায় বিবাহ নির্ভর করবে তালাকের ধরনের উপর। যদি এক, দুই তালাক বা খোলা' হয়ে থাকে তাহ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় সংসার করতে পারবে। আর যদি তিন মাসে তিন তালাক বা তালাকে বায়েন হয়ে থাকে তাহ'লে স্বাভাবিকভাবে আর সংসার করতে পারবে না। এক্ষণে মহিলার যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তালাক প্রাপ্তা হয় তাহ'লে ইদ্দত শেষে পূর্বের স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : জুম'আর খুৎবা চলাকালে আমি লক্ষ্য করলাম, জনৈক ব্যক্তি অনবরত মোবাইল স্ক্রল করছে। ছালাত শেষে নিষেধ করলে সে বলল, ইমামের কথা কুরআন-হাদীছের সাথে মিলানোর জন্য সে সবসময় এমন করে। আমার প্রশ্ন হ'ল খুৎবার সময় কুরআন-হাদীছ মিলানোর উদ্দেশ্যে মোবাইল বা বই-খাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা শরী'আত সম্মত কি?

-শহীদুল ইসলাম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : খুৎবা চলাকালে সর্বপ্রকার কাজ, কথা, লিখা, মোবাইল দেখা, হাদীছ মিলানো ইত্যাদি আচরণ অনুচিৎ। বরং এ সময় মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুৎবা শ্রবণ করবে। হানাফী বিদ্বান ইবনুল হুমাম বলেন, 'খুৎবা চলাকালে কথা বলা হারাম; তা যদি আমর বিল মা'রূফও (সৎকাজের আদেশ) হয়ে থাকে। একইভাবে খুৎবার সময় খাওয়া-দাওয়া ও লেখা হারাম *(ফাৎহুল ক্বাদীর ২/৬৮)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'ইমামের খুৎবা চলাকালে মুছল্লীদের জন্য কথা বলা জায়েয নয়। এমনকি কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললেও তার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা যাবে না *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/৩১৩)*। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এই কাজটি সঠিক নয়; কারণ যদি কেউ একটি অংশ নোট করে, তাহ'লে অন্য অংশ ভুলে যেতে পারে বা ভুলভাবে নোট করতে পারে। সুতরাং জুম'আর খুৎবা নোট করা মুছল্লীর জন্য অনুমোদিত নয় *(আল-লিক্বাউশ শাহরী ৪/২৯১)*। উল্লেখ্য, কোথাও যদি মুছল্লীর জন্য ইমামের খুৎবা অনুবাদ করে দিতে হয় তাহ'লে কেবল অনুবাদকের জন্য এটা জায়েয।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : হিন্দুদের পুজামণ্ডপ পরিদর্শনে যাওয়া বা শুভেচ্ছা বিনিময় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ রাতিব, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়া জায়েয নয়, কাফেরদের ইবাদত অনুষ্ঠান পরিদর্শন করা বৈধ নয়, তাদের ধর্মীয় আচারে উপস্থিত থাকা বৈধ নয় এবং তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করাও বৈধ নয়। কারণ এগুলো কাফেরদের ধর্মীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের সাথে এতে সাদৃশ্য করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯)*। আর মন্দিরে গেলে তাদের উপাসনালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাদের ইবাদতে সম্মতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়। আর এসব কিছু নিষিদ্ধ; বরং এগুলো মানুষকে নানা বিপদ ও আল্লাহ্র গযবের সম্মুখীন করে। ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শত্রু ইহূদী ও খ্রিস্টানদের উৎসবের দিনে এবং সমবেত হওয়ার সময় তাতে গমন থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়, আর আমি আশঙ্কা করি তা তোমাদেরকেও পাকড়াও করবে *(বায়হাক্বী, হা/১৮৮৬২; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৪০)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অনারবদের দেশে (অমুসলিম ভূমিতে) বসবাস করবে, তাদের নওরোয ও মেহেরজান (ধর্মীয়) উৎসব পালন করবে এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। আর এ অবস্থায় যদি তাদের মৃত্যু হয় তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই পুনরুত্থান করা হবে *(বায়হাক্বী, হা/১৮৮৬৪; দাওলাবী, আল কুনা ওয়াল আসমা হা/১৮৪৩)*। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্বে থাকলে এবং সে দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা থাকলে তা পালন করা যাবে। তবে দাওয়াতের উদ্দেশ্য হৃদয়ে রেখে সেখানে দায়িত্ব পালন করবে। তাদেরকে শিরক থেকে মুক্তির দাওয়াত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : কারো কারো মৃতদেহ কবরে থাকার অনেক দিন পরেও পচে না। এতে কি প্রমাণিত হয় যে তিনি কোন বিশিষ্ট পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন?

-শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : কবরে কারো লাশ অক্ষত থাকা বা পচে না যাওয়া সে ব্যক্তির সৎ হওয়ার প্রমাণ নয়। কারণ নবী-রাসূল ছাড়া

কারো লাশ অক্ষত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ নিশ্চয়তা দেননি *(মুসনাদ আহমাদ হা/১৬২০৭; মিশকাত হা/১৩৬৬; ছহীহাহ হা/১৫২৭)*। লাশ অক্ষত থাকার বিষয়টি দেহের গঠন, মাটির প্রকৃতি বা স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেও হ'তে পারে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণসমূহ নির্ণয় করতে পারেন।

আলবানী (রহঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলি না যা আমরা জানি না। আমরা বলি আল্লাহ মাটিকে নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করতে। আর নবী নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য আমাদের কাছে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে তাদের দেহ অক্ষত থাকবে *(মাওসূ'আতুল আলবানী ফিল আক্বীদাহ ৮/১৫৩)*। অতএব কারো লাশ অক্ষত থাকার মানেই যে তিনি সৎ ছিলেন এমনটা নয়। বরং কোন কোন ভালো মানুষের লাশ আল্লাহ চাইলে অক্ষত থাকতে পারে।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : ছালাতে ওয়াজিব তরক করার কারণে সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে কি? বৈঠক শেষে সহো সিজদার কথা ভুলে গিয়ে সালাম ফিরিয়ে ফেললে করণীয় কি?

-শহীদুযযামান, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের ভিতর কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/৫৭২)*। তবে কেউ সহো সিজদা দিতে ভুলে গেলে এবং সালাম ফিরানোর পর মনে হ'লে তখনই বসে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর ওয়াক্তের মধ্যে মনে না পড়লে কিছুই করতে হবে না। বরং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৫০; আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৩৩-৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : জনৈক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের মৃত্যুর পর তার নামে থাকা ইউটিউব ও ফেসবুক পেজ রেখে দেয়া হয়েছে। কেননা সেগুলি থেকে বিশুদ্ধ দ্বীনী ইলম শিক্ষার সুযোগ আছে। মৃত্যুর পরেও এভাবে কোন কিছু রেখে দেয়া জায়েয হবে কি? এটা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে গণ্য হবে কি?

-মাহমূদ, ফরিদপুর।

উত্তর : এটা রেখে দেওয়া জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ। আর তার বক্তব্য দ্বারা কেউ উপকৃত হলে মাইয়েত ছাদাক্বা জারিয়া হিসাবে ছওয়াব পেতে থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। (যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি)। (২) এমন ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি)। (৩) এমন সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। (মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি) *(মুসলিম হা/১৬৩১, মিশকাত হা/২০৩)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) কুরআন বিতরণ করা (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(মুসনাদ বাযযার হা/৭২৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : জুম'আর খুৎবা শ্রবণের সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসার ক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-রফীকুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে বসা যাবে না। কারণ প্রথমতঃ এতে আলস্য আসে এবং ঘুমের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যাতে ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ এতে খুৎবার প্রতি মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং অবহেলা সৃষ্টি হয়। অথচ বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে উঠতেন, তখন তাঁরা তাঁর প্রতি অভিমুখী হয়ে সামনাসামনি বসতেন' *(তিরমিযী হা/৫০৯; মিশকাত হা/১৪১৪; ছহীহাহ হা/২০৮০)*।

এছাড়া বিভিন্ন হাদীছে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং মনোযোগ বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮৩)*। উপরন্তু যেকোন মজলিসে বসার ক্ষেত্রে এভাবে বসা শিষ্টাচার বিরোধী। অতএব এ থেকে বিরত থাকা যরূরী।

পলাশবাড়ী দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্রাসা, নীলফামারী

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত
বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক-অনাবাসিক)

- ভর্তি ফরম বিতরণ : ০৬ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫
- ভর্তি পরীক্ষা : ৩রা জানুয়ারী ২০২৬
- ভতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ০৫ই জানুয়ারী ২০২৬
- ভর্তি চলবে : ০৬-০৯ই জানুয়ারী ২০২৬
- ক্লাস শুরু : ১০ই জানুয়ারী ২০২৬

বৈশিষ্ট্য সমূহ

*শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদাহ ও আমল শিক্ষা দান। *আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান। *স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা। *নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা। *প্রতিষ্ঠানটি নীলফামারী-ডোমার হাইওয়ে সংলগ্ন হওয়ায় সহজ ও সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্হা।

শর্তাবলী

*নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে। *প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ-বিধি মেনে চলতে হবে। *প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহেই নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

পলাশবাড়ী সদর, নীলফামারী। মোবাইল : ০১৭২৮-৩৪৬৩১৩

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	০৯ জুমাঃ উলাঃ	১৬ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭
০৩ নভেম্বর	১১ জুমাঃ উলাঃ	১৮ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৯	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৫ নভেম্বর	১৩ জুমাঃ উলাঃ	২০ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫০	০৬:০৭	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৫
০৭ নভেম্বর	১৫ জুমাঃ উলাঃ	২২ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫১	০৬:০৯	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৬	০৬:৩৪
০৯ নভেম্বর	১৭ জুমাঃ উলাঃ	২৪ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫২	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	১৯ জুমাঃ উলাঃ	২৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫৩	০৬:১১	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	২১ জুমাঃ উলাঃ	২৮ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫৪	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৫ নভেম্বর	২৩ জুমাঃ উলাঃ	৩০ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	২৫ জুমাঃ উলাঃ	০২ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৪:৫৭	০৬:১৫	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	২৭ জুমাঃ উলাঃ	০৪ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৪:৫৮	০৬:১৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
২১ নভেম্বর	২৯ জুমাঃ উলাঃ	০৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৪:৫৯	০৬:১৮	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
২৩ নভেম্বর	০১ জুমাঃ আখেরাহ	০৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০০	০৬:১৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	০৩ জুমাঃ আখেরাহ	১০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০১	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	০৫ জুমাঃ আখেরাহ	১২ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০২	০৬:২২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
২৯ নভেম্বর	০৭ জুমাঃ আখেরাহ	১৪ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৪	০৬:২৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০১ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ আখেরাহ	১৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৫	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ আখেরাহ	১৮ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৬	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ আখেরাহ	২০ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৭	০৬:২৮	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩২
০৭ ডিসেম্বর	১৫ জুমাঃ আখেরাহ	২২ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৮	০৬:২৯	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	১৭ জুমাঃ আখেরাহ	২৪ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩৩
১১ ডিসেম্বর	১৯ জুমাঃ আখেরাহ	২৬ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:১১	০৬:৩২	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৩ ডিসেম্বর	২১ জুমাঃ আখেরাহ	২৮ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:১২	০৬:৩৩	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	২৩ জুমাঃ আখেরাহ	৩০ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১৩	০৬:৩৪	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−২	−১
গাযীপুর	০	০	০	−১	০
শরীয়তপুর	−১	+১	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	+৭	+৬	+৩	−৬	+৪
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৩	+৪
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+২
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+৪	+৫	+৬	+২	+৬

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	০	−১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−১	−১
জামালপুর	+৩	+৩	+১	−২	+১
নেত্রকোণা	−১	−১	−৩	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৩	+৫	+৭	+৬	+৭
মেহেরপুর	+৬	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৬	+৭
কুষ্টিয়া	+৩	+৪	+৪	+৬	+৪
মাগুরা	+৩	+৪	+৫	+৪	+৫
খুলনা	+২	+৪	+৫	+৫	+৫
বাগেরহাট	+২	+৪	+৫	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৬	+৫	+৬

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	−১	+১	+২	+৩	+২
পটুয়াখালী	−২	+১	+২	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+২	+৩	+৪	+৩
বরিশাল	−১	+১	+২	+২	+২
ভোলা	০	০	০	+১	০
বরগুনা	−১	+২	+৩	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৪	+৫
বগুড়া	+৫	+৫	+৩	+২	+৩
রাজশাহী	+৭	+৮	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৫	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৭	+৫	+৪	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৯	+৮	+৪	+৩	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৮	+৫	+৪	+৬
লালমণিরহাট	+৬	+৫	+২	০	+৩
নীলফামারী	+৬	+৫	+২	+২	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+২	+১	+৩
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৯	+৬	+৪	+৬
রংপুর	+৬	+৫	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৪	+৩	০	−১	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−৩	−৩	−২
ফেনী	−৬	−৪	−২	−৫	−২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৯	−৭	−৬	−৬	−৬
নোয়াখালী	−৪	−২	−১	−১	−১
চাঁদপুর	−৩	−১	−১	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−৩	−১	০	−১	০
চট্টগ্রাম	−৮	−৫	−৪	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৯	−৬	−৩	−২	−৪
খাগড়াছড়ি	−৯	−৭	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−১০	−৭	−৫	−৫	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৫	−৭	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৬	−৬	−৬
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৫	−৫	−৪
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬ দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী ফোন : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)	বাড়ী # ২২৩ ও ২২৪, কাজীহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহী ফোন : ০২-০২৫৮৮৮৫৩২২২, ০১৭১৭-৮১৮২৪৪ সিরিয়ালের জন্য হটলাইন : ০৯৬১০০০৯৬৩৬ প্রতি বৃহঃবার বিকাল ৩-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 2, November 2025